# সপ্তম সংস্করণের নিবেদন

এই পরিশোধিত সপ্তম সংস্করণের চিকিৎসা-খণ্ডে কতিপয় আবশ্যকীয় নূতন রোগাধ্যায়ের সংযোজনায় পুস্তকটি আকারে ও উপযোগিতায় আশানুরূপ উন্নীত হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্যের দিনে পুস্তকের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি করিয়া ১.৫০ ন. প. মাত্র করা হইল।

আমাদের গ্রাহক ও পাঠকবর্গের অনুগ্রহে ষষ্ঠ সংস্করণের সমস্ত পুস্তক অল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আশা করি এই সপ্তম সংস্করণও তাঁহাদের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইবে না।

কলিকাতা<br>
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ বাং

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং<br>
প্রাইভেট্ লিমিটেড্

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অর্ব্বুদ ও দূষিত অর্ব্বুদ | ১৯১ |
| অর্শ | ১৫২ |
| অসাড় মূত্রস্রাব | ১৪৩ |
| অস্থি-পীড়া | ১০৩ |
| আক্ষেপ | ১১৪ |
| আগুনে পোড়া | ১০৬ |
| আঙ্গুলহাড়া | ১৪৫ |
| আঁচিল | ১৪৫ |
| আমবাত | ১৫৩ |
| আমাশয় | ১৩১ |
| আরক্ত-জ্বর | ১৮১ |
| আর্ত্তব-ব্যাধি | ১৭৩ |
| অ্যাডিশন-রোগ | ৯২ |
| ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা | ১৫৬ |
| উদরাময় | ১২৭ |
| উন্মাদরোগ | ১৬৯ |
| উপদংশ | ১৮৭ |
| উপাঙ্গ-প্রদাহ | ৯৮ |
| একশিরা | ১৫৪ |
| ওলাউঠা | ১১০ |
| ঔষধিজ জ্বর | ১৪৯ |
| কটিবাত | ১৬৯ |
| কটিস্নায়ুবাত | ১৮১ |
| কর্কট-রোগ | ১০৭ |

| বিষয় | | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| কর্ণমূল স্ফীতি | ... | ... | ... | ১৭৫ |
| কর্ণরোগ | ... | ... | ... | ১৩৬ |
| কালাজ্বর | ... | ... | ... | ১৫৯ |
| কাসি | ... | ... | ... | ১১৫ |
| কোষ্ঠকাঠিন্য | ... | ... | ... | ১১৩ |
| ক্রিমি | ... | ... | ... | ১৯৮ |
| ক্ষত | ... | ... | ... | ১৯৪ |
| গলগণ্ড | ... | ... | ... | ১৪৭ |
| গর্ভাবস্থা ও প্রসববেদনা | | ... | ... | ১৬৪ |
| গলক্ষত | ... | ... | ... | ১৮২ |
| গ্রন্থির পীড়াচয় | ... | ... | ... | ১৪৬ |
| গ্রন্থিবাত | ... | ... | ... | ১৪৮ |
| ঘুংড়ী কাসি | ... | ... | ... | ১১৬ |
| চক্ষুরোগ | ... | ... | ... | ১১৭ |
| চর্ম্মরোগ | ... | ... | ... | ১৪৪ |
| জিহ্বার পীড়া | ... | ... | ... | ১৮৯ |
| ঝিল্লী-প্রদাহ | ... | ... | ... | ১২৮ |
| তড়কা বা আক্ষেপ | ... | ... | ... | ১১৪ |
| তাণ্ডব রোগ | ... | ... | ... | ১১১ |
| তালুমূল-প্রদাহ | ... | ... | ... | ১৯০ |
| দন্তশূল ও দন্তরোগ | ... | ... | ... | ১২৫ |
| দন্তোদ্গম | ... | ... | ... | ১২৪ |
| ধমনীর প্রসারণ বা স্ফীতি | | ... | ... | ৯৫ |
| নাক দিয়া রক্ত পড়া | ... | ... | ... | ১৩৯ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| --- | --- |
| পক্ষাঘাত ... ... ... | ১৭৭ |
| পাণ্ডু বা ন্যাবা ... ... ... | ১৬২ |
| পানি-বসন্ত ... ... ... | ১০৯ |
| পিত্ত-পাথরী ... ... ... | ১৪২ |
| পুঁয়েপাওয়া বা মাংসক্ষয় রোগ ... ... | ১৬৬ |
| প্রমেহ ... ... ... | ১৪৭ |
| প্রলাপ ... ... ... | ১২৩ |
| প্রসববেদনা ... ... ... | ১৬৪ |
| প্লীহার রোগসমূহ ... ... ... | ১৮৪ |
| ফুসফুস্-প্রদাহ ... ... ... | ১৭৮ |
| ফোড়া ... ... ... | ৯১ |
| বক্ষাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ ... ... ... | ১৭৮ |
| বমন ... ... ... | ২০০ |
| বসন্ত ... ... ... | ১৯৫ |
| বহুমূত্র ... ... ... | ১২৬ |
| বাত ... ... ... | ১৮০ |
| বাধকবেদনা বা ঋতুশূল ... ... | ১৩৩ |
| বায়ুনলী-প্রদাহ ... ... ... | ১০৪ |
| বিষাক্ত কীটাদির দংশন ... ... | ১০২ |
| বিসর্প ... ... ... | ১৪০ |
| ব্রাইট পীড়া ... ... ... | ১০৪ |
| ভগন্দর ... ... ... | ১৪২ |
| মস্তিষ্ক-আবরক ঝিল্লী-প্রদাহ ... ... | ১৭১ |
| মস্তিষ্ক বিকম্পন ... ... ... | ১১৩ |

| বিষয় | | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| মানসিক পীড়া বা মনোবৈকল্য | | ... | ... | ১৬৮ |
| মুখগহ্বর-প্রদাহ | ... | ... | ... | ১৮৫ |
| মুখে ঘা | ... | ... | ... | ৯৭ |
| মূত্রযন্ত্রের পীড়াচয় | ... | ... | ... | ১২০ |
| মৃগী রোগ | ... | ... | | ১৩৭ |
| মেরুদণ্ডের পীড়াচয় | ... | ... | ... | ১৮৪ |
| ম্যালেরিয়া | ... | ... | ... | ১৬০ |
| যকৃতের পীড়াচয় | ... | ... | ... | ১৬৩ |
| যক্ষ্মাকাস বা ক্ষয়কাস | ... | ... | ... | ১১৯ |
| রক্তস্বল্পতা | ... | ... | ... | ৯৪ |
| রক্তস্রাব | ... | ... | ... | ১৫১ |
| রক্তামাশয় | ... | ... | ... | ১৩২ |
| রজোরোধ | ... | ... | ... | ৯৩ |
| শিরোঘূর্ণন | ... | ... | ... | ১৯৯ |
| শিরঃপীড়া | ... | ... | ... | ১৪৯ |
| শিরার রোগ | ... | ... | ... | ১৯৬ |
| শিশু-ওলাউঠা | ... | ... | ... | ১১০ |
| শিশুর শীর্ণতা | ... | ... | ... | ১০১ |
| শুক্রক্ষরণ | | ... | ... | ১৮৩ |
| শূলবেদনা | .. | ... | ... | ১১২ |
| শোথ | ... | ... | ... | ১৩০ |
| শ্বেত-প্রদর | ... | ... | ... | ১৬৫ |
| সন্ধি-প্রদাহ | ... | ... | | ৯৮ |
| সবিরাম-জ্বর | ... | ... | ... | ১৫৭ |

| বিষয় | | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| সর্দ্দি | . | ... | ... | ১০৮ |
| সর্দ্দি-গর্ম্মি | ... | | ... | ১৮৬ |
| সাধারণ-জ্বর | .. | ... | | ১৪১ |
| সাধারণ-প্রদাহ | ... | ... | ... | ১৫৫ |
| সান্নিপাতিক বিকার বা আন্ত্রিক জ্বর | | ... | ... | ১৯২ |
| সূতিকা-জ্বর | ... | ... | ... | ১৭৯ |
| স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য | ... | . | ... | ১৭৬ |
| স্নায়ুশূল | ... | ... | .. | ১৭৫ |
| স্বরভঙ্গ | ... | ... | ... | ৯৬. |
| হাঁপানি | . | ... | ... | ৯৯ |
| হাম | ... | ... | ... | ১৭০ |
| হিক্কা | ... | ... | ... | ১৫৩ |
| হিষ্টিরিয়া | ... | ... | ... | ১৫৫ |
| হুপ-কাসি | ... | ... | ... | ১৯৭ |
| হৃৎশূল | ... | ... | ... | ৯৫ |
| হৃদ্রোগসমূহ | ... | ... | .. | ১৫০ |
| **রেপার্টরী বা চিকিৎসা-নির্ঘণ্ট** | | ... | ... | **২০১-২৫৪** |

# বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব

বায়োকেমিক ঔষধ বা Tissue Remedies সম্বন্ধে অন্য আলোচনার পূর্ব্বে ইহার ভিত্তি সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

Biochemistry কথাটি, দুইটি পৃথক্ শব্দদ্বারা গঠিত হইয়াছে। Bios—জৈব এবং Chemistry—রসায়ন-শাস্ত্র। সুতরাং Biochemistry শব্দের অর্থ জৈব-রসায়ন বা জীবন-রসায়ন। প্রাণীমাত্রেরই সজীব অবস্থায় শারীরক্রিয়া সংসাধন হেতু প্রতিক্ষণ দেহে ক্ষয় ও পূরণ ঘটিতেছে এবং তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সুশৃঙ্খল নিয়মানুসারে সংসাধিত হইতেছে। প্রাণীদেহের ন্যায় উদ্ভিদ্-দেহেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ্ জীবনের স্ফুরণ, বর্দ্ধন ও ক্ষয় নিয়ত ঘটিতেছে।

জীবদেহের যাবতীয় যন্ত্র ও অঙ্গের গঠন ও পোষণের নিমিত্ত যথোপযুক্ত পরিমাণে ও বিভাগানুপাতে কতকগুলি পার্থিব বা ধাতব ( inorganic ) পদার্থ প্রয়োজন। আহার্য্য ও পানীয়সহ সেগুলি দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পরিপাকান্তে শোণিত-প্রবাহ সহায়ে দেহের সর্ব্বক্ষেত্রেই উপনীত ও গৃহীত হয়; আবার প্রাকৃতিক নিয়মে অনুক্ষণ শারীর-ক্রিয়ার সক্রিয়তা হেতু দেহতন্তুগুলি দগ্ধ হওয়ার ফলে সেই পার্থিব পদার্থগুলির কতক অংশ ব্যতীত অবশিষ্টাংশ দগ্ধাবশিষ্ট ভস্মরূপে পরিণত হয়। এই পদার্থগুলিকে Inorganic Tissue Salts বলা হয়। বায়োকেমিক মতে এই সকল তন্তু-লবণ ( tissue salts ) যতক্ষণ উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, ততক্ষণ স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকে; এই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম ঘটিলেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। তন্তু-লবণ উপযুক্ত পরিমাণ না থাকিলে বা অভাব হইলে এই ঘাট্‌তি লবণসমূহ ঔষধদ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত দেহে পূরণ করার নামই বায়োকেমিক চিকিৎসা।

হানেমানই সর্ব্বপ্রথম কতকগুলি পার্থিব লবণ পরীক্ষা ( proving ) করিয়া সদৃশ-বিধান ( হোমিওপ্যাথি ) মতে চিকিৎসার্থ ব্যবহার করেন। তখন ইহাদের বায়োকেমিক মতে ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। পরে, হানেমান-শিষ্য ষ্টাফ্ ( Stapff ) সমর্থন করেন যে, ব্যাধি আরোগ্য করিবার পক্ষে নরদেহের এই সকল উপাদান সমধিক উপযোগী। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রভল ( Grauvogl ) এই লবণগুলির সুখ্যাতি করিয়াছেন।

কিন্তু **জার্ম্মানির** ওল্ডেনবার্গ নগরবাসী ডাক্তার উইলিয়াম্ এচ্. সুস্লার ( Schuessler )-ই এই সকল অজৈব-লবণ অবলম্বনে বায়োকেমিক চিকিৎসা-প্রণালী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এ-বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। ডাঃ ওকোন্নার ( O'conner ) সেই জার্ম্মান ভাষায় লিখিত গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ করেন এবং পরে এম্. ডসেটি ওয়াকার ( M. Docetti Walker ) ও কেরী প্রত্যেকে এক-একখানি করিয়া এবং বোরিক ও ডিউই একযোগে একখানি ( মোট তিনখানি ) বায়োকেমিক চিকিৎসা-গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ কেরী এবং ডাক্তার বোরিক ও ডিউই প্রণীত গ্রন্থ দুইখানিই সমধিক জনপ্রিয়। অতঃপর বায়োকেমিক চিকিৎসার নানাবিধ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে।

## জৈব-তত্ত্ব

জীবদেহের গঠন-প্রণালীতে আমরা কতকগুলি বিশিষ্ট অংশ দেখিতে পাই সেগুলির সংযোজনা ও সুনিপুণ সংস্থাপন দ্বারাই দেহ-নির্ম্মাণ সংসাধিত হইয়াছে। এই সকল অংশ নানাপ্রকার তন্তু ( tissue ) দ্বারা নির্ম্মিত, তন্তুগুলিও আবার ক্ষুদ্রতম কোষসমূহ দ্বারা গঠিত। তন্তুগুলির মধ্যে অস্থি-কোষ ( bone-cells ), পেশী-কোষ ( muscle-cells )

উপাস্থি-কোষ ( cartilage-cells ), শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী-কোষ ( mucous-cells ), স্থিতিস্থাপক তন্তু (elastic tissue), উপত্বক তন্তু (epithelial tissue ), সংযোজক তন্তু ( connective tissue ), স্নায়ুকোষ (nerve-cells ), অক্ষি-তন্তু ( crystalline lens ), কেশ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন কার্য্যোপযোগী তন্তুসকল পরিলক্ষিত হয়। **কোষগুলি আবার জৈব** ( organic ) **এবং পার্থিব** ( inorganic ) **পদার্থদ্বয় সম্বলিত**। কোষগুলি দেখিবার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন। সজীব নরদেহের গঠন ও শক্তি বহু বৎসর অবধি অবিকৃত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মূল পদার্থ—এই কোষগুলি প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্রমান্বয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং উহাদের স্থানে নূতন কোষ-সকল সৃজিত হইতেছে।

কৈশিক-ধমনি এবং শিরাপথে শোণিত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। দেহের এই শোণিত ভাগ হইতেই প্রোষগুলির পুষ্টি সাধিত হয়। **রক্তের তিনটি বিশেষ কার্য্য দেখা যায়,** যথা—(ক) ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার পর তাহা হইতে পুষ্টিকর পদার্থ আহরণপূর্ব্বক ধমনীপথে দেহের যাবতীয় অংশে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া ; (খ) নিঃশ্বাস সহ গৃহীত অম্লজানকে ( oxygen ) ফুস্‌ফুস্ হইতে আহরণপূর্ব্বক যাবতীয় তন্তু ও কোষগুলিকে প্রদান করা ( কারণ প্রত্যেক তন্তুর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য অম্লজান অবলম্বনে উহার দহন আবশ্যক ) এবং তদ্দ্বারা তন্তুর দহনজনিত উৎপন্ন অঙ্গারজানকে ( carbon-di-oxide ) পুনঃ শিরাপথে বহন করিয়া ফুস্‌ফুসে আনয়নপূর্ব্বক তথা হইতে প্রশ্বাসসহ নিষ্ক্রান্ত করা ; (গ) দেহের সর্ব্বক্ষেত্র হইতে ক্ষয়প্রাপ্ত জৈব পদার্থসমূহকে শিরাপথে বহন করিয়া বৃক্ক-যন্ত্রে ( kidney ) লইয়া যাওয়া এবং অতঃপর সেগুলিকে মূত্রসহ নিষ্ক্রান্ত করা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দেহের পুষ্টিসাধন ও আবর্জ্জনা-সংস্কার কার্য্যে শোণিতের প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

## রক্তের রাসায়নিক সংযোগ

ওজন অনুসারে ১০০ ভাগ রক্তে ৮০ ভাগ জল এবং ২০ ভাগ কঠিন ( solid ) পদার্থ আছে। এই ২০ ভাগ কঠিন পদার্থ প্রধানতঃ যবক্ষার-জানঘটিত যৌগিক পদার্থ—Nitrogenous compounds ; তাহার ১০ ভাগ হিমোগ্লোবিন্ নামক লোহিত দ্রব্য, ৯ ভাগ প্রোটিড্ পদার্থ ( খাদ্য হইতে সংগৃহীত জৈব-পদার্থ ) এবং অবশিষ্ট ১ ভাগের মধ্যে স্বল্প পরিমাণ মেদ ( fat ), কার্ব্বোহাইড্রেটস্ ( শর্করা শ্রেণী ), পার্থিব লবণ এবং য়ুরিয়া ( urea ) নামক তন্তুধ্বংসাবশেষ। এই অজৈব লবণ প্রধানতঃ ক্লোরাইডস্, সোডিয়াম্ ফস্‌ফেটস্ ও পটাসিয়াম্-ফস্‌ফেটস্। উক্ত হিমোগ্লোবিনের মধ্যে সূক্ষ্ম পরিমাণে লৌহ আছে এবং অক্সিজেন আহরণ ও সংযোজনের পক্ষে এই লৌহ অপরিহার্য্য।

জীবদেহের স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে ( elements ) আমরা কতকগুলিকে মৌলিক ও কতকগুলিকে যৌগিক দেখিতে পাই ; যথা—অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন্, কার্ব্বন্, সাল্‌ফার, ফস্‌ফোরাস, ক্লোরিণ, সোডিয়াম্, পটাসিয়াম্, ক্যাল্‌সিয়াম্, আয়রণ, সিলিকন্, ফ্লোরিণ, লিথিয়াম্ ও ম্যাঙ্গেনিস্ প্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি মৌলিক ও যৌগিক উভয় অবস্থাতেই বিদ্যমান এবং অন্যান্যগুলি কেবল যৌগিক অবস্থাতেই পরিলক্ষিত হয়।

জীবদেহ নির্ম্মাণে প্রধানতঃ দুইটি পৃথক শ্রেণীর রাসায়নিক ও যৌগিক পদার্থ প্রয়োজন যথা, (ক) অজৈব বা পার্থিব পদার্থ, যথা—খটিকা, মৃত্তিকা, সাধারণ লবণ, সিলিকা ইত্যাদি ; (খ) জৈব পদার্থ, যথা—মেদ, শর্করা, শ্বেতসার ( starch ), অণ্ডলাল ( albumen ) ইত্যাদি। পার্থিব যৌগিক পদার্থের মধ্যে প্রধানতঃ জল, কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড ( অঙ্গারক ), হাইড্রোক্লোরিক-অ্যাসিড, সোডিয়াম্-ক্লোরাইড ( সাধারণ লবণ ),

ক্যাল্‌সিয়াম-কার্ব্বনেট এবং ক্যাল্‌সিয়াম-ফস্‌ফেট পরিলক্ষিত হয়। জৈব পদার্থের মধ্যে শর্করা ও শ্বেতসারকে সাধারণতঃ কার্ব্বো-হাইড্রেটস্‌ নামে উল্লেখ করা হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসাদি যাবতীয় ঐচ্ছিক কিম্বা অনৈচ্ছিক কার্য্যোপযোগী শক্তি উৎপাদনের জন্য দেহ-তন্তুর দহন ঘটিয়া থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসসহ গৃহীত অম্লজান এই দহন কার্য্যের সহায়ক। বিশ্বের যাবতীয় দহন কার্য্যই অম্লজান সাহায্যে ঘটিতেছে। আবার ঐ সকল দগ্ধ-তন্তুর স্থানে শোণিত-প্রবাহ দ্বারা নূতন তন্তুসকল সন্নিবিষ্ট হইতেছে। এই প্রক্রিয়ার সহিত এঞ্জিনের বেশ তুলনা চলে।

প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারের উত্তাপে জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া যে শক্তি পাওয়া যায়, তাহাতে বিরাট অর্ণবপোত অবলীলাক্রমে সাগর মন্থন করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হয়। এঞ্জিনের গতিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, অঙ্গাররাশি দগ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাতে নূতন অঙ্গার ঢালিতে হয় এবং জল বাষ্পাকারে পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন জলরাশি যোগাইতে হয়। দহনকার্য্যে অঙ্গাররাশি ক্ষয় হইবার পর দগ্ধাবশিষ্ট ভস্মরাশি পড়িয়া থাকে। সেইরূপ জীবদেহেও যাবতীয় কার্য্যের জন্য বা তেজঃ সঞ্চার হেতু তন্তুগুলির দহন ঘটিতেছে এবং দগ্ধাবশিষ্ট আবর্জ্জনা দেহের নবদ্বার পথে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, সেই অপচয় প্রাপ্ত তন্তুগুলির স্থানে শোণিত-প্রবাহ নূতন তন্তুর উপাদানসকল যোগাইতেছে। সে উপাদানগুলি জৈব ও পার্থিব পদার্থ এবং তাহা আবশ্যক পরিমাণে ও বিভাগানুপাতে বিদ্যমান থাকে এবং তন্তুগুলি দ্বারা গৃহীত হয়।

আহার-বিহারের অনিয়ম ঘটিলে অথবা অন্যান্য কারণে যখন পার্থিব-উপাদানগুলির অভাব কিম্বা পরিমাণবৈচিত্র্য বা বিভাগের বৈলক্ষণ্য ঘটে, তখনই স্বাস্থ্য বিকৃত হইয়া নানাবিধ পীড়ার সৃষ্টি হয়।

এখন, জীবদেহের **এই সকল পার্থিব লবণের পরিমাণ ও বিভাগ-অনুপাত** জানা প্রয়োজন। ১০০০ গ্রাম ( ১ গ্রাম= ১৫'৪৩২ গ্রেণ) রক্তকোষের মধ্যে নিম্নলিখিত পরিমাণে ও বিভাগানুপাতে পার্থিব লবণসকল পাওয়া যায়।

| | | |
|---|---|---|
| লৌহ | ... | '৯৯৮ |
| ক্যালি-সাল্ফ | ... | '১৩২ |
| „ মিউর | ... | ৩'০৭৯ |
| „ ফস্ফেট | .. | ২'৩৪৩ |
| নেট্রাম-ফস্ফেট | ... | '৬৩৩ |
| নেট্রাম-মিউর | ... | '৩৭৪ |
| ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ | .. | '০৯৪ |
| ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ | ... | '০৬০ |

বিভিন্ন শ্রেণীর তন্তু যেমন বিভিন্ন কার্য্যের জন্য নির্ম্মিত, তাহাদের উপাদানেরও তদ্রূপ পার্থক্য আছে। যথা—

**স্নায়ু-কোষ** ( Nerve-cells )—ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্, ক্যালি-ফস্, নেট্রাম ও ফেরাম।

**পেশী-কোষ** ( Muscle-cells )—ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্, ক্যালি-ফস্, নেট্রাম, ফেরাম ও ক্যালি-মিউর।

**সংযোজক-তন্তু** (Connective tissue)—প্রধানতঃ সাইলিসিয়া।

**স্থিতিস্থাপক-তন্তু** ( Elastic tissue )—প্রধানতঃ ক্যাল্কেরিয়-ফ্লুয়োরিকা।

**অস্থি-কোষ** ( Bone-cells )—ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লুয়োর, ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্, অধিক পরিমাণে ক্যাল্কেরিয়া-ফস্।

**উপাস্থি ও শ্লৈষ্মিক-কোষ** ( Cartilage and mucous-cells ) —প্রধানতঃ নেট্রাম-মিউর।

**কেশ ও অক্ষি-কোষ**—অন্যান্য অজৈব লবণ সহ লৌহ।

প্রত্যেক পার্থিব লবণের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে এবং প্রত্যেকেরই কতকগুলি বিশেষ জৈব পদার্থ সহ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায়, বিশেষভাবে সেই জাতীয় কোষ ও তন্তুর সহিত মিলিত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দেহ-নির্ম্মাণ কার্য্যে সহায়তা করে। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়—নেট্রাম-ফস দেহক্ষেত্রে জল উৎপাদন করে, নেট্রাম-মিউর দেহক্ষেত্রে জল নিবসন করে এবং নেট্রাম-সাল্ফ দেহক্ষেত্র হইতে জল অপনয়ন করে। এইরূপে ক্যালি-মিউর সহ রক্তের আঁশ ( fibrin ) ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ এবং এই লবণের পরমাণুগুলি নিরন্তর তৎক্ষেত্রে সক্রিয়। ক্যালি-মিউর লবণের পরিমাণ কিম্বা বিভাগানুপাত ব্যাহত হইলে, রক্তের যে সকল আঁশ ইহার অভাব হেতু বিকৃত হয়, সেইগুলি তখন দেহের আময়িক বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে থাকে এবং শোণিত-প্রবাহ হইতে বিচ্যুত হইয়া নাসিকা, ফুস্ফুস্, বৃক্ক, অন্ত্র প্রভৃতি পথে বিনির্গত হয়। এই অবস্থায় সর্দ্দি, কাসি, শ্লেষ্মাধিক্য ইত্যাদি লক্ষণসকল প্রকটিত হয়। রক্তে অণ্ডলাল ও অন্যান্য জৈব পদার্থ সহ ক্যালি-মিউর মিলিত হইয়া ফাইব্রিন বা আঁশ উৎপাদন করে এবং রক্ত-কণিকাগুলি পুনরায় তন্তু নির্ম্মাণের উপযোগী হয়।

"সাণ্ডলাল-মূত্র" রোগে (Bright's disease) বিকলতার মূল কারণ স্খলিত অণ্ডলাল। জৈব-রসায়ন স্থলে দেখা যায়, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ফেটের সহিত অণ্ডলালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ; শোণিত-প্রবাহ মধ্যে এই লবণপরমাণুর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অভাব হইলে, তৎসম্পর্কীয় অণ্ডলালের অংশ নিশ্চেষ্ট অর্থাৎ জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে এবং বৃক্ক পথাবলম্বনে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই অভাব পূরণার্থ ক্যাল্সিয়াম-ফস্ফেটের পরমাণু প্রয়োগ করিলে, লবণশৃঙ্খলা পুনঃ সংস্থাপিত হয় এবং অণ্ডলাল ( জৈব পদার্থ ) দেহক্ষেত্রে পুনরায় নিয়মিতরূপে পরিব্যাপ্ত হয়।

দেহক্ষেত্রের জৈব-রসায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, দেহ-যন্ত্রের গঠন, পোষণ ও অবস্থানের জন্য যে দুইটি পদার্থের প্রয়োজন উক্ত উভয় পদার্থ ই শোণিতমধ্যে পাওয়া যায় ; যথা, (ক) **জৈব উপকরণ**—মেদ, অণ্ডলাল, শর্করা ; (খ) **জল এবং অজৈব উপকরণ**—পটাশ, ক্যাল্‌সিয়াম, সিলিকা, লৌহ, সোডিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম। এই সকল পার্থিব লবণের সংযোগ ব্যতীত, জৈব উপকরণগুলি স্বাধীনভাবে কোষ ও তন্তু নির্ম্মাণে অক্ষম। কোন তন্তু অথবা সমগ্র দেহ দগ্ধ করিলে, জলীয়ভাগ বাষ্পাকারে পরিবর্ত্তিত ও অদৃশ্য হয়, জৈব উপকরণ অঙ্গারে পরিণত হয় এবং পার্থিব লবণগুলি দগ্ধাবশেষ ভস্মরূপে পড়িয়া থাকে।

## বায়োকেমিক চিকিৎসার মূল-সূত্র

জীবদেহ জৈব ও অজৈব পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ। ইহাদের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য বা কোনটির অভাব হইলেই শরীর ব্যাধিযুক্ত হয়। জীব-দেহের এই স্বভাব প্রকৃত অবস্থায় আছে কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করা এবং না থাকিলে তাহাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই বায়োকেমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য। এই চিকিৎসা-শাস্ত্র অনুযায়ী ব্যাধি নিরাময় করাই বায়োকেমিক চিকিৎসা।

## বায়োকেমিক ঔষধ ও প্রয়োগ-পদ্ধতি

আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিলাম, শরীর নির্ম্মাণ ও সংরক্ষণ উপযোগী সমস্ত উপকরণগুলি শোণিতাবলম্বনে দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে। ধমনির গাত্র ভেদ করিয়া এই সকল উপকরণ সন্নিকটস্থ তন্তুতে আসিয়া মিলিত হয়। শোণিতমধ্যে যখন পার্থিব লবণ উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, তখন তন্তু এবং কোষসকলও তাহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলে। তদবস্থায় মানুষের স্বাস্থ্যও অবিকৃত থাকে।

শোণিতাবলম্বিত এই সকল উপকরণের একটি বা একাধিক লবণ বিরল কিম্বা লঘু হইলে, যে কোন অঙ্গ বিপর্য্যস্ত হয়। বেদনা, জ্বর, স্ফীতি, প্রদাহ প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া সেই অভাব আমাদের গোচরীভূত হয়। পক্ষান্তরে শোণিত-প্রবাহে পার্থিব লবণের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর তন্তুক্ষেত্রে ঐইপ্রকার অভাব ঘটিয়া শোণিত-প্রবাহ হইতে আপন প্রয়োজনানুরূপ লবণ আহরণ করিতে থাকে এবং এই নিমিত্ত অতিরিক্ত ব্যয় হেতু শোণিতভাণ্ডারে সেই লবণ-বিশেষের স্বাভাবিক ভাগ কমিয়া যায় এবং আময়িক অবস্থা সংঘটিত হয়।

রক্তাবলম্বিত লবণের লঘুত্ব বা অভাব যে কারণেই সংঘটিত হউক না কেন, লক্ষণসূচক পার্থিক লবণের ক্ষীণদ্রব্য অথবা সূক্ষ্ম মাত্রা প্রয়োগ করিলে সেই লঘুত্ব বা অভাব মোচন হইয়া স্বাস্থ্য পুনঃ সংস্থাপিত হয়— **ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।** শারীরক্রিয়া শৃঙ্খলিত রাখিতে হইলে এবং স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, দেহোপকরণগুলির পরিমাণ ও বিভাগানুপাত সমস্তই শৃঙ্খলিত রাখিতে হইবে। এই নিয়ম কেবল পার্থিব লবণ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তাহা নহে, পরন্তু জৈব উপকরণগুলি সম্বন্ধেও ইহাই নিয়ম। আমরা দেখিয়াছি, মেদ ( fat ), শর্করা ( carbohydrates ) এবং অণ্ডলাল ( albumen ) সংমিশ্রণে কোষ ও তন্তুগুলির অবয়ব প্রাপ্তি ঘটে; কিন্তু এই সকল পার্থিব লবণ সংযোগ হেতু তাহাদের শ্রেণীগত গুণ বর্ত্তায়, অন্যথায় তন্তুগুলি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও জীবদেহে অবস্থানের অনুপযোগী হয়। এই সকল জৈব উপকরণও আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাদি হইতে আহরিত হয়। যদ্যপি কোন ব্যক্তি অন্যান্য খাদ্য বর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল মেদজাতীয় খাদ্যের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে জৈব উপকরণত্রয়ের অনুপাত-শৃঙ্খলা ব্যাহত হইয়া তাহার রোগাক্রান্ত হইবারই সম্ভাবনা।

অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তির শিরঃপীড়া, জ্বর ইত্যাদি দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই যদ্যপি বাহ্যিক বিকশিত লক্ষণাবলম্বনে ঔষধ প্রয়োগ করা

হয়, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র উপকার হয় না; বরং মৃত্যুই ত্বরান্বিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় তাহাকে লঘু পরিমাণে বারে বারে সহজপাচ্য খাদ্য দিলে তাহার পীড়া তিরোহিত হইয়া প্রাণরক্ষা পাইবে।

প্রাকৃতিক নিয়মে শোণিত-প্রবাহ বলপূর্ব্বক কোন কোষ কিম্বা তন্তুকে জৈব অথবা অজৈব পদার্থ আহার্য্যরূপে সরবরাহ করে না; **তন্তু ও কোষগুলি আপন আপন প্রয়োজনীয় পদার্থ শোণিত-প্রবাহ হইতে স্বতঃ আহরণ করিয়া লয়।** অজৈব-লবণের পরিমাণ ও অনুপাত আমরা পূর্ব্বলিখিত তালিকায় দেখাইয়াছি। চিকিৎসাকার্য্যে রোগ আরোগ্যের জন্য সমলক্ষণবিশিষ্ট অজৈব লবণ সূক্ষ্ম পরিমাণে প্রয়োগ করাই বিধি। সুস্‌লারের ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী দেখিলেই সেই সূক্ষ্মত্ব বুঝিতে পারা যায়।

ডাক্তার সুস্‌লার বলেন—"যাবতীয় আরোগ্যসাধ্য ব্যাধিই তন্তুস্থিত ও শোণিতাবলম্বিত অজৈব পদার্থসমূহ প্রয়োগে আরোগ্য করা যায়। লক্ষণসূচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে স্বাভাবিক নিয়মেই রোগ নিরাময় সম্ভব হইয়া থাকে। কুইনিন, পারদ প্রভৃতি বহুবার স্থূলমাত্রায় সেবনহেতু বৃদ্ধি-প্রাপ্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী জীর্ণরোগও সূক্ষ্মমাত্রায় এই সকল তন্তু-লবণ প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করা যায়।"

বায়োকেমিক মতে চিকিৎসা করিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে অবহিত থাকা কর্ত্তব্য—যথা, (ক) চিকিৎসাধীনক্ষেত্রে কি কি লবণের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে তাহা নিরূপণের অভিজ্ঞতা; (খ) তন্তু কর্ত্তৃক সহজগ্রাহ্য পরিমাণ ও অনুপাত সম্বন্ধে জ্ঞান; (গ) ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী ও প্রয়োগ প্রথা সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা।

রক্তকণিকা বা কোষাণুর সূক্ষ্ম অবয়ব অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্মীকৃত না হইলে পার্থিব লবণগুলি তন্তু ও কোষ কর্ত্তৃক গৃহীত ও সাঙ্গীকৃত হয়

না। আরোগ্য সাধনের জন্য এই সূক্ষ্মত্বের প্রয়োজন কত অধিক তাহা আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য সম্বন্ধে বিচার করিলেই বোধগম্য হয়। খাদ্য-দ্রব্যে অজৈব লবণগুলি অতীব সূক্ষ্ম পরিমাণে বিদ্যমান থাকে বলিয়াই জৈবতন্তু সেগুলিকে দেহসাৎ করিতে সমর্থ হয়।

মানুষের আশৈশব শ্রেষ্ঠতম খাদ্য দুগ্ধ; ইহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—এক সের দুগ্ধে প্রায় ১/১৬ গ্রেণ মাত্র লৌহ বিদ্যমান। অতএব যে-শিশু প্রত্যহ এক পোয়া দুগ্ধ পান করে, সে উক্ত ১/১৬ গ্রেণের চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ ১/৬৪ গ্রেণ লৌহকণা প্রাপ্ত হয় এবং এই পরিমাণ লৌহ তাহার পুষ্টি ও বর্দ্ধনের সহায়তা করে। এই অনুপাতে অন্যান্য পার্থিব লবণও যে কত সূক্ষ্ম পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিয়া সেই শিশুর কল্যাণ সাধন করিতেছে, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়।

## নিম্নলিখিত দ্বাদশটি তন্তু-লবণ ব্যাধিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়

| | | |
|---|---|---|
| ফস্‌ফেটস্‌ | ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্‌ফোরিকাম্‌ | ···$Ca_3(PO_4)_2$ |
| | ফেরাম্‌-ফস্‌ফোরিকাম্‌ | ···$Fe_3(PO_4)_2$ |
| | ক্যালি-ফস্‌ফোরিকাম্‌ | ···$K_2HPO_4$ |
| | নেট্রাম-ফস্‌কোরিকাম্‌ | ···$Na_2HPO_4 12H_2O$ |
| | ম্যাগ্নেসিয়াম্‌-ফস্‌ফোরিকাম্‌ | ···$Mg HPO_4 7H_2O$ |
| মিউরিয়েটস্‌ বা ক্লোরাইডস্‌ | ক্যালি-মিউরিয়েটিকাম্‌ | ···KCL |
| | নেট্রাম্‌-মিউরিয়েটিকাম্‌ | ···NaCL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| সাল্‌ফেটস্ | { | ক্যাল্‌কেরিয়া-সাল্‌ফিউরিকা | $\cdots CaSO_4 2H_2O$ |
| | | নেট্রাম-সাল্‌ফিউরিকাম্ | $\cdots Na_2SO_4 10H_2O$ |
| | | ক্যালি-সাল্‌ফিউরিকাম্ | $\cdots K_2SO_4$ |
| ফ্লুয়োরাইড্ | { | ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লুয়োরিকা | $\cdots CaF_2$ |
| বিশুদ্ধ অযৌগিক সিলিকা | { | সাইলিসিয়া | $\cdots SiO_2$ |

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায়, সিলিকা ব্যতীত প্রত্যেক লবণই যৌগিক অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্‌ফোরিকার রাসায়নিক সঙ্কেত হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, $Ca_3$ অর্থাৎ ক্যাল্‌সিয়াম্ মূল পদার্থের তিনটি পরমাণু সহ $(PO_4)_2$ অর্থাৎ ফস্‌ফোরিক-অ্যাসিডের দুইটি পরমাণুর সংযোগ দ্বারা এই লবণ উৎপন্ন হইয়াছে।

**স্থূলমাত্রায় এই সকল লবণ প্রয়োগ করিলে, তন্তু ও কোষ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না।** লৌহ স্থূলমাত্রায় প্রয়োগ করিলে তাহার অধিকাংশই বিষ্ঠাসহ নির্গত হইয়া যায়। বিশেষতঃ স্থূলমাত্রায় উদরস্থ হইলে পরিপাক-রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় না। কিন্তু দুগ্ধ-শর্করাসহ দ্রব-যোগবিশ্লেষণ ( trituration ) প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্মীকৃত অজৈব লবণ উদরস্থ হইবার পূর্ব্বেই মুখাভ্যন্তর, কণ্ঠতালু ও জিহ্বার উপত্বক-তন্তু এবং কোষগুলি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া সন্নিহিত কৈশিক-ধমনি অবলম্বনে শোণিত-প্রবাহ সহ মিলিত হয় এবং অভাবগ্রস্ত তন্তুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অপচয় পূরণ করে। বায়োকেমিক ঔষধের ইহা এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

পক্ষান্তরে শোণিতস্থ **জৈব পদার্থ** ( যথা, অণ্ডলাল ) এই প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্মীকৃত হইলে, উহার মৌলিক পদার্থগুলি ( elements ) বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে ; কিন্তু **পার্থিব অজৈব লবণ** সূক্ষ্মীকৃত করিবার সময়

সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই; যতই ঘর্ষণ বা মর্দ্দন করা হউক, যে পরিমাণেই সূক্ষ্মীকৃত হউক, যৌগিক পার্থিব লবণের প্রত্যেক অণু-পরমাণু কখনও উপাদানবিচ্যুত হয় না।

**বায়োকেমিক ঔষধ সূক্ষ্মতম ( পাঁচ গ্রেণ ) মাত্রায় প্রয়োগ করাই শ্রেয়। আবশ্যক হইলে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দ্বারা বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তি ঘটিবেই। কিন্তু গুরুমাত্রায় প্রয়োগ করিলে, পরিমাণের আধিক্যেই রোগোপশমের অন্তরায় ঘটাইয়া চিকিৎসা নিষ্ফল করে।**

## বায়োকেমিক চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্ব

ইহা বিজ্ঞান-সম্মত। ইহা সহজ ও সরল। মাত্র ১২টী ঔষধের ভৈষজ্য-তত্ত্ব জানিলেই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। এই সকল ঔষধ বিষাক্ত নহে। সকলকেই সকল অবস্থায় এই ঔষধ নিত্য প্রয়োগ করা যায়। সেবন করিতে বিস্বাদ নহে এবং ঔষধের মূল্যও অল্প।

## ঔষধ প্রস্তুত-প্রক্রিয়া

ট্রাইটুরেশন দ্বারা ৩x ৬x, ১২, ৩০x, ২০০x দশমিক পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়া, বিচূর্ণ অবস্থায় কিম্বা চাক্তি ( tablet) আকারে এই সকল ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।

এক ভাগ বিশুদ্ধ মূল ঔষধের ( crude ) সহিত ৯ ভাগ দুগ্ধ-শর্করা মিশ্রিত করিয়া এবং খলে এক ঘণ্টা কাল মর্দ্দন করিয়া প্রথম দশমিক ( ১x ) পর্য্যায় প্রস্তুত হয়। এই প্রথম দশমিক পর্য্যায়ের ১ ভাগ সহ দুগ্ধ-শর্করার ৯ ভাগ মিশ্রিত করিয়া পুনরায় এক ঘণ্টা কাল খলে মর্দ্দন

করিলে দ্বিতীয় দশমিক পর্য্যায় প্রস্তুত হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী পর্য্যায়ের ১ ভাগ সহ দুগ্ধ-শর্করা ৯ ভাগ মিশাইয়া এক ঘণ্টা কাল মর্দ্দন করিলেই পরবর্ত্তী দশমিক পর্য্যায় প্রস্তুত হয়।

প্রত্যেকটি শক্তি প্রস্তুতের পূর্ব্বে ও পরে খল-নোড়া বেশ করিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া গরম জলে ধুইয়া লইতে হয়। তারপর শুকাইলে বিশুদ্ধ সুরাসার দ্বারা পোড়াইয়া লইতে হয়।

ঔষধ প্রস্তুতকালে ঔষধে যাহাতে হাত না লাগে বা অপর কোন জিনিষ উহাতে মিশিতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা বিধেয়।

প্রচুর আলো-হাওয়াযুক্ত এবং ধূলা-বালি বর্জ্জিত গন্ধহীন গৃহে ঔষধের ক্রম প্রস্তুত করা সঙ্গত।

প্রত্যেকটি ক্রম সুপরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ সুরাসার দ্বারা ধৌত কাঁচের শিশিতে উত্তমরূপে ছিপি আঁটিয়া রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। ছিপিতে ঔষধের নাম ও শক্তি লিখিয়া রাখিতে হয় এবং শিশির গায়ে ঔষধের নাম ও শক্তি লেখা লেবেল আঁটিয়া দিতে হয়।

ধূলা-বালি বা বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া যাহাতে ঔষধগুলি নষ্ট হইতে না পারে সে ভাবে ঔষধপূর্ণ ছিপি-আঁটা শিশিগুলির মুখ কাগজ বা ক্যাপ্‌সুল দ্বারা বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখা সঙ্গত।

## মাত্রা ও প্রয়োগ-পদ্ধতি

সুক্ষ্ম বিচূর্ণ মটর পরিমাণ ( প্রায় ৫ গ্রেণ ) জিহ্বায় ঢালিয়া কিম্বা ঐ পরিমাণ বিচূর্ণের চাক্তি ( tablet ) খাইতে হয়। বালকদিগের পক্ষে বয়সানুপাতে উহার অর্দ্ধেক বা সিকিমাত্রা প্রযোজ্য। ডাক্তার সুস্‌লার এই সকল ঔষধ শুষ্কাবস্থায় অথবা জলে দ্রব করিয়া প্রয়োগ করিতেন। অনেকের মতে অর্দ্ধ গ্লাস পরিমাণ জলে ( প্রায় ৮ আউন্স ) ১০।১৫ গ্রেণ

বিচূর্ণ কিম্বা ২।৩টি চাক্তি দ্রব করিয়া তাহা হইতে এক চা-চামচ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে সত্বর ফলোদয় হয়। উষ্ণ জলে বায়োকেমিক ঔষধ প্রয়োগ করিলে আরও উপকার দর্শে।

## ক্রম নিরূপণ

সাধারণতঃ তরুণ রোগে এবং শিশু ও অল্পবয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে ৩x, ৬x, ১২x শক্তি পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয় এবং পুরাতন রোগাধিকারে ও পরিণত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে ৩০x, ২০০x প্রভৃতি উচ্চ শক্তি দীর্ঘকাল ব্যবধানে ব্যবহৃত হয়। তবে রোগ ও রোগীর অবস্থা অনুসারে মাত্রা এবং শক্তিরও তারতম্য হয়। রোগী ঔষধের প্রতিক্রিয়া সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া সন্দেহ হইলে নিম্নশক্তির ঔষধ অল্প মাত্রায় ও দীর্ঘকাল ব্যবধানে প্রয়োগ করা সঙ্গত। যাহাতে রোগীদেহে ঔষধের অনাবশ্যক প্রতিক্রিয়া না হয়, সুচিকিৎসক ও বুদ্ধিমান গৃহস্থ মাত্রেই সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

## কতক্ষণ অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ?

তরুণ পীড়ায় দুই-তিন ঘণ্টা অন্তর ও পুরাতন পীড়ায় দিনে ৩।৪ বার। কখন কখনও প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঔষধ সেবন বিধেয়।

কঠিন ও কষ্টদায়ক পীড়ায় ৫ কিম্বা ১০ মিনিট বা আধ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করা চলে।

রোগীকে ঘুম হইতে জাগাইয়া কখনও ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে।

## ঔষধের বাহ্যিক ব্যবহার

অনেক সময় বায়োকেমিক ঔষধ ধাবন বা প্রলেপরূপে বাহ্যপ্রয়োগও হইয়া থাকে। চিকিৎসকের নির্দ্দেশ মত বা পুস্তকের নির্দ্দেশিত পরিমাণ নিম্নশক্তির বায়োকেমিক বিচূর্ণ পরিস্রুত জল, তদভাবে ফুটান জল সহ মিশ্রিত করিয়া গরম জলে ফুটান পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া সুপরিষ্কৃত

শিশিতে রাখিয়া ছিপি আঁটিয়া লইলেই ধাবন প্রস্তুত হয়। ক্ষত, চোখ-উঠা, ফোড়া, মুখ-ক্ষত প্রভৃতিতে এরূপ ধাবন প্রযুক্ত হয়। কখন কখনও পিচ্‌কারি সাহায্যেও ঔষধ প্রয়োগ হইয়া থাকে। নিম্নশক্তির ঔষধের বিচূর্ণ সাদা ভ্যাসলিনের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া লইলে বায়োকেমিক-মলম প্রস্তুত হয়। নানাপ্রকার ক্ষত, পোড়া-ঘা, একজিমা, আঘাত ইত্যাদিতে এই সকল মলম ব্যবহৃত হয়। মুখ, মাঢ়ী ও গলার কোন কোনও রোগে বায়োকেমিক ঔষধের কুলি ব্যবহৃত হয়। গরম জল সহ নিম্নশক্তির নির্ব্বাচিত ঔষধটির বিচূর্ণ বা চাক্‌তি মিশাইয়া লইলেই কুলি প্রস্তুত হয়। কুলির ঔষধ ছাঁকিবার প্রয়োজন হয় না। ময়দা, সুজি, প্রভৃতির উষ্ণ পুলটিসও ব্যবহৃত হয়। আক্রান্ত স্থানে ঔষধের প্রলেপ দিয়া তদুপরি পুলটিস প্রয়োগ করা বিধেয় অথবা পুলটিসের যে দিক ক্ষতস্থানে লাগান হইবে সেই দিকে ঔষধ মাখাইয়া উহা আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করা বিধি। শীতল পুল্‌টিসে তোকমারি ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিজাইয়া প্রয়োগ করিতে হয়। কখন কখনও গরম করিয়াও দেওয়া হয়।

## সংমিশ্রিত ঔষধ ব্যবহার্য্য কিনা ?

যদি ব্যাধিক্ষেত্রের লক্ষণচয় দ্বারা একাধিক ঔষধ সূচিত হয়, তবে সেই দুইটি বা ততোধিক ঔষধ একান্তর ক্রমে অর্থাৎ পর পর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ; পরন্তু সেগুলি একত্র **মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা বিধেয় নহে।**

কাহার কাহারও মতে মিশ্রিত ঔষধ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায় এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়।

সাধারণতঃ ফস্ফেটগুলি সমুদয় একত্রে, এইরূপ মিউরিয়েটস্‌ এবং সাল্‌ফেটগুলিও যথাক্রমে পরস্পর একত্রে ব্যবহৃত হয়। সাইলিসিয়া সকলের সহিতই মিশ্রিত হয়।

## প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক উপদেশ

**রোগীর গৃহ**।—রোগীর গৃহ খোলা ও বিশুদ্ধ আলো-হাওয়াযুক্ত হওয়া বিধেয় এবং ঐ গৃহটি সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য। নির্জ্জন গৃহই রোগীর পক্ষে উপযোগী। রোগীর গৃহে যাহাতে অনাবশ্যক লোকের ভিড় বা কোনরূপ কোলাহল না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

রোগীর গৃহে আসবাব-পত্রাদি যথাসম্ভব কম রাখা বিধেয়। রাত্রিতে গৃহের আলো কমাইয়া বা উহা ঢাকিয়া দিয়া যাহাতে রোগীর চোখে আলো না লাগে এইরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

বিছানা যথাসম্ভব নরম হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়ার প্রভৃতি প্রত্যহ বদলাইয়া দেওয়া আবশ্যক। সম্ভব হইলে ঐগুলি প্রত্যহ রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লওয়া আরও নিরাপদ।

রোগীর ব্যবহৃত গামছা ও বস্ত্রাদি প্রত্যহ গরম জলে সিদ্ধ করিয়া সাবান দিয়া কাঁচিয়া দেওয়া এবং দূষিত ও অনাবশ্যক বস্ত্রাদি পোড়াইয়া ফেলা সঙ্গত।

গয়ার থুতু ও মল-মূত্রাদি কোনও পাত্রে রাখিয়া তাহা অবিলম্বে বাসস্থান হইতে দূরে ড্রেইনে বা নালায় ঢালিয়া উহাতে ফিনাইল ছিটাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং পাত্রটি পুনর্ব্বার ব্যবহারের পূর্ব্বে উহা ভালরূপ শোধন করিয়া লওয়া বিধেয়।

গৃহটি প্রত্যহ ধৌত করিয়া বা মুছিয়া সংক্রামক দোষনাশক দ্রব্যাদি (যথা—ফিনাইল, লাইজল, ব্লিচিং-পাউডার প্রভৃতি) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রাতে ও সন্ধ্যায় গন্ধকসহ ধূপ, ধুনা প্রভৃতি জ্বালান উপকারী ও মঙ্গলজনক।

**স্নান**।—পীড়াকালে স্নান নিষিদ্ধ। গা-মুছিয়া দেওয়া, মাথা-ধোয়া প্রভৃতি চিকিৎসকের উপদেশ মত করা যাইতে পারে।

**পথ্য**।—লঘু ও সহজপাচ্য এবং বলকারক পথ্যাদি সেবন করা কর্ত্তব্য। পীড়াকালে দুগ্ধ, জল-সাগু, মিশ্রির জল এবং আবশ্যক বোধে ফলের রস ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে। একবারে বেশী না দিয়া অল্প পরিমাণে বার বার দেওয়া কর্ত্তব্য।

**বিশুদ্ধ ঔষধ**।—চিকিৎসায় সাফল্যলাভ করিতে হইলে সর্ব্বদাই বিশ্বস্ত ঔষধালয় হইতে ঔষধ ক্রয় করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ঔষধ সুনির্ব্বাচিত হইলেই উহা কার্য্যকরী হয় না, পরন্তু উহা অকৃত্রিম ও যথাযত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় ঔষধে বাঞ্ছিত ফল দর্শে না। অনেকেই সস্তায় বিক্রির জন্য অল্পমূল্যের দুগ্ধ-শর্করা দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কাজেই ঔষধ ক্রয়কালে চিকিৎসকগণের এ-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

---

# মেটেরিয়া মেডিকা

## ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লুয়োরিকা

( Calcarea Fluorica ; Calc. Fluor. : C. F. )

**নামান্তর।**—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লুয়োরেটা, ক্যাল্‌সিয়াম-ফ্লুয়োরাইড, ফ্লুরাইড-অভ্‌-লাইম, ফ্লুয়োরস্পার।

**প্রস্তুতি।**—এই লবণ খনিজ পদার্থ ; ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

**রোগে প্রয়োগ।**—গ্রন্থিচয়ের বিবৃদ্ধি ও প্রস্তরবৎ কাঠিন্য, শিরা-সমূহের প্রসারিত অবস্থা, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, জরায়ু হইতে প্রচুর রজঃস্রাব ও জরায়ুর অন্যান্য রোগে স্তন মধ্যে গ্রন্থিল কঠিন অর্ব্বুদ, গলগণ্ড, ছানি, অর্শ, ভগন্দর, যক্ষ্মা, স্ফীত স্থানে পুঁজসঞ্চারের আশঙ্কা, আঙ্গুলহাড়া, অস্থিবিকৃতি ও অপরিপুষ্ট অস্থি প্রভৃতি।

**উপযোগিতা।**—দন্ত, শিরা, ধমনি, অস্থি ও গ্রন্থিচয়ের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী। **কোন স্থানের গ্রন্থি-স্ফীতি এবং স্ফীত স্থানের প্রস্তরবৎ কাঠিন্য ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লুয়োরের উপযোগী ক্ষেত্র। অধিকতর কাঠিন্য প্রাপ্ত হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লুয়োর ততোধিক কার্য্যকরী—চিকিৎসাক্ষেত্রে অনেক স্থলেই আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। জরায়ুর নানাপ্রকার জটিল রোগে ইহার প্রভূত শক্তি দেখা যায়। জরায়ুর স্থানচ্যুতি, জরায়ুর অর্ব্বুদ, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতিতে ইহার আরোগ্যদায়িনী শক্তি দেখিয়া সময়ে সময়ে আশ্চর্য্য হইতে হয়।** একবার কোনও একটি মহিলা ঋতুর গোলযোগে "পেটে ব্যথা" প্রভৃতিতে অত্যন্ত ভুগিতেছিলেন। গর্ভসঞ্চার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, নানাপ্রকার

চিকিৎসায় বিফলমনোরথ হইয়া আমাদের নিকট আসেন। আমরা "ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লুয়োর" ১২ দিয়া একদিন অন্তর সেবন করিতে পরামর্শ দিই। ঔষধ সেবন করিতে করিতে রোগিণী ক্রমেই নিজেকে রোগমুক্ত ও স্বচ্ছন্দ মনে করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। যথাসময়ে একটি সবল সুস্থ পূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, বার বৎসর গর্ভসঞ্চার বন্ধ থাকার পর এই সন্তান প্রসূত হইল। পূর্ব্বে দুইটি সন্তান হইবার পর রোগাক্রান্ত হন ও গর্ভসঞ্চার বন্ধ হইয়া যায়। ডিম্বকোষের পীড়াতেও ইহা সমধিক ফলপ্রদ।

**দুরারোগ্য ক্ষত, নালী-ক্ষত, ভগন্দর প্রভৃতি ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়াক্ষেত্র।** যে সকল ক্ষেত্রে "সাইলিসিয়া" ব্যর্থ হইয়াছে সে সকল স্থলেও "ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লুয়োর" প্রয়োগে বাঞ্ছিত ফললাভ হইতে দেখা গিয়াছে। অশীতিপর কোনও ভদ্রমহিলা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক **ভগন্দর** রোগে ভুগিতেছিলেন, "ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লুয়োর" তাঁহাকে ভগন্দরের কবল হইতে মুক্ত করে। জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি আর "ভগন্দরে" আক্রান্ত হন নাই।

**ইহা ছানির একটি ভাল ঔষধ।** আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি এবং অনেককে বলিতেও শুনিয়াছি—ক্যাল্‌কে-ফ্লুয়োরে ছানি সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও উহার বৃদ্ধি নিবারিত হয়।

**অন্যান্য ক্ষেত্র।**—স্ফোটক, ব্রণ, জিহ্বা ফাটা ফাটা, হস্তের তালু ফাটা, কড়া, অন্ত্রবৃদ্ধি, গুহ্যদ্বার বিদারণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, উপদংশজনিত বাগীর কঠিন অবস্থা, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, পুরাতন-টন্‌সিল-প্রদাহ (যখন গ্রন্থি কঠিন হয়), পুরাতন কটিবাত, বাত, গেঁটেবাত, হাঁপানি, ঘুংড়িকাসি ইত্যাদি।

**মন।**—স্ফূর্ত্তিহীন, উদাস, বিমর্ষ, নিরুৎসাহ, বিষাদগ্রস্ত। অর্থক্ষতির অমূলক আশঙ্কা, মনে করে আর্থিক ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। অস্থির-চিত্ত, কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে অক্ষম।

**মস্তক**।—মাথার ভিতর "কিচ্‌কিচ্" শব্দ অনুভব, তজ্জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত। বৈকালে মাথাব্যথা সহ বমি-বমি ভাব, সন্ধ্যায় কতকটা উপশম। নবজাত শিশুর মস্তকে রক্তার্ব্বুদ, মাথার চাঁদিতে ঘা।

**চক্ষু**।—চক্ষুর সম্মুখে কি যেন মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে ও ঈষৎ দুলিতেছে, মনে হয় যেন চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িয়া বেড়াইতেছে। চোখের শ্বেতাংশে ছোট ছোট দাগ, শুক্লমণ্ডল-প্রদাহ, **ছানি**, অস্পষ্ট বা ঝাপ্‌সা দৃষ্টি, কতকটা অন্ধের ভাব। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে দৃষ্টি-ক্ষীণতা। চোখের পাতায় ছোট ছোট শক্ত ফুস্কুড়ি বা কোষময় অর্ব্বুদ। চক্ষুর কৃষ্ণমণ্ডলে দাগ।

**কর্ণ**।—কানের ভিতর চুণের মত বা খড়ি-গুঁড়ার মত পদার্থ সঞ্চয়। কর্ণমধ্যে মৃদু ধ্বনি বা উচ্চ গর্জ্জনবৎ শব্দ। কানে অনেক দিন হইতে পুঁজ ও তজ্জনিত বধিরতা।

**নাসিকা**।—পূতিনস্য বা পিনাস; নাকে ঘা, দুর্গন্ধ নাসাস্রাব; মস্তকে সর্দ্দি-সঞ্চয় জনিত মাথা ভারী বোধ, হাঁচিবার ব্যর্থ চেষ্টা; শুষ্ক সর্দ্দি; নাক দিয়া ঈষৎ সবুজ বা হল্‌দে রংয়ের গাঢ় দুর্গন্ধময় প্রচুর সর্দ্দিস্রাব। **নাসাস্থির পীড়া**।

**মুখমণ্ডল**।—গালের উপর কঠিন ব্যথাযুক্ত স্ফীতিসহ দন্তশূল। চোয়ালের হাড়ের উপর স্ফীতি ও কাঠিন্য। ঠাণ্ডা লাগিয়া ঠোঁটে ছোট ছোট শক্ত ফুস্কুড়ি।

**মুখমধ্য**।—দাঁতের মাঢ়ী ও দাঁতের গোড়া স্ফীত, ঠোঁটের কোণে ঘা। মুখের ভিতর শুষ্ক।

**জিহ্বা**।—জিহ্বার ফাটা ফাটা ভাব, বেদনাযুক্ত বা বেদনাহীন। জিহ্বা শুষ্ক ও শক্ত।

**দন্ত**।—দাঁতের উজ্জ্বল মসৃণ-বহিরাবরণ-অংশ কমিয়া যায় ও কর্কশ হয়। দন্তমূল শিথিল, দাঁত অত্যন্ত নড়িতে থাকে, তাহাতে কথনও

বেদনা থাকে কখনও বা বেদনা থাকে না। দন্তশূল, কোনও কিছু দাঁতে লাগিলেই অসহ্য যন্ত্রণা। দাঁত যথোপযুক্ত পরিপুষ্ট হয় না; শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় পায়। দন্ত উঠিতে বিলম্ব ( ক্যাল্‌কে-ফস্‌ )।

**গলমধ্য।**—গলা অত্যন্ত শুষ্ক, আল্‌জিভের বিবৃদ্ধি, সেইজন্য গলার সুড়সুড়ি ও কাসি।

ডিফ্‌থিরিয়ার পর্দ্দা শ্বাসনলী পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত, সকালে কাসিয়া বা খেঁকার দিয়া গয়ার তুলিতে হয়। গলায় ব্যথা ও জ্বালা গরম পানীয় পানে উপশম, শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি।

**পরিপাক-যন্ত্র।**—অজীর্ণ; অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন। শিশুদের বমন। যাহারা অধিক অধ্যয়ন করে তাহাদের আহারের পরই অস্বস্তি বোধ ও বমনোদ্বেগ। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর ক্লান্ত অবস্থায় ভোজন করার ফলে অজীর্ণ। উদরে বায়ুসঞ্চয়, নিম্নোদরেই বেশী। কোষ্ঠবদ্ধ, মলত্যাগে কষ্ট, মলদ্বার ছিঁড়িয়া যায় ও ব্যথা লাগে। মলদ্বার চুলকায়, মনে হয় ঠিক যেন ক্রিমি হইয়াছে। রক্তস্রাবী অর্শ; অন্তর্বলি বা অন্ত্রবলি; ইহার ফলে পিঠে সর্ব্বদা বেদনা; মাথা পর্য্যন্ত রক্তের চাপ অনুভব। **শুগল্জর;** দক্ষিণ কুক্ষিদেশে বেদনা, ঐ পার্শে শুইলে বেদনার বৃদ্ধি। কাসিয়া গয়ার তুলিতে গেলে দৌর্ব্বল্যকর হিক্কা, দিনের মধ্যে বহুবার হিক্কার প্রকোপ। নিম্নোদরে প্রচুর বায়ু-সঞ্চয়, গর্ভাবস্থায় আরও বেশী।

**মূত্রযন্ত্র।**—প্রচুর মূত্র, পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ। মূত্র কমিয়া যায়, মূত্রে ঝাঁঝাঁল গন্ধ ও ঘোর বর্ণবিশিষ্ট মূত্র।

**পুংজননেন্দ্রিয়।**—শুক্র বা শুক্রবৎ রস ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বা চুয়াইয়া পড়িতে থাকে; ক্রমে অণ্ডকোষ দ্বয় ছোট হইতে থাকে। অণ্ডকোষে জলসঞ্চয়, অণ্ডকোষের স্ফীতি ও কাঠিন্য। উপদংশ, বিশেষতঃ **কঠিন উপদংশে** সমধিক উপযোগী।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—জরায়ু স্থানভ্রষ্ট, জরায়ু প্রদেশে ও উরুদেশে আকর্ষণবৎ বেদনা বোধ, মনে হয় কেহ যেন টানিয়া রাখিয়াছে। অতিরজঃ, তৎকালে জরায়ু যেন বাহির হইয়া পড়িবে অনুভব। জরায়ুর সঙ্কোচন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ইহা রজঃস্রাব নিয়ন্ত্রিত ও প্রসবান্তিক বেদনা ( ভ্যাদাল-ব্যথা ) প্রশমিত করে। জরায়ুর সূত্রার্ব্বুদ ( ফিব্রয়েড্ ), গর্ভাবস্থায় মাঝে মাঝে ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লুয়োর প্রয়োগে সুপ্রসব আশা করা যায়। স্তনে খুব শক্ত গুটিলা ( ছোট টিউমার )।

**শ্বাসযন্ত্র।**—প্রকৃত ঘুংড়ি-কাসির ইহা প্রথম ও প্রধান ঔষধ। গলমধ্য বা কণ্ঠনালী শুষ্ক ও সুড়্‌সুড়্ করে, মনে হয় গলায় যেন কি আট্‌কাইয়া আছে। স্বরভঙ্গ। হাঁপানিরোগে অনেকক্ষণ কাসিয়া ও অনেক চেষ্টা করিয়া হল্‌দে রংঙের ছোট ছোট শ্লেষ্মাখণ্ড তুলিতে হয়। আল্‌জিভ বড়, শুইলে গলা সুড়সুড় করে ও কাসি হয়। শ্বাসরুদ্ধ ভাব, শ্বাসনলীর ঊর্দ্ধভাগ অবরুদ্ধ বোধ, মনে হয় যেন কোন পুরু জিনিষের ভিতর দিয়া শ্বাসক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে।

**রক্তসঞ্চালন-যন্ত্র।**—রক্তসঞ্চালন রীতিমত সম্পাদিত না হওয়ায় বা সঞ্চালনক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় ধমনি প্রসারিত হইয়া পড়ে ও তাহার উপর রক্তার্ব্বুদ জন্মে। যদি এই অবস্থায় প্রথম হইতেই ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লুয়োর ও ফেরাম-ফস্ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে রোগের অগ্রগতি প্রতিহত হইয়া.রোগ আরোগ্যের পথে চালিত হয়। রক্তবহা নাড়ীর বিবৃদ্ধি ও প্রসারণ, হৃদ্‌পিণ্ড প্রসারণ সহ হৃদ্‌কম্পন।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—গ্রীবা-গ্রন্থিচয় **প্রস্তরবৎ কঠিন ;** ছোট ছোট গলগণ্ডের আবির্ভাব। পৃষ্ঠদেশে বেদনা জনিত মেরুদণ্ডে উপদাহ। পৃষ্ঠের নিম্নভাগে বেদনা, মনে হয় যেন জ্বালা করিতেছে, তৎসহ কোষ্ঠকাঠিন্য। পুরাতন কটিবাত, নড়িলে-চড়িলে ব্যথার বৃদ্ধি, কিন্তু কিছুক্ষণ চলাফেরা করিলেই ব্যথার সাময়িক উপশম।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি**।—কব্জির পশ্চাদ্ভাগে কোষাচ্ছাদিত রসপূর্ণ অর্ব্বুদ ও গুটিকাচয়। আঙ্গুলের গাঁটে গাঁটে বাত, আক্রান্ত আঙ্গুলের গাঁটগুলিতে স্ফীতি; হাত-পা নাড়িলে গাঁটগুলি মট্ মট্ করে। আঙ্গুলের অস্থি-স্ফীত বা বৃদ্ধি। সহজেই আঙ্গুলের হাড় সরিয়া যায়। কোনও ভারী জিনিষ উত্তোলন, লম্ফ প্রদান বা অন্য কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য করাকালীন পেশী বা শিরায় অধিক টান পড়ার ফলে কোমরে বাত; হাঁটুর পুরাতন বাত জনিত প্রদাহযুক্ত অবস্থা এবং উহাতে রসসঞ্চয়। কনুইয়ের স্ফীতি। হাড়ে পুঁজসঞ্চয়।

**নিদ্রা**।—সুস্পষ্ট স্বপ্ন; স্বপ্নাবেশে মনে হয় যেন সে স্বপ্নদৃষ্ট জিনিষ প্রত্যক্ষ দেখিতেছে; মনে হয় যেন বিপদ আসন্ন। ঘুমাইয়া ক্লান্তি দূর হয় না। অদৃষ্টপূর্ব্ব বা নূতন নূতন দৃশ্য বা অদেখা স্থানসমূহের স্বপ্ন দর্শন।

**ত্বক**।—করতল বা হাতের চেটোর চামড়া ফাটা ফাটা; সমস্ত গা ফাটা, গায়ের চামড়া শক্ত। মলদ্বারের চামড়া ফাটিয়া যায়। **আঙ্গুল-হাড়া**। নালী-ঘা, উহাতে বেশী বেদনা নাই অথচ সহজে আরোগ্য হয় না, উহা হইতে হলদে রঙের গাঢ় পুঁজ নিঃসরণ। ঘায়ের চারিদিক শক্ত ও উচ্চ, উহার পার্শ্ববর্ত্তী চর্ম্ম স্ফীত ও বেগুনেবর্ণবিশিষ্ট। **কাউর—বর্ষায় বৃদ্ধি, রাত্রিকালে কিছু উপশম বোধ**। কাউর হইতে আঁইসের মত চর্ম্ম নির্ম্মোচন এবং উহার উপরের চামড়া স্থূল ও ফাটা ফাটা। অর্শ জনিত মলদ্বারে কাউর। গায়ের চামড়া সাদাটে মত দেখায়।

**জ্বর**।—সপ্তাহাধিক কাল জ্বর ভোগ; পিপাসা, জিহ্বা শুষ্ক ও কটাবর্ণবিশিষ্ট।

**হ্রাস-বৃদ্ধি**।—বিশ্রামে ও ঋতু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ আর্দ্র ঋতুতে বা স্যাঁৎসেঁতে জায়গায়। গরমে বা গরম সেক্ প্রয়োগে উপশম।

**প্রয়োগ।**—উচ্চ শক্তি। কিন্তু স্তস্‌লার ১২x ব্যবহার করিতে বলেন। ফাটা বা ক্ষতস্থানে ভ্যাসেলিন সহ ৩x চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত মলম ব্যবহারে ফললাভ হয়।

# ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্‌ফোরিকা

( Calcarea Phosphorica : Calc. Phos. C. P. )

**নামান্তর।**—ক্যাল্‌সিয়াম-ফস্‌ফেট, ফস্‌ফেট-অভ-লাইম।

**প্রস্তুতি।**—চূণের জলে জলমিশ্রিত ফস্‌ফোরিক-অ্যাসিড অল্প অল্প ঢালিতে থাকিলে এক প্রকার অধঃক্ষেপ বা তলানি পড়ে। ঐ অধঃক্ষেপ বা তলানি প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা শুষ্ক করিয়া বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

**রোগে প্রয়োগ।**—রক্তস্বল্পতা, দৌর্ব্বল্য, **দাঁত উঠিতে বিলম্ব** ও তৎকালে নানাপ্রকার উপসর্গ, **হাঁটিতে ও কথা শিখিতে বিলম্ব; শিশুদের রক্তামাশয়,** শিশুদের ফোড়া ও বার বার ফোড়া হইবার প্রবণতা; যক্ষ্মা; শ্বেতপ্রদর; কটিবাত; শুক্রক্ষরণ; অজীর্ণতা; বহুমূত্র; প্রমেহ ইত্যাদি।

**উপযোগিতা।—অত্যধিক কৃশ বালক-বালিকা ও বৃদ্ধদিগের শরীর গঠনের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।** যে সকল **শিশুর দাঁত উঠিতে বিলম্ব হয় এবং যাহারা দন্তোদগমকালে সর্দ্দি, কাসি, পেটের অসুখ প্রভৃতি** নানা রোগে ভোগে, যে সমস্ত শিশুর ব্রহ্মতালু যথাসময়ে জোড়া লাগে না, যাহাদের দেহের তুলনায় মাথা বড় এবং সেজন্য ঘাড় সোজা রাখিতে অক্ষম, পেটটি থল্‌থলে ও বেমানান, যে সকল শিশুর দুগ্ধ সহ্য হয় না, টক গন্ধ ছানাকাটা বাহ্যে ও বমি হয়, অজীর্ণতা হেতু যে সমস্ত **শিশু পুষ্ট না হইয়া কৃশ হইতে থাকে,** যথাসময়ে হাঁটিতে বা কথা কহিতে শিখে না, যে সকল শিশু স্বল্পরক্ত,

দুর্ব্বল, খিটখিটে ও যাহাদের হাত-পা ঠাণ্ডা, ক্যাল্‌কে-ফস্ তাহাদের পরম সহায়। **যাহাদের দেহের তুলনায় মাথা বড়, সামান্য ঠাণ্ডাতেই অসুখ করে, এই ঔষধটি ব্যবহারে তাহাদের বেশ উপকার হয়।** রক্তস্বল্পতা ও হরিৎ-পীড়ায় ইহা নব-রক্তকণিকা সৃজন করিয়া রোগ আরোগ্য করে। যে কোন স্থান হইতে বহুদিন যাবৎ হল্‌দে রঙের গাঢ় পুঁজস্রাব বা রক্তমিশ্রিত পুঁজস্রাবে ইহা উপযোগী।

কোন কঠিন রোগে ভুগিয়া দেহ ক্ষীণ ও রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ইহা সেবনে পূর্ব্ব স্বাস্থ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রোগীর দেহ পুষ্ট ও বেশ শক্তিসম্পন্ন হয়। রোগে ভুগিয়া বলহীন হইলে ইহা বলকারী ঔষধ ( টনিক ) হিসাবে ব্যবহার করা চলে। যে সমস্ত বালক-বালিকা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, যাহারা জীর্ণশীর্ণ ও স্বল্পরক্ত, এবং যে সমস্ত স্ত্রীলোক বহু সন্তানের জননী এবং সন্তানকে অনেক দিন ধরিয়া মাই দিয়া অথবা বহু পরিমাণে ঋতুস্রাব বা প্রদরস্রাবের ফলে ক্রমেই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্ তাহাদের পরম হিতকারী বন্ধু।

**মন**।—বিস্মৃতিপ্রবণ, একটু আগে কি করিয়াছে মনে থাকে না। শব্দ যোজনায় ভুল করে, এক কথাই দুই-তিনবার লিখে। এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না, ঘরে থাকিলে বাহিরে যাইতে চায়, বাহিরে থাকিলে ঘরে আসিবার জন্য ব্যস্ত হয়। অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। শোক বা প্রণয়ে আশাভঙ্গ জনিত রোগ। খিট্‌খিটে ও রুক্ষ মেজাজ, সহজেই রাগিয়া উঠে। রোগের কথা ভাবিলে রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুভয় কিম্বা পাগল হইবার বা অন্য বিপদের ভয়ে চিন্তিত।

**মস্তক**।—দাঁড়াইতে গেলে মাথা ঘুরে। খোলা বাতাসে বেড়াইলে মাথা ঘুরে, ঝড়-বাতাসে বৃদ্ধি। শিরোঘূর্ণন সহ কোষ্ঠকাঠিন্য ; বৃদ্ধদের শিরোঘূর্ণন। মাথাব্যথা, সম্মুখ-কপালে ব্যথা। শিরঃপীড়া, শারীরিক

পরিশ্রমে বা মানসিক চিন্তায় শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি, মাথা ধুইলে উপশম। পাঠ্যাবস্থায় বালিকাদের যুগপৎ মাথাব্যথা ও উদরাময়। উদরে বায়ুসঞ্চয় সহ মাথাব্যথা। **ব্রহ্মতালু যথাসময়ে জোড়া লাগে না,** মাথার হাড় নরম ও পাতলা। শিশু মাথা সোজা রাখিতে পারে না। মাথায় ঘা। **মস্তিষ্কে জল-সঞ্চয়।** মাথার স্থানে স্থানে চুল উঠিয়া যায় এবং ঠিক টাকের মত দেখায়।

**চক্ষু।**—চোখে দীপালোক সহ্য হয় না। ছানি। চোখ-উঠা, চোখের পাতার প্রদাহ ও কম্পন, বক্র-দৃষ্টি বা টেরা-দৃষ্টি।

**কর্ণ।**—কানে কম শুনে। কানের ভিতর নানা প্রকার মৃদু ও উচ্চ শব্দ। কানে পুঁজ; এই পুঁজ যেখানে লাগে সেখানেই ঘা হয়। কর্ণশূল বা কানে ব্যথা। পুঁজ-পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত ( সাইলিসিয়া )।

**নাসিকা।**—নাকে ঘা ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ স্রাব। নাসিকার অগ্রভাগ বরফের মত ঠাণ্ডা। নাকের পাতার ধারে ঘা, তরল সর্দ্দি নিঃসরণ, ঠাণ্ডা ঘরে বৃদ্ধি, গরমে ও ঘরের বাহিরে হ্রাস। খুব হাঁচি। নাকের ভিতর আঁচিল বা নাসা, নাক হইতে রক্তস্রাব।

**মুখমণ্ডল।**—কিশোরী বা যুবতীদের মুখব্রণে এই ঔষধে বেশ উপকার দর্শে। কর্ণমূল ও চোয়ালের বীচি স্ফীত; চোয়ালের হাড়ে ব্যথা, রাত্রিকালে বৃদ্ধি। মুখমণ্ডল ম্লান, হল্‌দে মেটে রং। মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা ঘাম। মুখমণ্ডলে একপ্রকার ক্ষত বা ঘা এবং ক্রমশঃ ক্ষতস্থানের মাংস ক্ষয়। নানা রংয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ বা মেছেতা।

**মুখমধ্য।**—সকালে মুখে বিস্বাদ। শিরঃপীড়া, মুখে তিক্তাস্বাদ। উপর ঠোঁট স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত। গল-গ্রন্থির (টন্‌সিল) স্ফীতি এবং উহাতে ব্যথা, তজ্জন্য হাঁ করিতে ইচ্ছা। ডান গালের ভিতর দিকে ঘা।

**জিহ্বা।**—জিহ্বার উপর ফুস্কুড়ি; জিভ্‌ স্ফীত, অসাড়, **সাদা,** ফাটা ফাটা, জিহ্বার ডগে ছোট ছোটা ফোস্কা, জিভে জ্বালাও তিক্তাস্বাদ।

**দন্ত**।—শিশুদের দাঁত উঠিতে বিলম্ব এবং দন্তোদ্গম কালে সর্দ্দি, জ্বর, পেটের অসুখ, তড়কা, প্রভৃতি উপসর্গ। শীঘ্র শীঘ্র দাঁতের ক্ষয়প্রাপ্তি। চিবাইতে গেলে দাঁতে ব্যথা অনুভব। দন্তশূল। মাঢ়ীতে ব্যথা।

**গলমধ্য**।—গলক্ষত, সন্ধ্যাকালে গলা সুড়্সুড়্ করিয়া কাসি, শুইলে বৃদ্ধি। গলায় ব্যথা, কোনও কিছু গিলিতে গেলে ব্যথার বৃদ্ধি। স্বরভঙ্গ; পুরাতন গল-গ্রন্থি-বিবৃদ্ধির পুনরাবির্ভাব। কথা কহিতে বা বক্তৃতা দিবার সময় পুনঃপুনঃ গলা পরিষ্কার বা গলা খেঁকারি দিতে হয়। জিহ্বার পশ্চাৎভাগে এবং কণ্ঠনালীতে জ্বালা।

**পরিপাক যন্ত্র**।—অস্বাভাবিক ক্ষুধা, বুক-জ্বালা, উদরে বায়ুসঞ্চয়। খাইবার পরই পেট ভার ও পেটে ব্যথা। সামান্য কিছু খাইলেই পেটব্যথার বৃদ্ধি। অজীর্ণ জনিত পেটে অস্বস্তি বোধ, কিছু খাইলে কিম্বা ঢেঁকুর উঠিলে সাময়িক ভাল থাকে। উপবাস কালে মেরুদণ্ডে বেদনা অনুভব। শিশু কেবলই মাই খাইতে চায়, কিন্তু খাইলেই বমি করে। বরফ বা খুব ঠাণ্ডা জল খাইলেই বমি। উদরে অত্যন্ত বায়ুসঞ্চয়। পেট থল্থলে ও ভিতর দিকে প্রবিষ্ট। শিশুদের শীর্ণতা বা কৃশতা রোগ (পুঁয়ে পাওয়া রোগ—marasmus)। উদরাময়, খুব দুর্গন্ধ মল, ফল খাইলে উদরাময়ের বৃদ্ধি। শিশু-ওলাউঠা; অর্শ, ভগন্দর; কোষ্ঠবদ্ধতা, বিশেষতঃ বৃদ্ধদের। ক্রিমি, **পিত্ত-পাথরী**। মাঝে মাঝে "ক্যাল্কে-ফস" ব্যবহারে পিত্ত-পাথরী-জননপ্রবণতা নিবারিত হয়।

**মূত্রযন্ত্র**।—পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ। মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি সহ দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি। কোন ভারী জিনিষ তুলিতে গেলে বা নাক ঝাড়িলে মূত্রপিণ্ডে (kidney) ব্যথা। বোধ মূত্রাশয়ে (bladder) ও তাহার চতুর্দ্দিকে ব্যথা। মূত্র ঘোলাটে। ছোট ছেলেদের শয্যামূত্র (ইহা ক্রিমিজনিতও হইতে পারে)। মূত্রবেগ ধারণে অক্ষম। বহুমূত্র, তৎসহ ফুস্ফুসের নানাপ্রকার উপসর্গ। **মূত্রসহ অণ্ডলাল**। অণ্ডকোষ স্ফীত, একশিরা।

পাথরী ; ইহা ব্যবহারে পাথরীর পুনরাক্রমণ নিবারিত হয়। হস্তমৈথুন জনিত কুফলে ইহা উৎকৃষ্ট।

**পুংজননেন্দ্রিয়।**—যানারোহণে ভ্রমণকালে জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়। অণ্ডকোষের উপর ছোট ছোট ফুস্কুড়ি এবং উহাতে কুটকুটানি। অণ্ডকোষ ক্ষতযুক্ত এবং উহা হইতে রসস্রাব। পুরাতন প্রমেহ।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—কামোন্মাদ। জরায়ুর স্থানচ্যুতি। বালিকাদের শীঘ্র শীঘ্র ঋতুর আবির্ভাব ; রজঃ উজ্জ্বল লাল এবং পরিমাণে বেশী। স্ত্রীলোকদের বিলম্বে ঋতু, রক্তের রং কাল্চে অথবা প্রথমটা বেশ লাল, পরে কাল্চে কাল্চে। শ্বেত-প্রদর, অণ্ডলালের ন্যায় স্রাব, দিবারাত্রি স্রাব। স্রাব সকালে বেশী। স্বল্পরজঃ। ঋতুকালে ও ঋতুর পূর্ব্বে প্রসববেদনাবৎ বেদনা। শিশু স্তন্যপান করিতে চায় না, দুধ জলবৎ, লোণা, টক্, সবুজাভ বা বিস্বাদ। স্তনে ব্যথা।

**শ্বাসযন্ত্র।**—শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ; কথা কহিতে গেলে খেঁকারি দিয়া গলা পরিষ্কার করিতে হয়। ক্ষয়রোগের প্রথম অবস্থা। ক্ষয়রোগগ্রস্ত রোগীর কাসি ও হাত-পা ঠাণ্ডা। প্রচুর ঘর্ম্ম, মাথা ও গলায় বেশী। ভগন্দর সহ বক্ষঃস্থলের নানাপ্রকার কষ্ট ; দন্তোদ্গমকালে ছেলেদের দুরারোগ্য হুপ-কাসি ; শ্বাসরোধক কাসি ; শুইলে একটু ভাল থাকে , অনিচ্ছায় দীর্ঘ নিশ্বাস।

**রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্র।**—সঞ্চালন অসম্পূর্ণ ; বুক ধড়্ফড় করে ও শরীর কাঁপিতে থাকে। শ্বাসগ্রহণকালে হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে তীব্র বেদনা বোধ।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—দেহের তুলনায় ছেলেদের ঘাড় সরু, সোজা রাখিতে অক্ষম। সামান্য ঠাণ্ডা দমকা বাতাস লাগিয়া ঘাড়ে বাতের ন্যায় ব্যথা ও ঘাড় শক্ত ; মেরুদণ্ডের বক্রতা, মেরুদণ্ড ফাটা ; মেরুদণ্ডের অস্থি-বিকৃতি। অস্থি-ক্ষত ; কোমর ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা ও অসাড় বোধ।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।**—বাহুর ঊর্দ্ধভাগে স্কন্ধাস্থির নিকট বাত-বেদনা, তজ্জন্য হাত উপর দিকে তুলিতে পারে না। **স্কন্ধ-সন্ধি হইতে** হাতের কব্জি পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা, ঋতু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি। যে সকল **বাতবেদনা ঋতু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি পায়** "ক্যাল্কেরিয়া-ফস" তাহাতে ভাল ঔষধ; এই সকল বাত-বেদনা বসন্তকালে কম থাকে, শরৎকালে পুনরাবির্ভূত হয়। হাত অসাড়, মনে হয় যেন দেহ মধ্যে পিঁপড়া চলিতেছে। সমস্ত সন্ধিতেই ব্যথা; বাম ভাগেই বেশী ও প্রথমে আরম্ভ হয়, পরে ডানদিক আক্রান্ত হইতে পারে, তবে ডানদিকে কম হয়। বাত ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি ও গরমে উপশম; পায়ের গাঁটের হাড় সরিয়া গিয়াছে মনে হয়। নখের গোড়ায় ঘা; উপদংশজনিত ক্ষত। যে সকল আক্ষেপ "ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্-এ সারে না, সেখানে "ক্যাল্কে-ফস্-এ উপকার হইতে পারে। মৃগীরোগেও ক্যাল্কে-ফস সময় সময় বেশ কাজ করে। ভাঙ্গা-হাড় জোড়া না লাগিলে "ক্যাল্কে-ফস্" প্রয়োগে নিশ্চিত সুফলের আশা করা যায়।

**নিদ্রা।**—নিদ্রালু; সহজে ঘুম ভাঙ্গে না। নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা জনিত অনিদ্রা, ঝিমাইতে থাকে, বৃদ্ধদের এই লক্ষণে ক্যাল্কে-ফস্ বেশ উপযোগী। শিশু রাত্রিকালে কাঁদিয়া উঠে। হাইতোলে ও গা-ভাঙ্গে বা আড়া-মুড়ি দেয়। দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে সুনিদ্রা পরে নিদ্রাহীন। ভ্রমণ প্রভৃতির সুস্পষ্ট স্বপ্ন।

**ত্বক।**—শুষ্ক ও রুক্ষ; গা ফাটা-ফাটা; গা হইতে খোলস্ উঠে। গা জ্বালা করে, আবার সময় সময় কুট্‌কুট্ করে। কাউর ঘা ঘায়ের উপর মামড়ী পড়ে; বৃদ্ধদের গাত্র চুলকানি।

**জ্বর।**—গণ্ডমালা-দোষ-দুষ্ট ছেলেদের পুরাতন সবিরাম জ্বর; ক্ষয়-রোগে রাত্রে ঘর্ম্ম; কম্প; মুখমণ্ডল গরম, নিম্নাঙ্গ ঠাণ্ডা; জিহ্বা শুষ্ক কিন্তু পিপাসাহীন।

**হ্রাস-বৃদ্ধি**।—ঠাণ্ডায়, জলে ভিজিলে ঋতু পরিবর্ত্তনে, নড়িলে-চড়িলে, বা হাঁটা-চলায় রোগের বৃদ্ধি, শুইয়া থাকিলে ও গরমে উপশম।

**প্রয়োগ**।—সাধারণতঃ ৩x বা ৬x ব্যবহারে বেশ কাজ হয়; সময় সময় উচ্চশক্তিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **বেশী মাত্রায় এবং পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে কুফল দর্শে।**

## ক্যালকেরিয়া-সালফিউরিকা

( Calcarea Sulphurica : Calc. Sulph. : C. S. )

**নামান্তর**।—ক্যাল্‌সিয়াই-সাল্‌ফাস, ক্যাল্‌সিয়াম-সাল্‌ফেট।

**সাধারণ নাম**।—জিপ্‌সাম, প্ল্যাষ্টার-অভ্‌-প্যারিস, সাল্‌ফেট-অভ্‌-লাইম।

**প্রস্তুতি**।—বিচূর্ণ।

**রোগে প্রয়োগ**।—সর্দ্দি, নালী-ঘা, পচনশীল ক্ষত, কানে পুঁজ, চোখ-উঠা, দাঁতে পুঁজ, কাউর ঘা, মুখে ঘা, আমাশয়, প্রমেহ, হাঁপানি, ফোড়া বা যে কোন প্রকারের পুঁজসঞ্চয়।

**উপযোগিতা**।—**পুঁজসঞ্চয় সহ ইহার নিকট সম্বন্ধ। যে কোনও প্রকার ক্ষত হইতে অনেকদিন ধরিয়া পুঁজস্রাব হইতেছে দেখিলেই ক্যাল্‌কেরিয়া-সাল্‌ফ-এর কথা মনে পড়া স্বাভাবিক।** বসন্ত ও উপদংশ ক্ষতে কার্য্যকরী। মনে রাখা আবশ্যক **ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফের সকল স্রাবই হল্‌দে, ঘন ও চাপ চাপ।** স্ফোটকে ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ প্রয়োগে পুঁজস্রাব কমাইয়া দেয়। সাইলিসিয়া প্রয়োগে স্ফোটক আরোগ্য হইতে দেরী হইলে ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ প্রয়োগে স্ফোটক শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্যপথে আনীত হইয়া থাকে। যে সকল সর্দ্দি, প্রদর, প্রমেহ প্রভৃতি রোগে স্রাব হল্‌দে, গাঢ় ও থোবা থোবা তাহাতে ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ সমধিক কার্য্যকরী।

**মন**।—পরিবর্ত্তনশীল মতিগতি ; হঠাৎ স্মৃতিলোপ বা সংজ্ঞালোপ।

**মস্তক**।—ছেলেদের মাথায় ফুস্কুড়ি, উহা হইতে রস পড়ে ; রস বা ক্লেদ শুকাইয়া মাথায় হল্‌দে রঙের দুধে-মাম্‌ড়ী জন্মে। শিরোঘূর্ণন ও তৎসহ খুব গা-বমি-বমি। মাথাব্যথা, সামনের দিকেই বেশী।

**চক্ষু**।—নবজাত শিশুদের চোখ-উঠা ; উহা হইতে ঘন হল্‌দে পুঁজের মত স্রাব। সব জিনিষেরই অর্দ্ধাংশ দর্শন। চক্ষু-প্রদাহ ; চক্ষুর গভীর দেশে পুঁজসঞ্চয়।

**কর্ণ**।—কালাদের কানের ভিতর হইতে পুঁজস্রাব ; কথন কথনও এই পুঁজ রক্তমিশ্রিত ; ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ সেবনে পুঁজস্রাব বন্ধ হয় ও শ্রবণশক্তি ফিরিয়া আসে। কানের চারিদিকে ফুস্কুড়ি।

**নাসিকা**।—মাথায় সর্দ্দিসঞ্চয়, নাক দিয়া হল্‌দে ঘন পুঁজের ন্যায় শ্লেষ্মাস্রাব ; প্রায়ই এই নাসাস্রাব রক্তলাঞ্ছিত। সময় সময় এক নাসারন্ধ্র দিয়া স্রাব নিঃসরণ। রন্ধ্রমুখে ঘা।

**মুখমণ্ডল**।—মুখে ফুস্কুড়ি ও ব্রণ ; সময় সময় মুখে দাদের মত উদ্ভেদ। গাল ফুলিয়া উহাতে পুঁজোৎপত্তির আশঙ্কা।

**মুখমধ্য**।—ঠোঁটের ভিতর ঘা। মুখে বিস্বাদ—অম্ল, কটু বা কষায় স্বাদযুক্ত।

**জিহ্বা**।—লোল জিহ্বা, জিহ্বা কাঁপে। জিহ্বার উপর যেন একটি পুরু কাদার লেপ পড়িয়া আছে অনুভব। জিহ্বামূলে হল্‌দে লেপ। জিহ্বা ব্যথা ও প্রদাহযুক্ত হইয়া পুঁজ হইবার আশঙ্কা।

**দন্ত**।—দন্তশূল দাঁতের মাঢ়ী ফোলে ও ঘা হয়, কথন কথনও গালও ফোলে। দাঁতকড়া বা মাঢ়ীর উপর দাঁতের গোড়ায় ব্রণবৎ উদ্ভেদ। সামান্য একটু কিছুতেই দাঁত দিয়া রক্তস্রাব, দাঁত মাজিতে গেলেও রক্ত নিঃসরণ ( পাইওরিয়া )।

**গলমধ্য**।—গলার ভিতর ঘা ; ঘা হইতে হল্‌দে পুঁজ নিঃসরণ। টন্‌সিল বা গলগ্রন্থি-প্রদাহ ; উহা পাকিবার আশঙ্কা ; উহা পাকিয়া পুঁজ পড়িতে থাকিলেও "ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ" উপযোগী। তালুদেশে এক প্রকার পর্দ্দার উৎপত্তি।

**পরিপাক যন্ত্র**।—উদরাময় ও আমাশয়, মল রক্ত ও পুঁজ মিশ্রিত। ঋতুর পরিবর্ত্তনে বা মিষ্ট খাইয়া উদরাময়। কোষ্ঠবদ্ধতাসহ শ্বাসকষ্ট। ভগন্দর ও তৎসহ মলদ্বারে ফোড়া। যকৃৎপ্রদেশে ব্যথা। ফল, বিশেষতঃ কাঁচা টক ফল খাইবার প্রবল ইচ্ছা। অত্যন্ত ক্ষুধা ও প্রবল পিপাসা। খাইবার সময় টাকরায় লাগে। পেটে জ্বালা। মলদ্বার-ভ্রংশ।

**মূত্রযন্ত্র**।—পুরাতন মৃদু জ্বর, তৎসহ রক্তবর্ণ মূত্র। মূত্রাশয়-প্রদাহ, উহাতে পুঁজসঞ্চয়। মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ। মূত্রাশয়-মুখশায়ী-গ্রন্থির স্ফোটক।

**পুংজননেন্দ্রিয়**।—পুরাতন উপদংশ, পুঁজস্রাব। প্রমেহ, দুর্গন্ধ রস নিঃস্রাব। শুক্রমেহ রোগের অবস্থাবিশেষে ইহা বেশ কার্য্যকরী। বাগীতে সাইলিসিয়া সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে পুঁজ জন্মিবার আশঙ্কা নিবারিত হয়। অন্যান্য গ্রন্থির ক্ষতরোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়**।—মাসিক ঋতু প্রকাশে বিলম্ব, রজঃস্রাব নিয়মিত সময় অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী ; ঋতুকালে মাথাব্যথা, দুর্ব্বলতা ও খেঁচুনি। স্তন-প্রদাহ ও উহা হইতে পুঁজস্রাব।

**শ্বাসযন্ত্র**।—কাসি, তরল শ্লেষ্মাস্রাব, ইহা কতকটা পুঁজের ন্যায়, সময় সময় তৎসহ মৃদু জ্বর। সামান্য জ্বরসহ হাঁপানি। ফুস্‌ফুস্‌ বা ফুস্‌ফুস্‌-বেষ্ট মধ্যে পুঁজসঞ্চয়। ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ ( নিউমোনিয়া ), ফুস্‌ফুস্‌-বেষ্ট-প্রদাহ ( প্লুরিসি ), শ্বাসনলী-প্রদাহ, ঘুংড়ি, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে হল্‌দে, ঘন, থোবা থোবা, পুঁজের ন্যায় শ্লেষ্মাস্রাব থাকিলে ইহাতে বেশ উপকার দর্শে। দুরারোগ্য স্বরভঙ্গ রোগে লক্ষণানুযায়ী অন্যান্য ঔষধে

**কাজ** না হইলে "ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ" প্রয়োগে সুফলের আশা করা যায়। ছেলেদের খুব কাসি, বুকে ব্যথা, সবুজ মল ও গায়ে চুল্‌কনা'।

**রক্তসঞ্চালন যন্ত্র।**—হৃদ্‌বেষ্ট-প্রদাহ ও তাহাতে পুঁজোৎপত্তি।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—পিঠে ও শিরদাঁড়ার নিম্নপ্রান্তে ব্যথা, পিঠে দূষিত ফোড়া।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।**—উরুসন্ধি-প্রদাহে উহা হইতে পুঁজস্রাব লক্ষণে "ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ" উপযোগী। আঙ্গুলহাড়া। সর্ব্বপ্রকার নূতন বা পুরাতন বাত। পায়ের তলায় জ্বালা ও কুট্‌কুটানি।

**নিদ্রা।**—দিবাভাগে নিদ্রাতুর, **রাত্রিকালে অনিদ্রা**—ঘুম হয় না। স্বপ্ন দেখে যেন সে ভয়ে কাঁপিতেছে।

**ত্বক।**—ব্রণ ( পুঁজজনন নিয়ন্ত্রিত করে এবং পুঁজ কমাইয়া দেয় )। ফাটা, ছেঁড়া, পোড়া প্রভৃতি যে কোনও কারণেই ঘা হউক না কেন "ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ" ব্যবহারে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে। বিষদুষ্ট ফোড়া, আঙ্গুলহাড়া, সাধারণ ফোড়া, গা-ফাটা প্রভৃতিতে ইহা সফলতার সহিত ব্যবহৃত হয়। সাইলিসিয়া প্রয়োগে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে **"ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ" সাইলিসিয়ার অসম্পূর্ণ ক্রিয়া সম্পূর্ণ করে।** গ্রন্থিচয়ের ক্ষতেও ইহা বেশ কাজ করে। বসন্তের পুঁজস্রাবে ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে। চুলের ভিতর ছোট ছোট ফুস্কুড়ি। মাথায় মাম্‌ড়ী পড়ে।

**জ্বর।**—টাইফয়েড জ্বরে উদরাময় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে "ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ" ব্যবস্থেয়। কোনও স্থানে পুঁজ-সঞ্চয় জনিত জ্বর থাকিলে, ইহা ব্যবহারে বেশ উপকার দর্শে। জ্বরসহ পায়ের তলায় জ্বালা ও কুট্‌কুটানি। সর্ব্বাঙ্গে ফুস্কুড়ি।

**হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ**—শারীরিক পরিশ্রমে ও গা-হাত ধুইলে রোগের বৃদ্ধি ও উপসর্গাদি পুনরাবির্ভূত হয়। খোলা বাতাসে আরাম বোধ।

**প্রয়োগ।**—৬x, ১২x ; চক্ষু হইতে পুঁজস্রাবে ৩x বা নিম্নক্রম ব্যবহৃত হয়। আঙ্গুলহাড়া, স্ফোটক প্রভৃতিতে বাহ্য-প্রয়োগেরও ব্যবস্থা আছে। ইহার উচ্চতর শক্তিই অধিকতর কার্য্যকরী।

# ফেরাম্-ফস্‌ফোরিকাম্

( Ferrum Phosphoricum : Ferr. Phos : F. P. )

**নামান্তর।**—ফেরি-ফস্‌ফাস্।

**সাধারণ নাম।**—ফস্‌ফেট্-অভ্-আয়রণ।

**প্রস্তুতি।**—সাল্‌ফেট-অভ্-আয়রণ ( হিরাকস্ ) সহ পরিমাণ মত সোডা-ফস্‌ফেট সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার রঙ্ নীলাভ শ্বেতবর্ণ। ৬x পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বিচূর্ণ ; তদূর্দ্ধ ক্রম ২০০x পর্য্যন্ত বিচূর্ণ ও অরিষ্ট দুই আকারেই প্রস্তুত হয়।

**রোগে প্রয়োগ।**—জ্বর, সর্ব্বপ্রকার প্রদাহ, কাসি, রক্তামাশয়, রক্ত-বমন, যে কোনও স্থান ( নাক, মুখ, গুহ্যদ্বার প্রভৃতি ) হইতে রক্তস্রাব, যক্ষ্মা, মূত্রযন্ত্রের পীড়া, প্রমেহ, শিরাস্ফীতি, আঘাত জন্য যে কোনও প্রকার রোগ।

**উপযোগিতা।**—বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ ইহার প্রিয় ক্রিয়াক্ষেত্র অর্থাৎ, **বৃদ্ধদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। সর্দ্দি-জ্বর, যে কোনও প্রকার প্রদাহযুক্ত জ্বর বা উদ্ভেদ জনিত জ্বরের প্রথম অবস্থায় ইহা ব্যবহারে উপসর্গাদি প্রশমিত হইয়া জ্বর বিচ্ছেদ হয়** এবং রোগী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়। **রক্তাল্পতা, রক্তে রক্ত-কণিকার অভাব পুরণ করিয়া ইহা শারীরিক দুর্ব্বলতা দূর করে। মৃগী,** ছেলেদের ক্ষুধামান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, জড়ভাব প্রভৃতি ইহাদ্বারা নিরাকৃত

হয় এবং ইহা ব্যবহারে ছোট ছেলেদের দৈহিক ওজন ও বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অত্যধিক অবসন্নতা লক্ষণে অনেক স্থলে ইহা **বলকারী ঔষধরূপে** ব্যবহৃত হয়। **ইহা ব্যবহারে শরীর সুগঠিত ও সুপুষ্ট হয়। মলক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে ইহা শক্তিশালী ঔষধ।**

**মন।**—উদাসীন, সাহস ও আশাভরসা হীন। **তুচ্ছ বিষয়ও খুব বড় করিয়া দেখে,** সামান্য কারণে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত হইয়া উঠে। অতিরিক্ত মদ্যাদি পান জনিত পা কাঁপে, বিড় বিড় করিয়া বকে ও বেশী কথা কয়। মস্তিষ্কে অত্যধিক রক্তসঞ্চয় জনিত বিকার; পাগলের ভাব।

**মস্তক।**—মস্তকে রক্তের বেগ। শিরঃপীড়া, অনেক সময় নাক দিয়া রক্ত নিঃসরণ হইলে শিরঃপীড়ার উপশম হইয়া থাকে; যাতনাযুক্ত স্থানে জলপটি বা বরফ প্রয়োগ করিলে যাতনা কমে। মস্তিষ্কাবরক-ঝিল্লী-প্রদাহ (মেনিঞ্জাইটিস) লক্ষণসহ মস্তকে ভারবোধ ও তন্দ্রাভাব। ঋতুকালে প্রচুর রজঃস্রাব, তৎসহ প্রবল শিরঃপীড়া। শিরঃপীড়া কালে অজীর্ণ-ভুক্তদ্রব্য বমিত হইয়া থাকে। ছোট ছেলেদের মাথাব্যথায় ইহা চমৎকার ঔষধ। বাতগ্রস্ত লোকের শিরঃপীড়ায় ইহা ব্যবহারে অনেক স্থলেই সুফল পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা বা রোদ লাগিয়া যে কোনও রোগ হউক না কেন, ফেরাম-ফস্ ব্যবহারে রোগলক্ষণ নিরাকৃত হয়।

**চক্ষু।**—চোখ উঠা, চোখ লাল ও সজল, কিন্তু পিঁচুটি বা পুঁজ জন্মে না। রোদ বা আলো অসহ্য—চোখে লাগে। আঞ্জিনা, চোখের পাতায় অর্বুদবৎ মাংসাঙ্কুর।

**কর্ণ।**—ঠাণ্ডা লাগিয়া বা জলে ভিজিয়া কানে ব্যথা, কানে পুঁজ, কানে খুব যাতনা, পুঁজ জনিত বধিরতা। কোনও শব্দ সহ্য হয় না। কানের ভিতর নানাপ্রকার শব্দ অনুভব। কর্ণমূলে স্ফীতি ও ব্যথা।

**নাসিকা**।—নাসিকা হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব। মাথায় ও নাকে সর্দ্দি, নাক সুড়্সুড়্ করে, তৎসহ সর্দ্দি-জ্বর। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়।

**মুখমণ্ডল**।—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল। মুখমণ্ডল রক্তহীন, ম্লান ও বিবর্ণ। মুখে ব্যথা, মুখ লাল ও গরম, নাড়ী দ্রুত, আক্রান্ত স্থানে জলপটি বা অন্য কোনও ঠাণ্ডা জিনিষ প্রয়োগে আরাম বোধ।

**মুখমধ্য**।—মাঢ়ী স্ফীত ও মাঢ়ীতে ব্যথা। মুখের ভিতর লাল্চে ভাব।

**জিহ্বা**।—জিভ ফাটা, লাল ও পরিষ্কার। জিভ স্ফীত ও জিভে ব্যথা।

**দন্ত**।—দন্ত-শূল, গরমে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় হ্রাস। দাঁত বড় মনে হয়। দাঁতে খুব ব্যথা, ছুঁইলেও লাগে। শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় কষ্ট, তৎসহ তড়কা ও জ্বরভাব।

**গলমধ্য**।—গলায় ঘা, তৎসহ জ্বর ও ব্যথা, গলার ভিতর শুষ্ক, লাল ও প্রদাহযুক্ত। ডিফ্থেরিয়ার আক্রমণ অবস্থায় "ফেরাম-ফস" প্রয়োগে জ্বর প্রশমিত হয়। কণ্ঠনালী, স্বরনলী ও গলকোষ হইতে রক্তস্রাবে ইহা বেশ কাজ করে। গায়ক ও বক্তাদের গলায় ঘা। গলকোষে ফোড়া। ঢোঁক গিলিতে বেদনা।

**পরিপাক-যন্ত্র**।—পাকস্থলী-প্রদাহ, পাকাশয়ে ব্যথা, ছুঁইলে লাগে। অজীর্ণ-ভুক্তদ্রব্য বমন। পাকাশয়-প্রদাহ; কুক্ষিপ্রদেশে স্পর্শাসহ বেদনা। খাইবার পর গা-বমি-বমি ও বমন; বমিত পদার্থে ভুক্তখাদ্যের গন্ধ, সময় সময় টক-বমি। উজ্জ্বল রক্ত-বমন। উদরে বায়ুসঞ্চয়; ক্ষুধা লোপ; মাংস ও দুগ্ধে অরুচি। ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময়, অজীর্ণ মল। আমাশয়; মল জলবৎ তরল, মল আম ও রক্তমিশ্রিত; মলবেগ, কিন্তু কুন্থন থাকে না। কোষ্ঠবদ্ধ; রক্তস্রাবী অর্শ, উজ্জ্বল লাল রক্ত, সময় সময়

ঐ রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায়। অন্ত্রবৃদ্ধি বা হার্ণিয়া। শিশু-ওলাউঠা, মল জলবৎ ; কোন কোনও ক্ষেত্রে মলে রক্ত থাকে। ক্রিমি।

**মূত্রযন্ত্র**।—মুহুর্মুহুঃ মূত্রবেগ ; বহুমূত্র, তৎসহ ব্যথা, টানবোধ, উত্তাপ, দ্রুত নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে "ফেরাম-ফস" উপযোগী। অসাড়ে মূত্রস্রাব, মূত্রধারণে অক্ষমতা, কাসিলেও **মূত্র ছিট্‌কাইয়া বাহির হয়**। মূত্রাশয়-প্রদাহ, জ্বর ভাব। মূত্ররোধ ; ছোট ছেলেদের মূত্ররোধে ইহা বিশেষ উপযোগী। মূত্রপিণ্ড ও মূত্রাশয়ের যে কোনও প্রকার নূতন প্রদাহ ও তৎসহ জ্বর, ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে প্রথমেই "ফেরাম-ফস্" ব্যবস্থেয়। শর্করাবিহীন মূত্রবহুল বহুমূত্র, পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রস্রাব।

**পুংজননেন্দ্রিয়**।—অণ্ডকোষ-প্রদাহ ও অণ্ডকোষ-বৃদ্ধি ; কুঁচ্‌কি ফুলিয়া উহাতে অত্যধিক ব্যাথা ও জ্বরভাব। শুক্র-ক্ষরণ।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়**।—বাধক, এই পীড়াকালীন পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ ; রক্তস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এবং স্রাব আরম্ভের প্রথম দিন খুব ব্যথা। অনিয়মিত ঋতু, প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর ঋতু প্রকাশ ; প্রচুর উজ্জ্বল লাল রক্ত, রজঃস্রাবকালে পেটে ও কোমরে চোপবোধ ও শীর্ষদেশে বেদনা। ডিম্বকোষে মৃদুমন্দ বেদনা ; মনে হয় যেন জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্র নিম্নদিকে নামিতেছে। গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালে গা-বমি-বমি ও অজীর্ণ-ভুক্তদ্রব্য বমন, প্রসবান্তিক বেদনা বা ভ্যাদাল-ব্যথা, স্তন-প্রদাহ, যোনি-প্রদাহ ও যোনি-কণ্ডুয়ন বা চুলকানি, যোনি-পথ শুষ্ক ও গরম। সঙ্গমকালে যোনিতে ব্যথা ও সঙ্গমে অনিচ্ছা।

**শ্বাসযন্ত্র**।—শ্বাসযন্ত্রের যে কোনও প্রকার পীড়া, বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ ( ব্রঙ্কাইটীস ), হৃদবেষ্ট-প্রদাহ ( প্লুরিসি ), ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ ( নিউমোনিয়া ), ঘুংড়ি ( ক্রুপ ), হুপ-কাসি ( হুপিং-কফ ), ক্ষয় বা

সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত, শ্বাসকষ্ট ও কাসি সহ জ্বরে ইহা প্রধান ও প্রথম ঔষধ। রোগের সূচনায় এই ঔষধ প্রয়োগে ঘাম হইয়া কষ্টকর উপসর্গাদি প্রশমিত হয় এবং রোগী আরোগ্যের পথে চালিত হয়। কাসি, বুক ঘড়ঘড় করে, কাসিতে কাসিতে ভুক্তদ্রব্য উঠিয়া যায় অর্থাৎ বমি হয়; রাত্রিকালে বৃদ্ধি, অনেকক্ষণ কাসিবার পর সামান্য শ্লেষ্মাস্রাব, শ্লেষ্মা রক্তলাঞ্ছিত, বুকে ব্যথা, রক্তবমন, স্বরলোপ, স্বরভঙ্গ।

**রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্র**।—হৃদ্‌পিণ্ড-প্রদাহ, হৃদ্‌বেষ্ট-প্রদাহ প্রভৃতি হৃদ্‌-পিণ্ডের অন্যান্য রোগের প্রথম অবস্থায় ফেরাম-ফস মহৌষধ। হৃদ্‌বৃদ্ধি, হৃদ্‌স্পন্দন, নাড়ী চঞ্চল ও দ্রুত। হৃদ্‌যন্ত্রের অত্যধিক ক্রিয়া জনিত নাড়ী-স্ফীতি ও নানাপ্রকার জটিলতা ইহা সেবনে অপসৃত হয়।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ**।—ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘাড় শক্ত, পৃষ্ঠদেশে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি**।—সন্ধিবাত, বিশেষতঃ স্কন্ধ-সন্ধির বাতে ইহা বেশ কাজ করে; একটির পর আর একটি সন্ধি বাতাক্রান্ত হয়; কোমর, হাঁটু, পায়ের গাঁট, মূত্রপিণ্ড প্রভৃতিতে তীব্র বেদনা। বাত-বেদনা নড়িলে-চড়িলে বৃদ্ধি, উত্তাপ প্রয়োগে উপশম। আঙ্গুল-হাড়ার প্রথম অবস্থা; হাত ফুলিয়া উহাতে ব্যথা। হাতের চেটো গরম।

**নিদ্রা**।—মস্তিষ্কে অত্যধিক রক্তসঞ্চয় জনিত অনিদ্রা। রাত্রিকালে অস্থিরতা, ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। বৈকালে তন্দ্রাতুর, ঝিমাইতে থাকে। উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন।

**ত্বক**।—গা-জ্বালা; পরিশ্রম করিলে এবং গরমে গা-জ্বালার বৃদ্ধি। কোনপ্রকার আঘাত লাগিয়া কাটিয়া-ছিঁড়িয়া গেলে "ফেরাম-ফস্‌" প্রয়োগে উহাতে পুঁজসঞ্চার এবং জ্বরাদি উপসর্গ নিবারিত হয়। হাম, বসন্ত, পানি-বসন্ত, ফোড়া, ব্রণ, দুষ্টব্রণ, আঙ্গুল-হাড়া, বিসর্প প্রভৃতির আক্রমণের সূচনায় ইহা ব্যবহারে রোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

**জ্বর**।—সর্দ্দি-জ্বর, হাম, বসন্ত ও স্ফোটক প্রভৃতি উদ্ভেদ জনিত জ্বর; এবং বাত-জ্বর, পাকাশয়ের গোলযোগ জনিত জ্বর, টাইফয়েড জ্বর; জ্বরের শৈত্য অবস্থায় "ফেরাম-ফস" ব্যবহারে সুফল দর্শে। সবিরাম জ্বরে ভুক্তদ্রব্য বমন। যে কোনও রোগের সূচনায় শরীর গরম, জ্বরভাব, দ্রুত নাড়ী ও গা-হাত-পা ব্যথা লক্ষণে "ফেরাম-ফস" অবশ্য প্রযোজ্য। প্রত্যহ দিবা একটার সময় শীত করিয়া প্রবল জ্বর, উত্তাপ ক্রমেই বাড়িতে থাকে, দ্রুত নাড়ী। রাত্রিকালে প্রচুর ঘর্ম্ম, হাতের চোটো, মুখ, গলা ও বুক গরম, কিন্তু ঐসকল স্থানে ঘাম হয় না।

**হ্রাস-বৃদ্ধি**—সকল প্রকার বেদনাই নড়িলে-চড়িলে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা প্রয়োগে হ্রাস। **ঠাণ্ডা জলে দাঁতের বেদনার উপশম।**

**প্রয়োগ**।—সাধারণতঃ ৩x, ৬x ক্রমই ব্যবহৃত হয়। রক্তস্বল্পতায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক স্থলেই ১x, ২x প্রয়োগে বেশ উপকার হয়। ক্ষেত্রবিশেষে ১২x, ৩০x, ২০০x ব্যবহারে ভাল ফল হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

# কেলি-মিউরিয়েটিকাম

( Kali Muriaticum : Kali Mur. : K. M. )

**নামান্তর**।—পটাসিয়াম-ক্লোরাইড, ক্লোরাইড-অভ-পটাস।

[ "পটাসিয়াম-ক্লোরাইড" ও "পটাস-ক্লোরাম" একই ঔষধ নহে, ইহা স্মরণ রাখা বিধেয় ]

**প্রস্তুতি**।—বিশুদ্ধ "হাইড্রোক্লোরিক-অ্যাসিড" ও বিশুদ্ধ "পটাসিয়াম-কার্ব্বোনেট" সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা জলে দ্রবীভূত হয়, অ্যাল্‌কোহলে হয় না।

ঔষধার্থ ৬x পর্য্যন্ত বিচূর্ণ, তদূর্দ্ধ ক্রম বিচূর্ণ ও অরিষ্ট দুই আকারেই প্রস্তুত হয়।

**রোগে প্রয়োগ**।—রক্তস্বল্পতা ; রক্তস্রাব ; কোনও প্রকার আঘাত জনিত স্ফীতি ; হৃদ্‌যন্ত্র বা মূত্রযন্ত্রের রোগ অথবা যকৃৎ রোগ জনিত শোথ, যে কোনও প্রকার চর্ম্মরোগ, মৃগী, বসন্ত, জ্বর, হাঁপানি প্রভৃতি।

**উপযোগিতা**।—**জিহ্বামূলে সাদা বা ধূসরবর্ণের লেপ,** সাদা ধূসরবর্ণের শ্লেষ্মাদি স্রাব নিঃসরণ, গ্রন্থিচয়ের স্ফীতি, দেহ হইতে সাদা সাদা বিচূর্ণবৎ পদার্থ পতন, **নিষ্ক্রিয় যকৃৎ,** প্রভৃতি ইহার ক্রিয়াক্ষেত্র। কর্ণরোগের অবস্থা বিশেষে "কেলি-মিউর" একটি বিশেষ উপযোগী ঔষধ। **মৃগীরোগে ইহা মহৌষধ ;** বিশেষতঃ কোনও প্রকার চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া মৃগীরোগ হইলে, কেলি-মিউর একরূপ অব্যর্থ ঔষধ ( একটু দীর্ঘকাল ব্যবহার করা আবশ্যক )। যে কোন স্থান হইতে সাদা স্রাব, স্রাব আঠা আঠা ও সূত্রবৎ পদার্থ মিশ্রিত। টিকার কুফল জনিত লক্ষণাদি। সঞ্চালনে বৃদ্ধি এই ঔষধের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

**মন**।—রোগী ভাবে তাহাকে অনাহারে থাকিতে হইবে বা অনশন অবশ্যম্ভাবী।

**মস্তক**।—মাথাব্যথা ; জিহ্বা পুরু সাদা লেপাচ্ছাদিত। মাথাব্যথা সহ কাসি, কাসিলে সাদা শ্লেষ্মা উঠে এবং সাদা শ্লেষ্মা বমি হয়। যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি জনিত মাথাব্যথা ও বমন এবং অরুচি। মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহ ( মেনিঞ্জাইটিস ), মাথায় মামড়ী ও মরামাস।

**চক্ষু**।—চক্ষু হইতে সাদা বা হল্‌দে স্রাব, চোখে পিঁচুটি, চোখের পাতায় ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি। তারকামণ্ডল-প্রদাহ। ছানি।

**কর্ণ**।—কানে অনেক দিন ধরিয়া পুঁজ। কানের আশে-পাশের গ্রন্থি বা বীচি স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত। নাক ঝাড়িলে বা কোনও কিছু গলাধঃকরণ করিবার সময় কানের ভিতর চিড়চিড় শব্দ অনুভব ; অন্য সময়ও কানের ভিতর একপ্রকার শব্দ শ্রবণ। কর্ণমূল-প্রদাহ। কানে তালালাগা, বমি।

**নাসিকা**।—সর্দ্দি, শ্লেষ্মা ঘন ও সাদা। মাথায় সর্দ্দি জমে; জিভ শ্বেত-ধূসর। নাকের ভিতর পিঁচুটি। বৈকালে নাক দিয়া রক্তস্রাব।

**মুখমণ্ডল**।—মুখ ও দাঁতের গোড়া ফুলিয়া মুখে ব্যথা।

**মুখমধ্য**।—মুখের ভিতর ঘা, চোয়াল ও ঘাড়ের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রন্থিচয় স্ফীত ও ব্যথান্বিত।

**জিহ্বা**।—জিহ্বা শ্বেত-ধূসর লেপাচ্ছাদিত; জিহ্বা চিত্র-বিচিত্র বর্ণাঙ্কিত। জিহ্বা শুষ্ক। জিহ্বা স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত।

**গলমধ্য**।—কেলি-মিউর অনেক স্থলে **ডিফথিরিয়ার একমাত্র ঔষধ** বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না; ইহা সেবনে ও ইহার নিম্নক্রম জলসহ মিশাইয়া কুলি করিলে আশু উপকার দর্শে। আবশ্যক মনে করিলে ফেরাম-ফস্ সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা চলে। কর্ণমূল স্ফীত ও উহাতে ব্যথা। গলকোষ-প্রদাহ; গলার স্ফীতি; গলার ভিতর সাদা ও ধূসরবর্ণের দাদ অথবা ছোট ফুস্কুড়ির মত উদ্ভেদসকল দেখিতে পাওয়া যায়। গল-গ্রন্থি ( টন্‌সিল ) স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত। গল-গ্রন্থিগুলিও শ্বেত-ধূসর বর্ণবিশিষ্ট। গল-গ্রন্থিগুলি এত বড় হয় যে, উহাতে শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে।

**পরিপাক-যন্ত্র**।—ক্ষুধামান্দ্য। পিত্ত-বিকৃতি, জিহ্বার রঙ সাদা বা কটা। চর্ব্বিযুক্ত মাংস বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন জনিত অজীর্ণ, উদরাময়, মুখে জল উঠে ও বমি হয়। পেটব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা। সময় সময় জমাট শ্লেষ্মা বা দুর্গন্ধ রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা-বমন। দুঃসাধ্য কোষ্ঠবদ্ধতা, মুখ তিক্ত; কামল রোগ বা ন্যাবা; অন্ত্রে শ্লেষ্মা-সঞ্চয় জনিত বা ঠাণ্ডা লাগিয়া কামল রোগ, ফ্যাকাসে মল। যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয় না, উদরের ডানদিকে বেদনা, সান্নিপাতিক জ্বর বা টাইফয়েড জ্বরসহ উদরাময়। ছোট ছোট সূত্র-ক্রিমি। রক্তস্রাব, অর্শ, রক্তামাশয়, অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ, উপাঙ্গ-প্রদাহ।

**মূত্রযন্ত্র।**—মূত্রাশয় ( ব্লাডার ) ও মূত্রপিণ্ড ( কিড্‌নি )-প্রদাহ। মূত্র ঘোলাটে ও মূত্রে ইউরিক-অ্যাসিড বর্ত্তমান।

**পুংজননেন্দ্রিয়।**—প্রমেহ; প্রমেহস্রাব অবরোধ জনিত অণ্ডকোষ-প্রদাহ। উপদংশ—কোমল বা কঠিন এবং তৎসহ বাগী।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—অনিয়মিত ঋতু, কখনও অতি শীঘ্র কখনও বা অতি বিলম্বে মাসিক ঋতুস্রাব। **রক্ত কাল,** আল্‌কাতরার মত চাপ চাপ। অবরুদ্ধ বা ব্যাহত ঋতু। প্রদর, স্রাব সাদা। জরায়ু ও যোনিমুখে ঘা, উহা হইতে সাদা ঘন রসাদি স্রাব, ঐ স্রাব ক্ষতকর নহে; জরায়ুতে রক্তসঞ্চয় ও জরায়ুর বিবৃদ্ধি। গর্ভাবস্থায় প্রাতর্বমন অর্থাৎ সকালবেলা গা-বমি-বমি ও সাদা শ্লেষ্মাবৎ বমন। প্রসবান্তিক জ্বর। স্তন-প্রদাহ ও স্তন-গ্রন্থিতে ব্যথা।

**শ্বাসযন্ত্র।**—হাঁপানি, সাদা শক্ত জমাট শ্লেষ্মা, উহা কাসিয়া কাসিয়া তুলিতে হয়; হাঁপানি ও অজীর্ণ। ঠাণ্ডা লাগিয়া **স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ।** বায়ুনলীভুজ প্রদাহ ( ব্রঙ্কাইটিস ) ও যক্ষ্মাকাসি, শ্লেষ্মা ঘন ও সাদা। উচ্চ আক্ষেপিক কাসি, শ্লেষ্মা সাদা ও ঘন; জিহ্বা শ্বেত-লেপাবৃত; শক্ত শ্লেষ্মা, সহজে তোলা যায় না; কাসিতে কাসিতে শিশু নিজের গলা চাপিয়া ধরে। হাঁপানি, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, হুপ্‌-কাসি প্রভৃতি যে কোনও কারণেই কাসি হউক, শ্লেষ্মা ঘন, চট্‌চটে, শক্ত ও সাদা হইলে "কেলি-মিউর সমধিক উপযোগী।

**রক্তসঞ্চালন যন্ত্র।**—হৃদ্‌বেষ্ট-প্রদাহ; রক্তবহানলী মধ্যে জমাট রক্ত বা অন্য কোন পদার্থ অবরুদ্ধ হইয়া রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত। হৃদ্‌বৃদ্ধি, বর্দ্ধিত হৃদ্‌পিণ্ডে অতিরিক্ত রক্ত-সঞ্চালন হেতু বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—গ্রীবাগ্রন্থি স্ফীত, পৃষ্ঠদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালনবৎ যন্ত্রণা।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি**।—বাত-জ্বর, সন্ধিস্থল স্ফীত। গাঁটে গাঁটে বাতবেদনা নড়িলে-চড়িলে বৃদ্ধি এবং জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত গাঁটের বাতে "কেলি-মিউর" প্রয়োগে প্রায়ই ব্যর্থ হইতে হয় না। রাত্রিকালে বিছানার গরমে বাতবেদনার বৃদ্ধি, বেদনা এত বাড়ে যে বিছানা হইতে উঠিয়া বসিতে হয়। গা-হাত-পা ফাটা।

**নিদ্রা**।—লঘু নিদ্রা বা পাতলা ঘুম, সামান্য একটু শব্দ হইলেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সুনিদ্রা হয় না। বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করে। ভাল ঘুম হয় না, ঝিমাইতে থাকে।

**ত্বক**।—ফোড়া, ব্রণ, দূষিত স্ফোটক প্রভৃতি উদ্ভেদের প্রথম অবস্থায় "ফেরাম-ফস" প্রভৃতি লাক্ষণিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ব্যর্থ হইলে, "কেলি-মিউর" প্রয়োগে পুঁজসঞ্চয়ের পূর্ব্বেই ফোলা কমিয়া ফোড়া আরোগ্যপথে আনীত হয়। বয়োব্রণ, কাউর, ফুস্কুড়ি, ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগের ইহা একটি ভাল ঔষধ। টিকার কুফল জনিত যে কোনও প্রকার চর্ম্মরোগ, মেছেতা, পোড়া-ঘা, বসন্ত, বিসর্প প্রভৃতি ইহাদ্বারা আরোগ্য হয়। বসন্তের সূচনায় "কেলি-মিউর" প্রয়োগে পুঁজসঞ্চার নিবারিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে রোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

**জ্বর**।—সর্দ্দি-জ্বর, খুব শীত, শীতে সর্ব্বশরীর যেন জড়ীভূত হইয়া পড়ে, শীত নিবারণ জন্য আগুন পোয়ানর আগ্রহ এবং ইহাতে বেশ উপকার দর্শে; বিছানায় চাপাচুপি দিয়া থাকিলে আরাম পায়। পাকাশয়িক গোলযোগ জনিত জ্বর ও সান্নিপাতিক জ্বরের দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা বেশ কাজ করে। প্রসবান্তিক জ্বরে ও বাতজ্বরে ইহা অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জ্বরের অবস্থা বিশেষে ইহা বেশ ফলপ্রদ।

**হ্রাস-বৃদ্ধি**।—গুরুপাক অন্ন-ব্যঞ্জনাদি, পায়স, পিষ্টক ও চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য খাইলে পাকাশয়িক লক্ষণাদির বৃদ্ধি; নড়িলে-চড়িলে বাতবেদনার বৃদ্ধি।

**প্রয়োগ** ।—সাধারণতঃ ৩x, ৬x, ১২x ; উচ্চশক্তি বিশেষ কার্য্যকরী, ইহাই অনেকের অভিমত। ডিফ্থিরিয়া, পোড়া-ঘা, স্ফোটক, দূষিত ব্রণ প্রভৃতিতে ইহার বাহ্যপ্রয়োগ প্রচলিত আছে।

# কেলি-ফস্ফোরিকাম

( Kali Phosphoricum : Kali Phos : K. P. )

**নামান্তর** ।—পটাসিয়াম-ফস্ফেট।

**সাধারণ নাম** ।—ফস্ফেট-অভ-পটাস।

**প্রস্তুতি** ।—ফস্ফোরিক-অ্যাসিড সহ পটাস-হাইড্রেট বা কার্ব্বোনেট সংমিশ্রণপূর্ব্বক প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত হয়। ঔষধার্থ ৬x পর্য্যন্ত বিচূর্ণ ও তদূর্দ্ধ ক্রম বিচূর্ণ ও অরিষ্ট উভয় আকারেই প্রস্তুত হয়।

**রোগে প্রয়োগ** ।—রক্তস্বল্পতা, একাঙ্গীন বা সর্ব্বাঙ্গীন শীর্ণতা, পক্ষাঘাত, রক্তস্রাব, দূষিত ক্ষত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যে কোনও প্রকার ক্ষয়কর ব্যাধি, মস্তিষ্ক-বিকৃতি, গর্ভাবস্থার পীড়া প্রভৃতি।

**উপযোগিতা** ।—**ইহা স্নায়ু-বিধানের নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার মহৌষধ**। দারুণ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ; রক্ত-মাংসের ক্রমশঃ ক্ষয়, ওলাউঠা প্রভৃতি দ্রুত জীবনীশক্তি হরণকারী রোগে চিকিৎসক ও রোগীর ইহা পরম সহায়। মৃগী, মূর্চ্ছাবায়ু, উন্মত্ততা প্রভৃতি স্নায়বিক ও মানসিক বিকারজনিত রোগে ইহা প্রয়োগে অবসাদ ও উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া শারীর-বিধানের সমতা আনয়ন করে। প্রসূতিদিগের প্রসব-কষ্ট ও প্রসবে বিলম্ব, প্রসবান্তিক বুদ্ধিবৈকল্য, প্রসবান্তিক জ্বর, দুর্গন্ধ ক্লেদস্রাব প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহার করিয়া প্রায়ই ব্যর্থ হইতে হয় না। ছেলেদের “পুঁয়ে-পাওয়া বা শীর্ণতা রোগের ইহা একটি উপযোগী ঔষধ। **রক্ত, পুঁজ, মল, মূত্র প্রভৃতি যে কোনও স্রাব সহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা লক্ষণে “কেলি-ফস” সমধিক উপযোগী।**

**মন।—বিনা কারণে সর্ব্বদাই ভয়, ভয়,** 'কেন ভয়, কিসের ভয়' **কিছুই জানে** না, তবু ভয়। দুর্ভাবনা, মনে করে তাহার বিপদ আসন্ন; মনে করে, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন; আর্থিক ও বৈষয়িক সর্ব্ববিষয়েই মন্দ দিকটাই দেখে। সর্ব্বদাই মুহ্যমান ও বিষাদ ভাবাপন্ন। বেশী খাটিলে মাথা ঘোরে। **উৎসাহহীন, দারুণ অবসাদ, অত্যন্ত খিট্‌খিটে, সহজেই রাগিয়া উঠে, বড়ই অধৈর্য্য, বড়ই চঞ্চল।** স্মৃতিলোপ, লিখিতে পড়িতে ভুল করে, লিখিতে বর্ণচ্যুতি ঘটে, বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে বলিতে বা লিখিতে পারে না, **এক কথা বলিতে আর এক কথা আনিয়া ফেলে**—সব যেন উলট-পালট হইয়া যায়। কোনও প্রকার গোলমাল সহিতে পারে না। জড় ভাবাপন্ন ও উদ্যমহীন; সহজসাধ্য কার্য্যও বিশেষ গুরু শ্রমসাধ্য মনে করে। ভয় বা শোকজনিত রোগ। চিত্ত-বিভ্রম—মনে করে, যেন সে সাপ, বাঘ, শত্রু, মিত্র কত কি দেখিতেছে, যেন সুললিত গীতধ্বনি বা বজ্রনির্ঘোষবৎ ভয়াবহ শ্রুতিবিলোপকারী নানাপ্রকার শব্দ শুনিতে পাইতেছে, কখনও যেন নানাপ্রকার ফুলের গন্ধ পাইতেছে, কখনও বা বীভৎস মলগন্ধ বা পর্য্যুষিত শবগন্ধের আঘ্রাণ পাইতেছে। হঠাৎ হর্ষ বা বিষাদজনিত মূর্চ্ছাবায়ু—কখনও হাসে কখনও কাঁদে। **উন্মত্ততা,** প্রসবান্তিক মস্তিষ্ক-বিকৃতি, ব্যাধি-কল্পনা, বিষাদ প্রভৃতি মানসিক রোগ। **স্বপ্ন-বিচরণ, নিদ্রাবস্থায় কথা কয়, সহজেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।** রাত্রিকালে খুব ভয়। **শিশু ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে, কাঁদে, চঞ্চল, খিট্‌খিটে, সহজেই রাগিয়া উঠে, সহজেই ভয় পায়, একটুতেই চমকাইয়া উঠে। লাজুক—অপরিচিত লোকের কাছে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করে।** চোরের ভয়, সহজেই চমকাইয়া উঠে।

**মস্তক।**—মাথাব্যথা, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মাথাব্যথা; শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যক্তিগণের মাথাব্যথা; স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যজনিত মাথাব্যথা; ঋতুকালীন

মাথাব্যথা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মাথাব্যথা ইহা সেবনে প্রশমিত হয়। এই সমস্ত মাথাব্যথার মধ্যে কোনও কোনটিতে ঈষৎ মস্তক সঞ্চালনে বা ধীরে ধীরে ঘুরিলে ফিরিলে বা নড়িলে চড়িলে কতকটা আরাম বোধ হয়, কোনটি বা আহার আরম্ভে উপশম হয়, কোনটিতে ক্ষুধা বোধ, কোনটিতে পেটে খালি খালি বোধ ও তৎসহ দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে। বিছানা হইতে উঠিয়া বসিলে, কতক্ষণ বসিয়া থাকার পর উঠিয়া দাঁড়াইলে অথবা উপরদিকে তাকাইলে মাথাঘোরে। দুর্ব্বলতা জন্যই সাধারণতঃ এই প্রকার শিরোঘূর্ণন ঘটিয়া থাকে। মাথা চুলকায়। মাথা আওরায়, যেন কেহ চুল টানার জন্য এইরূপ আওরাইতেছে। বাম কর্ণমূলে অত্যন্ত বেদনা, নড়িলে-চড়িলে এবং ফাঁকা জায়গায় বেদনার বৃদ্ধি।

**চক্ষু**।—চোখের পাতা ঝুলিয়া পড়ে। মনে হয় চোখে যেন কি পড়িয়াছে। অক্ষিগোলকে ও চোখের পাতায় ব্যথা বোধ, চোখ জ্বালা করে—যেন ধোঁয়া লাগিয়াছে। ডিফথিরিয়ার পর চোখের নানাপ্রকার রোগ—ক্ষীণদৃষ্টি, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একদৃষ্টে একদিকে অবলোকন, নিকটের জিনিষ অস্পষ্ট দর্শন, ঝাপ্‌সা দৃষ্টি প্রভৃতি। চোখের পাতা নাচে; চোখের সামনে কাল কাল বিন্দু দর্শন।

**কর্ণ**।—কানের ভিতর ঘা, উহা হইতে চট্‌চটে দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব। কর্ণনাদ, কানে গুন্‌গুন্ টুন্‌টুন্ প্রভৃতি নানাপ্রকার শব্দ। কোনও প্রকার গোলমাল অসহ্য। বধিরতা—কানে ভাল শুনিতে পায় না।

**নাসিকা**।—জীর্ণশীর্ণ লোকদের নাক দিয়া রক্তস্রাব। পীন্‌স, দুর্গন্ধ স্রাব। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই হাঁচি; নাক ঝাড়িলে ঘন শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

**মুখমণ্ডল**।—মুখ চোপ্‌সান, চোখ কোটরাগত; মুখ ও কপাল কখনও লাল ও গরম, আবার তখনও বা হরিদ্রাভ ও ম্লান। মুখের ডানদিকে ঝিনঝিনে বাতের মত ব্যথা। দাঁতের উপরপাটী হইতে বাম কর্ণদেশব্যাপী স্নায়ু-শূলবৎ বিদ্ধকারী বেদনা, ঠাণ্ডা জল প্রভৃতিতে

উপশম। চোয়ালের হাড়ে ব্যথা, কিছু চিবাইয়া খাইলে, কথা কহিলে, হাত বুলাইলে উপশম। বেশী জল ঘাঁটিয়া মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত, মুখ কতকটা বিকৃত। মুখমণ্ডলের লোমাবৃত স্থানে চুলকানি; মুখমণ্ডলে ফুস্কুড়ি ও মেছেতা।

**মুখমধ্য**।—মুখে ঘা, মুখে দুর্গন্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাসেও দুর্গন্ধ। প্রচুর চট্‌চটে লোণতা লালাস্রাব। মাঢ়ী নরম ও সঙ্কুচিত। ঠোঁটে জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি।

**জিহ্বা**।—জিভ খুব শুষ্ক, মনে হয় জিভ যেন টাক্‌রায় লাগিয়া যাইবে। জিভ সাদা বা কতকটা কটাবর্ণ। জিভের দুই ধার লাল ও তাহাতে ব্যথা।

**দন্ত**।—দাঁতের গোড়া হইতে সহজেই রক্তস্রাব; মাঢ়ীতে লাল রেখার মত দাগ। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে ভয়ানক ব্যথা। পর্য্যায়ক্রমে দন্তশূল ও শিরঃশূল। দাঁত কিড়মিড় করে। দাঁতের ব্যথা জনিত ধীরে ধীরে অস্পষ্টভাবে কথা কহিতে বাধ্য হয়।

**গলমধ্য**।—গলার ভিতর শুষ্ক, কেবলই ঢোক গিলিতে ইচ্ছা। স্বরভঙ্গ এবং স্বরলোপ। গলা দিয়া লোণতা শ্লেষ্মা নিঃসরণ। টনসিল দুইটি বড় ও বেদনাযুক্ত, তাহার উপর ডিফ্‌থিরিয়ার পর্দ্দা মত একপ্রকার পর্দ্দার উৎপত্তি। ঘুংড়িকাসির পরিণাম অবস্থা, তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। ডিফ্‌থিরিয়ার পর দৃষ্টিক্ষীণতা, কথা কহিতে নাকী-স্বর ও শরীরের যে কোনও অংশের পক্ষাঘাতে "কেলি-ফস" মহৌষধ।

**পরিপাক-যন্ত্র**।—পাকস্থলীতে ক্ষত ও পাকাশয়-প্রদাহ। অজীর্ণতা সহ অত্যন্ত অবসাদ। খাইবার একটু পরেই অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ। ভয় বা অত্যন্ত উত্তেজনার পর পাকাশয়-শূল বা পেটে দারুণ বেদনা। অত্যন্ত পিপাসা, গা-বমি-বমি ও বমন; অম্ল, কটু বা তিক্ত পদার্থ বমি হয়, বমির রঙ সময় সময় গাঢ় সবুজ বা নীল। ঢেঁকুরও অম্ল বা তিক্ত মনে হয়। কুক্ষিদেশে সর্ব্বদাই যেন ব্যথা বোধ। পেট খালি-খালি

বোধ ও পেট কামড়ানি, **কিছু খাইলেই সাময়িক উপশম।** কুক্ষিপ্রদেশে শূলবৎ বেদনা, পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ, সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া থাকিলে কতকটা উপশম। প্লীহার ব্যথা, উদরে বায়ু-সঞ্চয়, তজ্জন্য বক্ষঃদেশে যন্ত্রণা অনুভব। উদর স্ফীত, জিভ শুষ্ক। টাইফয়েড জ্বরে পেটফাঁপা, দুর্গন্ধ মল প্রভৃতি লক্ষণে "কেলি-ফস্" উপযোগী। উদরাময়, জলবৎ তরল মল, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ( দুর্ব্বলতা জনিত এই প্রকার উদরাময়ে ইহা মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে )। অত্যন্ত দুর্গন্ধ তরল মল, সময় সময় ইহা রক্তমিশ্রিত। মলত্যাগের পর পেটব্যথা। ওলাউঠা, বিশেষতঃ শিশুগণের ওলাউঠায় ইহা একটি সমধিক ফলপ্রদ ঔষধ। কোষ্ঠবদ্ধতা, অর্শ, গুহ্যদ্বারে জ্বালা, গুহ্যদ্বার-ভ্রংশ প্রভৃতি রোগে ইহার অন্যান্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা ফলপ্রদ।

**মূত্রযন্ত্র।**—মূত্রগ্রন্থি প্রদাহান্বিত, মূত্র পরিমাণে অল্প, পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ, মূত্রে অণ্ডলাল ( অ্যাল্‌বুমেন ), শরীর শক্ত, শরীরের রক্ত কমিয়া যায়, চোখ-হাত-পা প্রভৃতি ফোলে, তৎসহ সামান্য জ্বর ও উদরাময় থাকিতে পারে। বয়স্ক ছেলেদের শয্যামূত্র। মূত্রাশয় অসাড়, মূত্রবেগ হইলে সামলাইতে পারে না, অসাড়ে মূত্রত্যাগ হইয়া যায়। পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ ও প্রচুর মূত্রত্যাগ, মূত্রত্যাগের পর জ্বালা। প্রমেহসহ রক্তমূত্র। বহুমূত্র, রাক্ষুসে ক্ষুধা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

**পুংজননেন্দ্রিয়।**—ধ্বজভঙ্গ, লিঙ্গোদ্রেক ব্যতীত বীর্য্যস্খলন। আসঙ্গলিপ্সা লুপ্তপ্রায়। সঙ্গমের পরই অত্যন্ত অবসাদ। পচনশীল উপদংশ ক্ষত। প্রবল সঙ্গমেচ্ছা, সকালে কষ্টকর লিঙ্গোচ্ছ্বাস।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—অনিয়মিত ঋতু; পরিমাণে কম, কাল্‌চে ও দুর্গন্ধযুক্ত। নির্দ্দিষ্টকালের পূর্ব্বেই প্রচুর রজঃস্রাব। স্বল্পরজঃ, স্ফূর্ত্তিহীনতা, আলস্য, সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা; ঋতুকালে শিরঃপীড়া; জরায়ুপ্রদেশে ব্যথা,

ডিম্বকোষে ব্যথা। ঋতুর পর অত্যন্ত সঙ্গমলিপ্সা; ঋতুশূল; প্রদরস্রাব হল্‌দে, জ্বালাকর ও ক্ষতকর। মূর্চ্ছাবায়ু, মনে করে যেন গলায় একটি গোলা উঠিতেছে। আসন্ন গর্ভপাতের আশঙ্কা। প্রসবান্তিক উন্মাদভাব ও জ্বর। অপ্রকৃত প্রসববেদনা; প্রসববেদনা মৃদু, সবিরাম এবং ক্লান্তি ও অবসাদজনক। পূর্ণগর্ভা স্ত্রীলোককে প্রসবের দুই-এক মাস পূর্ব্ব হইতে মাঝে মাঝে "কেলি-ফস্‌" ৬x সেবন করাইলে সুপ্রসব হইয়া থাকে। স্তন-প্রদাহ, স্তনে পুঁজ।

**শ্বাসযন্ত্র**।—স্বরলোপ। জোরে কথা কওয়া, গান গাওয়া, বক্তৃতা দেওয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করা, প্রভৃতি কারণে স্বরভঙ্গ ও হাঁপানি; সামান্য কিছু খাইলেই হাঁপানির বৃদ্ধি। হাঁপানিতে কেলি-ফস্‌ ৩x পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় অবস্থানুসারে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। বক্ষে ও শ্বাসনলীতে ব্যথা। গলা কুট্‌কুট্‌ করে ও কাসি হয়; গয়ার ঘন, কতকটা হল্‌দে, নোন্‌তা, কখন কখনও দুর্গন্ধযুক্ত। হুপিং-কাসি ও ঘুংড়ির পরিণত অবস্থায় ইহা একটি বিশেষ উপযোগী ঔষধ। প্রবল কাসি, কাসিতে কাসিতে যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম, প্রচুর পরিমাণে ফেনা ফেনা শ্লেষ্মা নিঃসরণ। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে বা লঘু শ্রমে ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস।

**রক্তসঞ্চালন-যন্ত্র**।—হৃদ্‌ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা, হৃদ্‌যন্ত্রের গতি বা স্পন্দন অনিয়মিত; নাড়ীর গতিও অনিয়মিত এবং সবিরাম। হঠাৎ ভাবোচ্ছ্বাস, শোক, দুঃখ, ক্রোধ প্রভৃতি জনিত মানসিক চাঞ্চল্য বা অবসাদ, সোপান আরোহণ বা শ্রমসাধ্য কার্য্যজনিত বুক ধড়ফড়ানিতে, কেলি-ফস্‌ প্রয়োগে প্রায়ই ব্যর্থ হইতে হয় না। রক্তস্বল্পতা সহ বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে ইহা ব্যবহারে রক্ত নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ-উপাদান সমৃদ্ধ এবং উহার সঞ্চলনক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ**।—মেরুদণ্ড দুর্ব্বল, স্বাভাবিক ভাবে চলিতে পারে না। আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে। দুই স্কন্ধ-ফলকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা। পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি**।—কতক্ষণ বিশ্রামের পর দেহ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা বাতগ্রস্ত মনে হয়, সর্ব্বাঙ্গ শক্ত হইয়া পড়ে, ধীরে ধীরে নড়াচড়া করিলে ক্রমে অঙ্গ সহজ অবস্থায় আসে। আঙ্গুলের মুড়ি বা অগ্রভাগ অসাড়; রাত্রিকালে পদদ্বয়ে চুলকানি ও অসাড় বোধ। তরুণ ও পুরাতন বাত, একটু নড়িলে-চড়িলে উপশম। কেলি-ফসের সকল বেদনাই মৃদু সঞ্চালনে বা আস্তে আস্তে নড়িলে-চড়িলে উপশম হইয়া থাকে। ক্ষণেক বসিয়া থাকার পর উঠিয়া দাঁড়াইলে ব্যথার বৃদ্ধি। পা-জ্বালা, পায়ের তলা অসাড়, হাত-পায়ের তলা চুলকায়।

**নিদ্রা**।—ভাবনা-চিন্তা ও উত্তেজনা হেতু ঘুম হয় না। স্বপ্ন-বিচরণ, ছেলেরা ঘুমের ঘোরে চলিয়া বেড়ায়। হাই তুলে, গা-ভাঙ্গে, দুর্ব্বলতা ও পেট খালি খালি বোধ। চোর-ডাকাত, ভূত-প্রেত, আগুন, পতন, সঙ্গম প্রভৃতির স্বপ্ন। ছেলেরা রাত্রিকালে ভয় পায়; ভয় পাইয়া চীৎকার করিতে করিতে জাগিয়া উঠে। সকালে বিছানা হইতে উঠিতে ইচ্ছা হয় না।

**জ্বর**।—সান্নিপাতিক বিকার জ্বর ( টাইফয়েড ), তৎসহ পাকাশয়িক গোলযোগ, গা খুব গরম, কটা বা ধূসরবর্ণ শুষ্ক জিহ্বা; গায়ে-মুখে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি, অনিদ্রা, মোহাচ্ছন্ন ভাব, বিকার দুর্গন্ধযুক্ত মল, প্রভৃতি দুর্লক্ষণে কেলি-ফস মহৌষধ। বলিতে গেলে, টাইফয়েড জ্বরে কেলি-ফস প্রধান ঔষধ, ইহা ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রেই আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। সবিরাম জ্বর, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, দৌর্ব্বল্যজনক প্রচুর ঘর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জ্বরেও দুর্গন্ধ মল, দুর্গন্ধ প্রচুর ঘর্ম্ম, মোহ প্রভৃতি অশুভ লক্ষণাদি প্রকাশ পাইলে, কেলি-ফস প্রয়োগে বেশ উপকার দর্শে।

**চর্ম্ম**।—গাত্রচর্ম্ম লোল, শিথিল, কুঞ্চিত ও শুষ্ক। কাউর, আঙ্গুল-হাড়া, স্ফোটক, দুষ্টব্রণ, প্রভৃতি হইতে দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ লক্ষণে কেলি-ফস সেবনে উপকার দর্শে। গা চুলকায়, মনে হয় যেন শরীরে কি চলিয়া বেড়াইতেছে, হাত বুলাইলে বা আস্তে আস্তে চুলকাইলে আরাম বোধ। জোরে চুলকাইলে হাজিয়া যায়। বসন্ত, পচনশীল অবস্থা। শীতকালে হাত-পা ইত্যাদি ফাটা।

**হ্রাস-বৃদ্ধি**।—ঠাণ্ডা বাতাসে সকল যন্ত্রণার বৃদ্ধি; অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর উঠিয়া দাঁড়াইলে, উচ্চ শব্দে, একাকী থাকিলে ও পরিশ্রমে বৃদ্ধি; অনেক সময় বিশ্রামের পরও বাড়ে। সাধারণতঃ যন্ত্রণা ও চুলকানি রাত্রি ২টা হইতে ভোর ৫টার মধ্যে বাড়ে। আস্তে আস্তে নড়িলে-চড়িলে, ধীরে ধীরে চলিয়া বেড়াইলে, কাছে লোকজন থাকিলে এবং মন কার্য্যরত ও প্রফুল্ল থাকিলে যন্ত্রণাদির উপশম।

**প্রয়োগ**।—হাঁপানিতে ৩x বা নিম্নতর ক্রম কার্য্যকরী; উচ্চতর ক্রম ব্যবহারেও সকল ক্ষেত্রেই বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

# কেলি-সাল্‌ফিউরিকাম্

( Kali Sulphuricum : Kali Sulph. : K. S. )

**নামান্তর**।—পটাসিয়াম-সাল্‌ফেট, সাল্‌ফেট-অভ্‌-পটাস।

**প্রস্তুতি**।—৬x পর্য্যন্ত বিচূর্ণ, তদূর্দ্ধ ক্রম দুই আকারেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাল্‌ফেট-অভ্‌-পটাস জলে গলে, অ্যালকোহলে গলে না।

**রোগে প্রয়োগ**—খোস, হাম, বসন্ত, উপদংশ, পোড়া-ঘা, ছানি, কানপাকা, সর্দ্দি, পূতিনস্য, উদরশূল, কামলা, প্রদর, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, বাত, কাউর-ঘা প্রভৃতি।

**উপযোগিতা।—শ্লেষ্মাবৎ হরিদ্রাভ স্রাব ইহার বৈশিষ্ট্য ও নির্দ্দেশক।** ফোড়া হইতে হরিদ্রাবর্ণের পুঁজস্রাব। হাম, বসন্ত, খোস, পাঁচড়া, কাউর প্রভৃতি উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া যে কোনও প্রকার জটিল রোগ হইলে কেলি-সাল্‌ফ বিশেষ উপযোগী। যে কোনও প্রকার রোগই হউক না কেন, যদি তৎসহ গা হইতে মরামাস উঠিতে থাকে, তাহা হইলে "কেলি-সাল্‌ফ" প্রয়োগে রোগারোগ্য সুনিশ্চিত **সন্ধ্যাকালে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি ও রাত্রিকালে গাত্রোত্তাপ বৃদ্ধি এবং সকালে শীতল বাতাসে সকল উপসর্গের উপশম ইহার নির্ণায়ক।**

**মন।**—সব সময়ই পড়িয়া যাইবার ভয়, রোগী মনে করে সে যেন পড়িয়া যাইবে।

**মস্তক।**—মাথাঘোরা ও মাথাব্যথা ; একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে বা উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথাঘোরা বাড়ে ; গরমে ও সন্ধ্যার সময়ই সাধারণতঃ মাথাব্যথার বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম। মরামাস, মাথার স্থানে স্থানে টাক্ পড়ে।

**চক্ষু।**—চোখের পাতায় হল্‌দে রংয়ের পিঁচুটি ; হল্‌দে বা সবজে হাজনশীল স্রাব। চক্ষুপ্রদাহ, ছোট ছেলেদের চোখউঠা ; ছানি, চোখে পুঁজ।

**কর্ণ।**—কানে পুঁজ ; কান হইতে জলের মত স্রাব অথবা হল্‌দে বা ঈষৎ সবুজবর্ণের গাঢ় বা তরল ও চট্‌চটে পুঁজস্রাব, কানে স্ূঁচফোটানোর ন্যায় ব্যথা, গরম ঘরে ব্যথা বাড়ে, কানে পুঁজ প্রভৃতির জন্য বধিরতা।

**নাসিকা।**—সর্দ্দি, নাক দিয়া জলের মত পাতলা সর্দ্দি নিঃসরণ কখনও বা হল্‌দে হড়্‌হড়ে শ্লেষ্মা বাহির হয়। নাক বন্ধ, এই অবস্থায়ও নাক দিয়া হল্‌দে শিক্‌নি গড়ায়। নূতন বা পুরাতন সকল প্রকার সর্দ্দিতেই স্রাব হল্‌দে বা হল্‌দে-সবুজবর্ণ। ঘ্রাণশক্তির লোপ, কোন

জিনিষের গন্ধ পায় না। নাকে ঘা, পচা গন্ধ। সন্ধ্যাকালে ও গরম ঘরে কষ্ট ও উপসর্গাদির বৃদ্ধি।

**মুখমণ্ডল**।—মুখমণ্ডলে ব্যথা, সন্ধ্যাকালে, গরমে ও ঘরের ভিতর ব্যথা বাড়ে, শীতল মুক্ত বাতাসে ব্যথা অনেকটা কম মনে হয়। মুখমণ্ডল ম্লান, আবার অনেক সময় উহা রক্তিমাভ মনে হয়।

**মুখমধ্য**।—নীচের ঠোঁট শুষ্ক, ঠোঁট হইতে ছাল উঠিতে থাকে, ঠোঁট ফোলে। মুখের ভিতর খুব গরম। ঠোঁট সাদাটে।

**জিহ্বা**।—কোন জিনিষেরই স্বাদ পায় না, সবই স্বাদহীন মনে হয়। জিহ্বা হল্‌দে ও হড়্‌হড়ে, আবার কখনও বা উহা সাদা।

**দন্ত**।—মাঢ়ীতে ব্যথা। দাঁতে ব্যথা, সন্ধ্যাকালে এবং গরমে ব্যথা বাড়ে এবং ঠাণ্ডায় ও মুক্ত বাতাসে কমে।

**পরিপাকযন্ত্র**।—উদরশূল, পাকস্থলীতে ব্যথা; উদরশূল বা অন্য যে কোনও প্রকার শূলবেদনা সাধারণতঃ "ম্যাগ্নেসিয়া-ফস" প্রয়োগে প্রশমিত হয়। ইহাতে উদর-শূল না কমিলে "কেলি-সাল্‌ফ" প্রয়োগে প্রায়ই বেশ কাজ হয়। পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জনিত জ্বর—জ্বর সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, সকালে হ্রাস। খুব পেট-জ্বালা, প্রবল পিপাসা, গা-বমি-বমি ও বমন। অজীর্ণ, মনে হয় যেন পেটে কোনও গুরুভার চাপান আছে; পেটে ব্যথা মুখে জলসঞ্চয়। তৃষ্ণাহীনতা, কোনও গরম জিনিষ খাইতে বা গরম পানীয় পান করিতে চাহে না, খাইলে বা পান করিলে যন্ত্রণা বাড়ে। কামলা; পাকস্থলীতে সর্দ্দি; জিব হল্‌দে। উদরাময়, মল হল্‌দে, হড়্‌হড়ে জলের মত পাতলা। কোষ্ঠবদ্ধতা, অর্শ। পেটে ব্যথা, সেই সঙ্গে উদরাময়। উদরে বায়ুসঞ্চয়, পেট ফাঁপা। টাইফয়েড জ্বর সহ উদরাময়। ওলাউঠার লক্ষণযুক্ত উদরাময়, মল পাতলা ও কাল এবং মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

**মূত্রযন্ত্র**।—কোনও কঠিন রোগের পর মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ।

**পুংজননেন্দ্রিয়**।—প্রমেহ ; নূতন ও পুরাতন এবং তৎসহ হল্‌দে বা সবুজাভ পিচ্ছিল মেহস্রাব। লিঙ্গমণি-প্রদাহ। অবরুদ্ধ প্রমেহজনিত অণ্ডকোষ-প্রদাহ। উপদংশ, রাত্রিকালে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়**।—হরিদ্রাভ, সবুজাভ, পিচ্ছিল বা জলবৎ প্রদরস্রাব। ঋতু অনিয়মিত, নিয়মিত সময়ে হয় না, স্বল্পরজঃ, দীর্ঘ সময় ব্যবধানে ঋতুস্রাব। পেট ভারী ও ভরিয়া আছে অনুভব, মাথায় যাতনা। দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তীকালে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

**শ্বাসযন্ত্র**।—ঘুংড়ি, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, হুপিং কাসি প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্রের সকল প্রকার রোগেই অবস্থা বিশেষে "কেলি-সাল্‌ফ" উপকারী। এই সকল রোগে শ্লেষ্মা বা গয়ার সাধারণতঃ হরিদ্রাবর্ণের বা হরিদ্রাভ ; ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগে গয়ার সবুজাভও হইতে পারে। "কেলি-সাল্‌ফ"-এর হাঁপানি গ্রীষ্মকালে বা গরমেই বাড়ে। নিউমোনিয়ায় বুকে ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ হয়, কিন্তু কাসিলে সর্দ্দি উঠে না ; কখন কখনও কাসিতে কাসিতে সর্দ্দি উঠিলেও উহা ফেলিতে পারে না, গিলিয়া ফেলে। স্বরভঙ্গ, কথা কহিতে কষ্ট। গরম ঘরে ও গরম বাতাসে শ্বাসকষ্ট ও শ্বাসরোধ ভাব। কেবল ঠাণ্ডা বাতাস চায়।

**রক্তসঞ্চালন যন্ত্র**।—নাড়ী দ্রুত ; সময় সময় নাড়ীর গতি বা ঘাত-প্রতিঘাত বেশ বুঝা যায় না।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ**।—ঘাড়ে ও পিঠে স্নায়ুশূলবৎ বা বাতের ন্যায় ব্যথা, সন্ধ্যায় ও গরমে এই ব্যথার উপশম।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি**।—গাঁটে গাঁটে অথবা শরীরের যে কোনও স্থানে বাতবেদনা বা স্নায়ুশূলবৎ বেদনা, এই বেদনা সঞ্চরণশীল, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া বেড়ায়। গরমে বেদনার বৃদ্ধি, ও ঠাণ্ডায় উপশম। হাত-পায়ে খালধরে। হাতে ফুস্কুড়ি প্রভৃতি উদ্ভেদ বাহির হয় এবং উহা হইতে ছাল উঠে। তাণ্ডব রোগ, যে কোন অঙ্গের কম্পন।

**নিদ্রা**।—সুস্পষ্ট স্বপ্ন, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা সব সত্য বলিয়া ম[illegible] হয়।

**ত্বক**।—গা জ্বালা করে, চুলকায়, গায়ে নানাপ্রকার উদ্ভেদ বা পীড়কা বাহির হয়, গা হইতে ছাল উঠে। কাউর, উহা হইতে জলের মত হল্‌দে বা সবুজ রস-পুঁজ নিঃসৃত হয়, কখন কখনও এই কাউর হঠাৎ বসিয়া যায়। **কোনও প্রকার উদ্ভেদ হঠাৎ বসিয়া গেলে "কেলি-সাল্‌ফ" প্রয়োগে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়**। হাম, কাউর প্রভৃতি রোগে চর্ম্ম খস্‌খসে ও শুষ্ক, নখগুলি বিকৃত, ভঙ্গুর ও বৃদ্ধিহীন। ক্ষত, উহা হইতে হল্‌দে পাতলা স্রাব নিঃসরণ। গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক, ঘাম হয় না। বসন্ত (ইহা ব্যবহারে শীঘ্র শীঘ্র ঘা সারে এবং মাম্‌ড়ীগুলি উঠিয়া গিয়া নূতন চর্ম্মের সৃষ্টি হয়)। হাত-পা ফাটা ও হাত-পায়ের তলা খস্‌খসে।

**জ্বর**।—সন্ধ্যা হইতে জ্বর বাড়িতে আরম্ভ করিয়া দুপুর রাত্রিতে উহা সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রীতে পৌঁছে, তারপর ক্রমশঃ কমিতে থাকে। সবিরাম-জ্বর, জিহ্বা হল্‌দে লেপাবৃত ও পিচ্ছিল। ঘাম না হইলে ঘন ঘন "কেলি-সাল্‌ফ" প্রয়োগসহ গরম কাপড়ে গা ঢাকিয়া রাখিলে ঘর্ম্ম নিঃসরণ সহ শরীর গরম হইয়া অন্যান্য উপসর্গ প্রশমিত হয়। রক্তদুষ্টি জনিত জ্বর, পরিপাক-যন্ত্রের বিকৃতিজনিত জ্বর, আন্ত্রিক জ্বর, সান্নিপাতিক বা টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি নানাবিধ জ্বরে অনেকস্থলেই "কেলি-সাল্‌ফ" বেশ উপযোগী। জ্বরে শীতল ঘর্ম্ম ও গা হইতে খোলস নির্ম্মোচন।

**হ্রাস-বৃদ্ধি**।—গরম ঘরে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; শীতল মুক্ত বাতাসে উপশম।

**প্রয়োগ**।—৬x, ১২x।

# ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্‌ফোরিকা

( Magnesia Phosphorica : Mag. Phos. : M. P. )

**নামান্তর**।—ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্‌ফোরিকাম ; ফসফেট-অভ্‌-ম্যাগ্নেসিয়া।

**প্রস্তুতি**।—ফস্‌ফেট-অভ্‌-সোডা ও সাল্‌ফেট-অভ্‌-ম্যাগ্নেসিয়া সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা জলে সহজে গলে না, জলে ফুটাইলে ইহা ফাটিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ৬x পর্য্যন্ত বিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া তারপর অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ইহার স্বাদ স্নিগ্ধ ও ঈষৎ মিষ্ট।

**উপযোগিতা**।—স্নায়ুবিধান ও পেশী ইহার ক্রিয়াক্ষেত্র। যন্ত্রণা হঠাৎ আরম্ভ হয়; যন্ত্রণা সাধারণতঃ আক্ষেপবৎ, মনে হয় যেন কেহ সূঁচ ফুটাইতেছে, যেন কেহ ছিদ্র করিতেছে। এই যন্ত্রণা বা বেদনা স্থান-পরিবর্ত্তনশীল, একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া বেড়ায়, চাপ দিলে বা টিপিলে এবং উত্তাপ প্রয়োগে বেদনার সাময়িক উপশম। ইহা আক্ষেপ নিবারক ; খালধরা, ধনুষ্টঙ্কার, মৃগী, সকম্প পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে যেখানেই আমরা আক্ষেপ দেখিতে পাই, সেখানেই ম্যাগ্‌-ফস্‌ প্রয়োগে প্রায়ই সুফল দর্শিয়া থাকে। জীর্ণ-শীর্ণ, কৃশ ও অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের পীড়ায় ইহা বেশ কাজ করে। **উষ্ণ জলে এই ঔষধটি সেবনীয়। "উত্তাপ প্রয়োগে উপশম"—ম্যাগ্নেসিয়া প্রয়োগের সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ**।

**মন**।—সব কথা বেশ মনে থাকে না, ভুলিয়া যায়, কোন বিষয় বেশ মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিতে পারে না, সব যেন গুলাইয়া যায় ; কোনও প্রকার মানসিক চিন্তা করিতে অনিচ্ছা। কারণে অকারণে ফুঁপাইয়া কাঁদে ও বিলাপ করে। বেদনার জন্য রোগী প্রায় সব সময়ই

দুঃখ করে। হিক্কা; আপন মনেই কথা কহিতে থাকে অথবা চুপ করিয়া বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকে। "ম্যাগ-ফস" রোগী জিনিষ-পত্র এলোমেলো করে বা স্থান হইতে স্থানান্তরে নাড়া-চাড়া করিতে ভালবাসে।

**মস্তক**।—মাথাব্যথা, উত্তাপ প্রয়োগে (সেক্ দিলে) সাময়িক উপশম। ছেলেদের মাথাব্যথা; মোহাচ্ছন্ন ভাব ও আক্ষেপ বা খেঁচুনির লক্ষণ; স্থান-পরিবর্ত্তনশীল মাথাব্যথা; সবিরাম মাথাব্যথা, মনে হয় কেহ যেন মাথায় খোঁচাইতেছে। স্নায়বিক মাথাব্যথা, মনে হয় চক্ষু সম্মুখে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সব ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মাথাব্যথা; বেদনা মস্তক পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত মস্তকে পরিব্যাপ্ত হয়, এই বেদনাসহ শীত বোধ ও বমনেচ্ছা। মরামাস; মাথায় ফুস্কুড়ি।

**চক্ষু**।—চক্ষুতারকা ছোট হইয়া যায় এবং তৎসহ দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়। আলোক অসহনীয়, আলোর দিকে চাহিলে কষ্ট হয়; একটি জিনিষ দু'টি মনে হয়। চোখের সম্মুখে নানাপ্রকার বর্ণ দর্শন; কখনও চোখের সম্মুখে ভাসমান অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আবার কখনও কাল কাল বিন্দুসকল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পায়। অক্ষিগোলক যেন ঈষৎ ঘুড়িতে থাকে, মিট্‌মিটে চাউনি; টেরা-চাউনি, বেশ সরল ও সহজভাবে চাহিতে পারে না। চোখের পাতা কুট্‌কুট্‌ করে ও ঝুলিয়া পড়ে। চোখে ব্যথা, ডান চোখেই বেশী, সেক্ প্রয়োগে উপশম। চোখ দিয়া জল পড়ে।

**কর্ণ**।—কর্ণশূল, উত্তাপ প্রয়োগে উপশম (**উত্তাপ প্রয়োগে উপশম** "ম্যাগ-ফস"-এর সিদ্ধিপ্রদ নির্দ্দেশক লক্ষণ)। ডান কানে ব্যথা, ঠাণ্ডা বাতাসে এবং ঠাণ্ডা জলে হাত-মুখ ধুইলে বৃদ্ধি (**ডান অঙ্গের পীড়াতেই "ম্যাগ-ফস্" সমধিক কার্য্যকরী**)। বধিরতা (কানের যে কোনও রোগে "ম্যাগ-ফস্" প্রয়োগে অনেকস্থলেই উপকার পাওয়া যায়)।

**নাসিকা ।**—মাথায় সর্দ্দি জমে ; পর্য্যায়ক্রমে নাক শুষ্ক ও রুদ্ধ এবং পরক্ষণেই প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব। নাকজ্বালা, সর্দ্দি নাই তবুও ভাল করিয়া কোনও জিনিষের গন্ধ পায় না, স্থলবিশেষে ঘ্রাণশক্তির সম্পূর্ণ লোপ।

**মুখমণ্ডল**।—চক্ষুর উপরিভাগ ও নিম্নভাগের স্নায়ুশূল ; সমস্ত মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, বিদ্যুৎস্পর্শবৎ যন্ত্রণা, সেক্ দিলে উপশম ; ঠাণ্ডা লাগিলে, ছুঁইলে, চাপ দিলে বা শুইলে যন্ত্রণা বাড়ে, ডানদিকে এবং বেলা দুইটার সময় সাধারণতঃ বেশী। দক্ষিণ চক্ষু-গহ্বরের নিম্নদেশ হইতে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া ক্রমে দন্তমূল এবং সমস্ত দক্ষিণ মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়। এই যন্ত্রণা, ছুঁইলে, হাঁ করিলে, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, ঠাণ্ডা জলে মুখ-হাত ধুইলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

**মুখমধ্য**।—দাঁত-কপাটী ( দাঁতের মাঢ়ীতে "ম্যাগ্-ফস্" ঘষিলে অনেক সময় বেশ উপকার হয়। ঔষধ গরম জলে মিশাইয়া প্রয়োগ করা বিধেয় )। ঠোঁটের কোণ ও ঠোঁট কাঁপে এবং আকুঞ্চিত হইতে থাকে। দাঁত চাপিয়া আস্তে আস্তে কথা বলে, বা কথা কহিবার সময় তোৎলাইতে থাকে। কথা কহিতে গেলে নীচের চোয়ালে ব্যথা অনুভব।

**জিহ্বা।—উদরাময়ে সাদা জিহ্বা** ইহার নির্দ্দেশক ; পেট ব্যথায় পরিষ্কার জিহ্বা লক্ষণে "ম্যাগ-ফস" উপযোগী। জিহ্বায় যেন ঘা হইয়াছে অনুভব, খাইতে কষ্ট।

**দন্ত**।—দাঁত উঠাকালীন শিশুদের নানাপ্রকার উপসর্গ, এমন কি তড়কা পর্য্যন্ত ম্যাগ্-ফস্ প্রয়োগে প্রশমিত হয়। দাঁত স্পর্শাসহ, ছুঁইলে ব্যথা লাগে, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে ব্যথা বাড়ে, ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুইতে পারে না। দাঁতে ব্যথা, তজ্জন্য মুখ, গলা, ঘাড় প্রভৃতির গ্রন্থি বা বীচি ও জিভ্ ফোলে।

**গলমধ্য**।—গলার ভিতর যেন ঘা হইয়াছে মনে হয় কোন কিছু গিলিতে গেলে খুব কষ্ট হয় ; তরল পদার্থ পান করিতে গেলেও গলায় লাগে ও শ্বাসরোধ হইয়া আসে।

**পরিপাক-যন্ত্র**।—অজীর্ণ, বুক-জ্বালা, উদরে বায়ু-সঞ্চয়, তজ্জন্য পেট ব্যথা, বমনেচ্ছা ও বমন। ঢেঁকুর ও দুর্নিবার হিক্কা, তৎসহ পেটে ব্যথা, সেক্ দিলে উপশম। অম্ল ও ঠাণ্ডা জল সহ্য হয় না, উহাতে ব্যথা বাড়ে। উদরশূল, সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া বসিলে বা **পেটে চাপ দিলে এবং উত্তাপ প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম**। মিষ্ট খাইবার প্রবল ঝোঁক। ছোট ছেলেদের পেটব্যথা। পেটব্যথা নাভিদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া পেটময় ছড়াইয়া পড়ে ; পেটব্যথাসহ উদরাময়, মল জলবৎ তরল। উদর বায়ুপূর্ণ, পেটে গড় গড়, কল কল শব্দ ; পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিয়া এদিক-ওদিক বেড়াইলে উপশম বোধ।

**মূত্রযন্ত্র**।—মূত্ররোধ, তজ্জন্য আক্ষেপ ; মূত্রস্থলী ও মূত্রমার্গ আক্ষেপ-যুক্ত, প্রস্রাব করিতে অসহ্য যাতনা ; মূত্রপাথরী ( নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-ফস ও ফেরাম-ফস্ পর্য্যায়ক্রমে প্রযোজ্য ) ; শিশু অনেকটা প্রস্রাব করে ; শয্যামূত্র ( বিছানায় মূত্রত্যাগ )। ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, দাঁড়াইয়া থাকিলে বা বেড়াইবার সময় বেশী। মূত্রনলীতে “ক্যাথিটার” প্রয়োগের মন্দ ফল। প্রমেহজনিক মূত্রকষ্ট।

**পুংজননেন্দ্রিয়**।—প্রবল সঙ্গমেচ্ছা এবং এই ইচ্ছা ক্রমেই বাড়িতে থাকে।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়**।—ঝিল্লী-বহুল বাধক, নিঃসৃত রক্তে সূক্ষ্ম ও পাতলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ঋতুশূল, স্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই শূলবৎ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, এই বেদনা মাঝে মাঝে একটু কম থাকে ; সেক্ দিলে বেশ আরাম বোধ হয়। যন্ত্রণা ডানদিকে বেশী। শীঘ্র শীঘ্র ঋতু হইতে থাকে, রক্ত কাল্‌চে ও

সূত্রবৎ, ডিম্বকোষ-প্রদাহ। স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ফুলিয়া উঠে। প্রসববেদনা, পেট যেন খেঁচিয়া আছে, পায়ে পর্য্যন্ত টান বোধ। এই ঔষধ ব্যবহারে সঙ্কুচিত জরায়ু প্রসারিত হয়, ফুল পড়িতে বিলম্ব হইলে উহা ত্বরান্বিত হয় এবং প্রসবান্তিক তড়কা নিবারিত হয়।

**শ্বাসযন্ত্র।**—হুপকাসি; রাত্রিকালে কাসিতে কাসিতে বুকে ও সর্ব্বাঙ্গে টান ধরে, বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারে না; উদরে বায়ুসঞ্চয়সহ হাঁপানি, উদ্গার উঠিতে থাকে, কাসিও খুব হয়, বুকে টান ধরে ও যন্ত্রণা হয়, কাসিতে কাসিতে উঠিয়া বসিতে হয়; এরূপ অবস্থায় গরম জলসহ "ম্যাগ-ফস" অল্পক্ষণ পর পর ব্যবহারে সুফল দর্শে। অবিরাম শুষ্ক কাসি, আদৌ গয়ার উঠে না। বুকের ডানদিকে খোঁচামারা মত ব্যথা, এই ব্যথা পেটে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, হাঁপানি, উদরে বায়ুসঞ্চয় জনিত হাঁপানির বৃদ্ধি।

**রক্তসঞ্চালন-যন্ত্র।**—হৃৎশূল (ম্যাগ-ফস গরম জল সহ ব্যবহারে যন্ত্রণার উপশম হয়)। স্নায়বিক কারণে বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—ঘাড়ে ও পিঠের নীচের দিকে ব্যথা; শিরদাঁড়ায় ব্যথা, ছুঁইলেও লাগে। স্থানপরিবর্ত্তনশীল তীব্র ব্যথা।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।**—গৃধ্রসী বা কটি-স্নায়ুশূল (sciatica), অসহনীয় যাতনা, যেন সব টানিয়া রাখিয়াছে। পায়ের ডিমে খাল ধরে। সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে, দেহ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সন্ধিতে সন্ধিতে বাত-বেদনা; হাঁটু, হাত, পায়ের গাঁট প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ব্যথা। যাহাদের আঙ্গুলের কাজ করিতে হয় (যথা, কম্পোজিটর, কেরাণী, দর্জ্জি, হার্ম্মোনিয়াম-বাদক প্রভৃতি) তাহাদের হাতে খালধরায় ইহা খুব ভাল ঔষধ। ধনুষ্টঙ্কার, দাঁত-কপাটী, তাণ্ডব (chorea), স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য জনিত সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ, এমন কি উঠিয়া বসিতেও অক্ষম। সকল প্রকার ব্যথাই স্পর্শে বৃদ্ধি।

**নিদ্রা।**—নিদ্রালু, ঝিমাইতে থাকে। অনিদ্রা, যদিও বা ঘুম হয়, ভাল ঘুম হয় না, নানারকম স্বপ্ন দেখে এবং মাথা ও ঘাড়ের পেছনে খুব ব্যথা অনুভূত হয়।

**জ্বর।**—সবিরাম জ্বর, পায়ে খাল ধরে। খাইবার পর ও সন্ধ্যা ৭টার সময় শীত, এই শীত পিঠেই বেশী, শীতের জন্য কম্প, তারপরই মনে হয় যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। রাত্রি ৯।১০টার সময়ও খুব শীত বোধ। পিত্ত-জ্বর, খুব ঘাম হয়।

**ত্বক।**—হাঁটু, কনুই, পায়ের গাঁট ও অন্যান্য স্থানে আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ বা ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বা ছোট ছোট ফোঁড়া, ব্রণ ইত্যাদি। উদ্ভেদগুলি দেখিলে মনে হয় যেন মশা-মাছি বা অন্য কোন কীট-পতঙ্গ কামড়াইয়াছে। খোস-পাচড়া; কড়া প্রভৃতিতে জ্বালা ও হুল-ফোটান যাতনা।

**হ্রাস-বৃদ্ধি।**—ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা জলে ও ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি এবং দক্ষিণদিকেই রোগের তীব্রতা ইহার নির্দ্দেশক। ছুইলেই বেদনাদি সর্ব্বপ্রকার যাতনা বাড়ে।

গরম সেক্ প্রয়োগে, টিপিয়া দিলে, মর্দ্দনে এবং ঝুঁকিয়া বসিলে যন্ত্রণাদির উপশম।

**প্রয়োগ।**—সাধারণতঃ ৩x, ৬x ব্যবহার্য্য। অনেকে শূলবেদনায় ৩০x অল্প সময় ব্যবধানে প্রয়োগ করিতে বলেন। গরম জলসহ ঔষধ ব্যবহারে শীঘ্র উপকার দর্শে। নিম্নক্রমে আশানুরূপ ফল না পাইলে উচ্চক্রম প্রয়োগ করা বিধেয়।

# নেট্রাম-মিউরিয়েটিকাম

( Natrum Muriaticum : Nat. Mur. : N. M. )

**নামান্তর**।—সোডিয়াম-ক্লোরাইড, সোডি-ক্লোরাইডাম, ক্লোরাইড-অভ্-সোডিয়াম। নেট্রাম-ক্লোরেটাম-পিউরাম।

**সাধারণ নাম**।—লবণ।

**প্রস্তুতি**।—বিচূর্ণ ও অরিষ্ট। ইহা সুরাসারে দ্রব হয় না। জলে দ্রব হয়।

**রোগে প্রয়োগ**।—রক্তস্বল্পতা, শীর্ণতা, পুঁয়ে-পাওয়া, মুখে ঘা, গা-ফাটা, মূত্রপিণ্ডের রোগ ও তাম্রবর্ণ গাত্রত্বক, কোষ্ঠবদ্ধতা, শোথ, সবিরাম জ্বর ও জ্বর-ঠুঁটা, সর্দ্দি-কাসি, হুপ-কাসি, কুইনিন অপব্যবহার-জনিত রক্তস্বল্পতা, শীর্ণতা, ক্রমাগত রোগ ভোগ, শ্বেত-প্রদর, ইত্যাদি।

**উপযোগিতা**—**লবণ খাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা** ইহার একটি নির্ণায়ক লক্ষণ। যেখানেই বা যে কোনও রোগে আমরা এই বিশেষ অস্বাভাবিক লক্ষণটি দেখিতে পাই সেখানেই দু-এক মাত্রা "নেট্রাম" ৩০ দিতে যেন ভুলিয়া না যাই। সমুদ্রতীর বা অন্য কোনও লোণা জায়গায় বাস করা জনিত শরীর রোগজীর্ণ হইলে ইহা প্রয়োগে শরীর রোগমুক্ত হয় না ;—অনেক রোগীক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। রক্তস্বল্পতা এবং তজ্জন্য সর্ব্বাঙ্গীন বা স্থানিক শোথ, রক্ত জলবৎ তরল, দেহের রং ফ্যাকাসে বা ফ্যাকাসে-নীল প্রভৃতি লক্ষণে "নেট্রাম" চিকিৎসকের পথ-প্রদর্শক ও রোগীর পরম সহায়। কুইনিন অপব্যবহার জনিত আটকান জ্বর নেট্রাম সেবনে আরোগ্য হয় ; এই প্রকার জ্বর সাধারণতঃ সকালে ১০টা হইতে ১২টার মধ্যে শীত-কম্প ও অত্যন্ত পিপাসা সহ আক্রমণ করে ; **জ্বরজীর্ণ** রোগীর **জ্বর-ঠুঁটাতে** নেট্রাম অব্যর্থ। শিশুদের শীর্ণতা বা পুঁয়ে পাওয়া

রোগে ইহা খুব ভাল ঔষধ। রোগী খায়-দায় বেশ, কিন্তু দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে, গলা ও ঘাড়ই অধিক শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। "অ্যাডিসন রোগে" মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ ও উত্তাপ, চোখ-মুখ ও হাত-পা সামান্য স্ফীত, গাত্রচর্ম্ম তামাটে, প্রভৃতি লক্ষণে নেট্রাম একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঔষধ। মুখে ঘা ও **প্রচুর লালাস্রাবে** নেট্রাম বিশেষ ফলপ্রদ। জ্বর ও তৎসহ প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি প্রভৃতিতে নেট্রাম অনেক ক্ষেত্রেই অব্যর্থ। নেট্রাম-এর রোগীদের মধ্যে অনেকের মাথার ও জননেন্দ্রিয় প্রদেশের চুল উঠিয়া যাইতে দেখা যায়।

**মন**।—হতাশ, মনে করে তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। অত্যন্ত অবসাদ সহ ব্যাধিশঙ্কা, মনে করে যেন সে অসুস্থ, যেন সে কোনও না কোন রোগে ভুগিতেছে; অনেক সময় মনের এই প্রকার অবস্থা সহ কোষ্ঠবদ্ধতা বর্ত্তমান থাকে। উৎসাহহীন, বিষাদগ্রস্ত—কেহ সান্ত্বনা দিলে মনের অবস্থা আরও খারাপ হয়। প্রলাপ, প্রলাপসহ অঙ্গবিশেষের কম্পন। উত্তেজিত বা উল্লাসযুক্ত, নাচিবার ও গান গাহিবার প্রবল ইচ্ছা। মানসিক ক্লান্তি, কোনও প্রকার চিন্তা করিতে অক্ষম; কোন কিছু চিন্তা করিতে গেলেই মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

**মস্তক**।—মরামাস; চুল উঠিয়া যায়, চুলের গোড়ায় ফুস্কুড়ি, এইসব ফুস্কুড়ি ঘাড়ের কাছে বেশী; ফুস্কুড়িগুলি খুব কুট্‌কুট্‌ করে, উহা হইতে চট্‌চটে রস ঝরে। মাথাব্যথা, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধতা, বমনেচ্ছা ও বমন। আধকপালে মাথাব্যথা, যন্ত্রণায় রোগী হতচেতনবৎ হইয়া পড়ে এবং হাত-পা খেঁচিতে থাকে। মাথাব্যথায় রোগী মনে করে যেন কেহ তাহার মাথায় হাতুড়ির ঘা মারিতেছে। রোদে ঘুরিয়া মাথা ঘুরাইয়া পড়িলে বা সর্দ্দি-গর্ম্মি হইলে নেট্রাম-মিউর ফলপ্রদ ঔষধ।

**চক্ষু**।—চোখ দিয়া খুব জল পড়ে, চোখ লাল। চোখের পাতা স্ফীত এবং উহাতে ব্যথা; চোখে পিঁচুটি পড়ে; ঝাপ্‌সা দৃষ্টি; কোনও জিনিস

স্পষ্ট দেখিতে পায় না, দৃষ্টি-ক্ষীণতায় ইহা খুব ভাল ঔষধ। পড়িবার সময় মনে হয় যেন সব অক্ষর একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। আলোক সহ্য করিতে পারে না।

**কর্ণ।**—বধিরতা, কানের ভিতর ফোলা, তাই শুনিতে পায় না। কান দিয়া পুঁজ পড়ে। কিছু চিবাইলে কানের ভিতর কট্‌কট্‌ শব্দ হয়। কানের ভিতর জ্বালা করে, কুট্‌কুট্‌ করে স্‌ুঁচফোটানোর মত যাতনা অনুভব করে। কর্ণনাদ, কানের ভিতর গর্জ্জনবৎ শব্দ হইতেছে মনে হয়।

**নাসিকা।**—খুব হাঁচি হইতে থাকে ও সর্দ্দি হয়। নাক দিয়া জলের মত সর্দ্দি গড়ায়। সর্দ্দি জন্য নাকের উপর ছোট ছোট ফুস্কুড়ি উঠে এবং সেগুলি ফাটিয়া রস পড়ে। সর্দ্দি জনিত আঘ্রাণ শক্তি ও আস্বাদশক্তির লোপ, কোনও জিনিসের গন্ধ পায় না, খাইলে কোনও কিছুর স্বাদ পায় না। অনেক দিনের সর্দ্দি, গয়ার লোণা। কাসিলে, ঝুঁকিয়া বা মাথা হেঁট করিয়া বসিলে নাক দিয়া রক্ত পড়ে। একদিকের নাক যেন অসাড়।

**মুখমণ্ডল।**—ম্লান ফ্যাকাসে মুখমণ্ডল। মুখশূল, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধতা, জলের মত বমন। সময়ে সময়ে কুইনিন অপব্যবহার জন্য মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল ও প্রচুর লালাস্রাব। খাইবার সময় ঘাম। দাড়ি-গোঁপের চুল খসিয়া পড়িতে থাকে। কপালে ছোট ছোট পীড়কা।

**মুখমধ্য।**—মুখে ঘা, প্রচুর লালাস্রাব, মুখের চারিদিকে জলপূর্ণ ছোট ছোট ফুস্কুড়ি। জ্বরঠুঁটা, ঠোঁট ফাটা ফাটা, উহাতে খুব ব্যথা ও জ্বালা, ঠোঁটের কোণে ঘা, ঘা হইতে রস পড়ে, ঠোঁট ফোলা, আল্‌জিব বড় ও শিথিল।

**জিহ্বা।**—জিহ্বার দু'ধারে ফেনা ফেনা বিন্দু বিন্দু থুতুর বদ্‌বুদ্‌ ও মাঝখানে হড়্‌হড়ে লালার প্রলেপ; দেখিলে জিহ্বা পরিষ্কার মনে

হয়। জিহ্বার ডগায় ছোট ছোট ফোস্কার মত ফুস্কুড়ি, রোগী মনে করে তাহার **জিবে যেন একগাছি চুল পড়িয়া আছে**। খাইলে কোনও জিনিসের স্বাদ পায় না। জিহ্বা অসাড় ও শক্ত মনে হয়। যে সমস্ত শিশু যথাসময়ে কথা কহিতে শিখিতেছে না "নেট্রাম" তাহাদের পরম সহায়।

**দন্ত**।—মাঢ়ীতে ঘা, দাঁতের গোড়া হইতে একটুতেই রক্ত পড়ে; দাঁতে খুব ব্যথা, এত ব্যথা যে ছুঁইবার যো নাই। দাঁত নড়িতে থাকে। দাঁতের গোড়া ফোলা ও দাঁতের শূলের ন্যায় ব্যথা ও প্রচুর লালাস্রাব। ছেলেদের দাঁত উঠিবার সময় খুব লাল পড়িতে থাকিলে "নেট্রাম" দিলে বেশ কাজ হয়।

**গলমধ্য**।—আল্‌জিব বড় ও শিথিল মনে হয়। গলা শুষ্ক ও গলার ভিতর যেন একটা গোঁজ আটকাইয়া আছে মনে হয়। ডিফ্‌থিরিয়া, মুখ ফোলা ফোলা ও ম্লান, তন্দ্রাভাব, **প্রচুর লালাস্রাব**। ডিফ্‌থিরিয়ার পর তরল পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই গলাধঃকরণ হয় না। গলগ্রন্থি ও অন্যান্য গ্রন্থিতে ব্যথা, শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ। ঘাড় ছিনে বা শীর্ণ হইয়া যায়।

**পরিপাকযন্ত্র**।—অজীর্ণ, কোন কিছু খাইলে ভাল হজম হয় না; অজীর্ণসহ অনেক স্থলেই জলের মত ফেনা ফেনা বমন দেখা যায়; পেট ব্যথা করে ও চট্‌চটে লালাস্রাব হইতে থাকে; পেট ভার ও পূর্ণ মনে হয়; শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। মুখ দিয়া স্বাদহীন জল উঠে। মুখ টক হইয়া থাকে। অস্বাভাবিক ক্ষুধা; প্রবল পিপাসা, এক-একবারে অনেকখানি করিয়া জল খায়। খাইবার পর বুক জ্বালা করে। **নুন বা লোণা জিনিষ খুব খায়,** তেত ( তিক্ত ) জিনিষও খাইতে খুব ভালবাসে। রুটি খাইতে চায় না। ধূমপায়ীদের ধূমপানের ইচ্ছা লোপ পায়। এই সমস্ত উপসর্গ সহ অনেক সময়ই ন্যাবা বা

কামল ও ঝিমান ভাব দেখা যায়। যকৃৎ ও প্লীহা প্রদেশে ব্যথা। কোষ্ঠবদ্ধতা ; মল খুব শক্ত, মল ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া বাহির হইতে থাকে ; মলত্যাগকালে মলদ্বার ফাটিয়া রক্ত পড়ে ও মলদ্বার জ্বালা করিতে থাকে। কোন কোনও রোগীতে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময় দুইই পর্য্যায়ক্রমে বর্ত্তমান থাকে—কিছুদিন কোষ্ঠবদ্ধতা তারপরই কিছুদিন উদরাময়ে ভোগে ; উদরাময়ে অনেক সময় মলদ্বার হাজিয়া যায়।

**মূত্রযন্ত্র**।—বার বার পরিমাণে অনেকটা করিয়া মূত্রত্যাগ, ইহাকে মূত্রবহুল-বহুমূত্র বলা চলে, তবে ইহার মূত্রে শর্করা থাকে না, প্রবল পিপাসাও থাকে না ; অনেক সময় ইহার ফলে শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয় ও মুখ দিয়া জল উঠিতে থাকে। রক্তমূত্র। প্রস্রাব হইয়া গেলে জ্বালা। অসাড়ে মূত্রত্যাগ, মূত্রধারণে অক্ষমতা ; অণ্ডকোষ ও তৎসংলগ্ন রেতোরজ্জু ব্যথাযুক্ত ; অণ্ডকোষ স্ফীত ও উহাতে রস সঞ্চিত হয়। চলিতে চলিতে বা কাসিতে কাসিতে অনিচ্ছায় ও অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া যায়। মূত্রমার্গে ব্যথা। প্রস্রাবের পর মূত্রনলীতে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব।

**পুংজননেন্দ্রিয়**।—প্রমেহ, খুব জ্বালা, পুরাতন প্রমেহ, স্রাব তরল, চট্‌চটে ; মূত্রনলীর ভিতর সুড় সুড় করে, খুব চুলকায়। উপদংশ, ক্ষত হইতে রক্ত পড়ে ; শুক্রক্ষরণ, তৎপরেই শীতবোধ ও অবসাদ এবং ক্রমবর্দ্ধমান আসঙ্গলিপ্সা। ধ্বজভঙ্গ।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়**।—প্রস্রাবের পরে যোনিদ্বারে জ্বালা ও ক্ষতবোধ। যোনিকণ্ডুয়ন ; যোনিদেশ শুষ্কবোধ। মাসিক ঋতু হইতে বিলম্ব হয় ; স্রাব পাতলা, কতকটা জলের মত ; ঋতুকালে মাথার অসুখ। ঋতুর সময় বিষাদভাব। প্রমেহ, স্রাব জলবৎ, কতকটা চট্‌চটে ; স্রাব যেখানে লাগে সেখানেই হাজিয়া যায় ও জ্বালা করে। দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রমেহ দেখা দেয়। পীতরোগ, গাত্রচর্ম্ম ময়লা দেখায়। জরায়ুপ্রদেশে ব্যথা, চিৎ হইয়া বালিশে মাথা দিয়া শুইলে কতকটা

উপশম। জরায়ুদেশে চাপবোধ, মনে হয় যেন কেহ জরায়ু নীচের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। গর্ভাবস্থায় গা-বমি-বমি, ফেনা ফেনা জলের মত বমন ; প্রসবের পর চুল উঠা।

**শ্বাসযন্ত্র**।—হাঁপানি, প্রচুর জলবৎ শ্লেষ্মাস্রাব ; হুপিং কাসি, ইহাতেও জলবৎ স্রাব হইতে দেখা যায়। ব্রঙ্কাইটিস ; কাহার কাহারও এই বায়ুনলীপ্রদাহ সহ কাসি শীতকালেই প্রায় হইয়া থাকে। কাসি সহ দুঃসহ মাথাবাথা; কাসিতে গেলে অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব, পেটে লাগে, নাক-চোক-মুখ দিয়া জল পড়ে, বুক ধড়ফড় করে। **প্লুরিসিতে** "নেট্রাম" বেশ কাজ করে। স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা প্রভৃতিতেও ইহা সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

**রক্তসঞ্চালন যন্ত্র**।—বুক ধড়ফড় করে, হৃৎপিণ্ড প্রদেশে দৃঢ়াবদ্ধ ভাব, হৃৎপিণ্ড যেন সঙ্কুচিত হইয়া আছে মনে হয়। নাড়ী দ্রুত, সবিরাম। বাঁদিকে চাপিয়া শুইলে উপসর্গাদি বেশী মনে হয়। রক্তস্বল্পতা, তৎসহ উৎকণ্ঠা, বিষণ্ণভাব ও হৃদস্পন্দন। হৃদবৃদ্ধি, অনুক্ষণ শুইয়া থাকিতে হয়, হাত-পা ঠাণ্ডা এবং কতকটা অবশ বা অসাড়ভাব।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ**।—শিশুদের গ্রীবাদেশ ( ঘাড়-গলা ) শীর্ণ বা ছিনে হইতে থাকে ; এই লক্ষণ শিশুদের **শীর্ণতা বা পুঁয়েপাওয়া রোগের** একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। পিঠে ব্যথা, কোনও শক্ত জিনিসের উপর চাপিয়া শুইলে একটু উপশম বোধ। পৃষ্ঠদেশে শীত-শীত বোধ। শিরদাঁড়ায় খুব ব্যথা, উঠিয়া বসিলে ব্যথা বাড়ে।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি**।—সময়ে সময়ে বাত বাড়ে, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসাদ। গাঁটে গাঁটে ব্যথা ; গাঁট বা সন্ধিস্থল মট্‌মট্‌ করে। গ্রন্থিবাত, সন্ধিবাত ও সাধারণ বাত ; হঠাৎ হাত-পায়ের অনিচ্ছাকৃত খেঁচুনি,—হঠাৎ যেন হাত বা পা নাচিয়া উঠিল। ঘুমাইয়া থাকিলেও অনেক সময় এই প্রকার হাত-পা নাড়া বা খেঁচুনি রোগীক্ষেত্রে দেখিতে

পাওয়া যায়। সন্ধিস্থল শক্ত, বাঁকাইতে বা ইচ্ছামত নাড়িতে চাড়িতে পারা যায় না; বাতের জন্য আক্রান্তস্থল ফোলা; পায়ের গাঁট যেন নিস্তেজ মনে হয়। আঙ্গুলে ফোস্কা উঠে। নখের ধারের চামড়া হাজিয়া যায় ও সেখানে বেদনা হয়। হাতের আঙ্গুলের গোড়ায় চামড়া খস্‌খসে ও ফাটা ফাটা। হাতের চেটো বা হাতের তলায় আঁচিলের মত উদ্ভেদ। গ্রীবা ও পৃষ্ঠসহ শিরদাঁড়ার শেষপ্রান্তে ব্যথা। মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়ায় খুব ব্যথা ছুঁইলেও লাগে; মনে হয় মেরুদণ্ড যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাণ্ডব রোগ, আক্রান্তস্থল সময়ে সময়ে যেন নাচিয়া উঠে। কটিবাত বা কটিস্নায়ুশূল; পায়ের ডিমে বা হাঁটুর নীচে পশ্চাৎদিকে টান ধরে। সন্ধিস্থলে আমবাতের মত ফুস্কুড়ি উঠে। সময়ে সময়ে স্নায়ুশূল। সার্ব্বাঙ্গিক শোথ; রক্তশূন্যবৎ অবস্থা, রক্ত জলের মত পাতলা। রোগী **বেশ খায়-দায়,** কিন্তু **দিন দিন শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া যাইতে থাকে।**

**নিদ্রা।**—অনিদ্রা। নিদ্রা শান্তিদায়িনী হয় না এবং তাহাতে শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তি দূর হয় না; সকালে উঠিয়া মনে হয় শরীর শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত। সুনিদ্রা হয় না, স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা; চোর, ডাকাতের স্বপ্ন। দেরীতে ঘুম হয়। সর্ব্বদাই ঘুম-ঘুম ভাব।

**জ্বর।**—সবিরাম জ্বর, কুইনিন অপব্যবহার-দুষ্ট-জ্বর; বিশেষতঃ যে সমস্ত জ্বর সাধারণতঃ দিবা নয়টা হইতে বারটার মধ্যে শীত, কম্প ও পিপাসাসহ আসে "নেট্রাম" ঐরূপ জ্বরের মহৌষধ বলিলেও হয়। বর্দ্ধিত প্লীহাসহ ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা ফলপ্রদ। নিম্ন স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় বাস জন্য জ্বর হইলেও "নেট্রাম" দেওয়া ভাল। টাইফয়েড জ্বরে যখন খেঁচুনি, তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব ও জলের মত বমন প্রভৃতি সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দেয় তখন নেট্রাম দিলে সুফলের আশা করা যায়। যে সমস্ত নূতন বা পুরাতন জ্বরে ঠোঁটে **জলপূর্ণ ফোস্কা বা ঘা**

( **জরর্ঠুঁটা** ) দেখা যায়, সেখানে নির্ব্বিচারে "নেট্রাম" ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

**ত্বক**।—পুরাতন চর্ম্মরোগ, আমবাতের ন্যায় চাকাচাকা অথবা ফুস্কুড়ির মত উদ্ভেদসকল দেখিতে পাওয়া যায়। কাউর ( বিখাউজ Eczema ), ভিতরে রসপূর্ণ। যে কোনও রোগে গাময় বা গায়ের স্থানে স্থানে ছোট বড় ফোস্কা, জলপূর্ণ উদ্ভেদ দেখা গেলে "নেট্রাম"-এর কথা মনে করা উচিত। মাথায় মরামাস উঠে, গায়ে ছোট ছোট ফোস্কা উঠে, ফোস্কাগুলি শুকাইয়া মাম্‌ড়ি বা খোলস্‌ উঠিয়া যায় আবার ফোস্কা উঠিতে থাকে। উরুদেশ ও জননেন্দ্রিয় মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে ছাল উঠিতে থাকে; ছোট ছেলেদেরই এই প্রকার বেশী হইতে দেখা যায়। অতি মাত্রায় নুন খাওয়ায় কোনপ্রকার চর্ম্মরোগ হইলে "নেট্রাম" ফলপ্রদ। কীট-পতঙ্গাদি দংশন জন্য কুফল ইহা ব্যবহারে নিরাকৃত হয়।

**হ্রাস-বৃদ্ধি**।—সাধারণতঃ সকালে, কোনও ঋতুবিশেষে বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে, শীতকালে ঠাণ্ডায় ও সমুদ্রতীরে উপসর্গসকল বাড়ে। মূত্রত্যাগের পর, কুইনিন অপব্যবহার প্রভৃতিতেও রোগলক্ষণ বাড়ে। পিঠের ব্যথা কোনও শক্ত জিনিষের উপর চাপিয়া শুইলে একটু উপশম হয়।

**প্রয়োগ**।—সুস্‌লার ৬ শক্তি ব্যবহারে ফল পাইতেন। কাহারও কাহারও মতে ৩০ ও তদূর্দ্ধ শক্তি ব্যবহারই প্রশস্ত। কীটাদি দংশনে ১x চূর্ণ জলের সহিত মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগে ফল দর্শে।

---

# নেট্রাম-ফস্‌ফোরিকাম

( Natrum Phosphoricum : Nat. Phos. N. P. )

**নামান্তর**।—সোডিয়াম-ফস্‌ফেট্‌, সোডি-ফস্‌ফাস।

**সাধারণ নাম**।—ফস্‌ফেট্‌ অভ্‌-সোডা।

**প্রস্তুতি**।—বিচূর্ণ , ৬x ক্রমের উপর বিচূর্ণ ও তরল উভয় আকারেই প্রস্তুত হয়।

**রোগে প্রয়োগ**।—অম্লত্ব বা অম্বলের অসুখ, অজীর্ণতা, অন্ত্রশূল, পাকাশয়শূল, বহুমূত্র, গণ্ডমালা, গলগণ্ড, ক্ষয়রোগ, ছোট-বড় ক্রিমি এবং ক্রিমি জন্য নানাপ্রকার উপসর্গ, শ্বেতপ্রদর, বন্ধ্যাত্ব, বাত, চক্ষুপ্রদাহ প্রভৃতি।

**উপযোগিতা**।—**নেট্রাম-ফস্‌ অম্লরোগের একটি প্রধান ঔষধ,** রোগীক্ষেত্রে অম্ল উদ্গার, অম্লগন্ধ মল ও বমন, অম্লস্বাদ প্রভৃতি অম্ল লক্ষণ দেখিলেই বুঝিতে হইবে রোগীর শারীরবিধানে এই প্রয়োজনীয় লবণ বা উপাদানের ন্যূনতা ঘটিয়াছে। এই ন্যূনতা বা অভাব পূরণ জন্য নেট্রাম-ফস্‌ প্রয়োগের কথাই মনে উঠা স্বাভাবিক। নেট্রাম-ফস্‌ প্রয়োগে অম্ল-রোগের নানাপ্রকার উপসর্গ নিরাকৃত হয়। শিশুদের অম্ললক্ষণে ইহা পরম সহায়। **যকৃতের নানাপ্রকার রোগে ইহার ক্রিয়া নগণ্য নহে ;** সুতরাং যকৃতের রোগেও নেট্রাম-ফসের কথা চিন্তা করা আবশ্যক। **ক্রিমি ও ক্রিমিদুষ্ট নানাপ্রকার রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।** একবার একটি তিন বৎসর বয়স্ক শিশুর ক্ষুধামান্দ্য, অম্লবমন, হরিদ্রালেপযুক্ত জিহ্বা, মিষ্ট খাইবার ঝোঁক, শীর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্যান্য সুনির্ব্বাচিত ঔষধে ফল না পাওয়ায় শিশুকে "নেট্রাম-ফস্‌" ৬x দেওয়া হয়। দুই মাত্রা ঔষধ সেবনের পরই শিশুর মলসহ একটি লম্বা ক্রিমি বা

কেঁচো-ক্রিমি বাহির হয়; ক্রিমিটি বাহির হইবার পর হইতেই শিশুটির অস্বাভাবিক লক্ষণসকল অপসারিত হইতে থাকে এবং ক্রমে শিশুটি পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে। **বহুমূত্র রোগে ইহার ক্রিয়া সন্তোষজনক।** ৬০ বৎসর বয়স্ক এক ভদ্রলোক বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। বার বার প্রচুর মূত্র, প্রবল পিপাসা, মুখের ভিতর শুষ্ক, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক, জিহ্বার উপর আঠা আঠা লালা, শরীর জীর্ণ-শীর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। নেট্রাম-ফস প্রয়োগে তিনি অনেকদিন সুস্থ ছিলেন। ফসসহ সময়ে সময়ে পর্য্যায়ক্রমে নেট্রাম-সাল্‌ফ দিতে হইয়াছিল। নেট্রাম-ফস্ রক্তপ্রবাহ মধ্যে যথোচিত পরিমাণে থাকিলে "ইউরিক-অ্যাসিড" নামক পদার্থ দ্রবণীয় অবস্থায় থাকে, নেট্রাম-ফসের অভাব ঘটিলে এই ইউরিক-অ্যাসিড কঠিন আকারে পরিণত হইয়া সন্ধিস্থলে জমিতে থাকে এবং তজ্জন্য সাধারণ প্রদাহযুক্ত বাত প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগ জন্মে; সুতরাং এই সকল রোগেও নেট্রাম-ফস্ আবশ্যক হইয়া থাকে। নেট্রাম-ফস্ রোগীর অনেক ক্ষেত্রেই জিহ্বাতল ও তালুদেশ হরিদ্রাভ লেপযুক্ত হয় এবং অম্লগন্ধ সবুজাভ মল বিদ্যমান থাকে। অম্ল জন্য জ্বর, আক্ষেপ ও নানাপ্রকার যন্ত্রণাদি অনেক সময় ইহার নির্দ্দেশক।

**মন**।—যেন কি একটা অমঙ্গল বা বিপদ ঘটিবে এই ভয়; চিন্তাকুল, মন উৎসাহ ও উদ্যমহীন, কোনও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই। সহজেই বিচলিত হইয়া পড়ে, একটুতেই রাগিয়া উঠে, সামান্য কিছুতেই বিরক্ত হয়। রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলে আল্‌মারি, আল্‌না প্রভৃতি ঘরের সাজ-সরঞ্জাম দেখিয়া মনে করে যেন কেহ দাঁড়াইয়া আছে, যেন কেহ বাহিরে বা অন্য ঘরে চলাফেরা করিতেছে, যেন কাহার পদশব্দ শুনা যাইতেছে।

**মস্তক**।—দারুণ কষ্টকর মাথাব্যথা, গা-বমি-বমি, অম্লবমন, মুখে ফেনা ফেনা টক্ জল উঠে। অম্ল ও অজীর্ণজনিত মাথা ঘোরা;

মস্তকশীর্ষদেশে ব্যথা সকালে ঘুম হইতে উঠিবার পর ব্যথা বেশী মনে হয়, তালুদেশ ও জিহ্বা হল্‌দে, জিহ্বা সরস।

**চক্ষু**।—চোখ উঠা ; চোখে হল্‌দে পিঁচুটি পড়ে, চোখ জুড়িয়া যায়, চোখ দিয়া জল পড়ে, এই জলে চোখ জ্বালা করে। মনে হয় চোখের সামনে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল উড়িয়া বেড়াইতেছে। অস্পষ্ট দৃষ্টি, ঠিক যেন চক্ষুর সম্মুখে একখানা পাতলা পর্দ্দা বা কাপড় টাঙ্গান আছে ; টেরাদৃষ্টি, অনেক সময় ক্রিমির প্রকোপ অধিক হইলে টেরাদৃষ্টি হইতে দেখা যায়। চোখের পাতায় দানা দানা ফুস্কুড়ির মত উঠে। অক্ষিগোলকে পুঁজ হয়।

**কর্ণ**।—কানে ব্যথা, কানের বাহিরে ঘা, কান জ্বালা করে, কুট্‌কুট্‌ করে। একটি কান লাল ও গরম, সব সময়েই খুব চুলকায়, অম্ল ও অজীর্ণসহ এই লক্ষণ দেখা গেলে "নেট্রাম-ফস্" প্রায়ই বিফল হয় না।

**নাসিকা**।—ক্রিমি জন্য নাক চুলকায়, এই সঙ্গে অম্লের প্রকোপও খুব বেশী। সব সময়ই নাকের কাছে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।

**মুখমণ্ডল**।—জ্বর নাই তবুও মুখ লাল ; মুখে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি ; এই সকল লক্ষণ বা উপসর্গের মূলে অম্ল ও অজীর্ণতা থাকিতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূলবৎ বেদনা ; বেদনা বিদ্ধকরণবৎ পীড়াদায়ক। ম্লান মুখমণ্ডল, সময়ে সময়ে নীলাভ, কখনও বা রক্তিম। ডানদিকে নিম্ন চোয়ালে ব্যথা। মুখ দিয়া টক্ জল উঠে।

**মুখমধ্য**।—মুখে অম্লস্বাদ, কখন কখনও তামাটে স্বাদ অনুভূত হয়। তালুমূল হল্‌দে লেপযুক্ত।

**জিহ্বা**।—জিহ্বা আর্দ্র বা সরস ; জিহ্বামূলে মনে হয় যেন হল্‌দে সর পড়িয়া আছে। রোগীক্ষেত্রে যেখানে আমরা জিহ্বার আর্দ্রতা ও জিহ্বায় হল্‌দে-সর-পড়া-লক্ষণ দেখিতে পাই, সেখানে আমরা নিঃসন্দেহে "নেট্রাম-ফস্" ব্যবস্থা করিতে পারি এই জিহ্বা লক্ষণটি "নেট্রাম-ফস্"

কেঁচো-ক্রিমি বাহির হয় ; ক্রিমিটি বাহির হইবার পর হইতেই শিশুটির অস্বাভাবিক লক্ষণসকল অপসারিত হইতে থাকে এবং ক্রমে শিশুটি পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে। **বহুমূত্র রোগে ইহার ক্রিয়া সন্তোষজনক**। ৬০ বৎসর বয়স্ক এক ভদ্রলোক বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। বার বার প্রচুর মূত্র, প্রবল পিপাসা, মুখের ভিতর শুষ্ক, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক, জিহ্বার উপর আঠা আঠা লালা, শরীর জীর্ণ-শীর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। নেট্রাম-ফস প্রয়োগে তিনি অনেকদিন সুস্থ ছিলেন। ফসসহ সময়ে সময়ে পর্য্যায়ক্রমে নেট্রাম-সাল্ফ দিতে হইয়াছিল। নেট্রাম-ফস্ রক্তপ্রবাহ মধ্যে যথোচিত পরিমাণে থাকিলে "ইউরিক-অ্যাসিড" নামক পদার্থ দ্রবণীয় অবস্থায় থাকে, নেট্রাম-ফসের অভাব ঘটিলে এই ইউরিক-অ্যাসিড কঠিন আকারে পরিণত হইয়া সন্ধিস্থলে জমিতে থাকে এবং তজ্জন্য সাধারণ প্রদাহযুক্ত বাত প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগ জন্মে ; সুতরাং এই সকল রোগেও নেট্রাম-ফস্ আবশ্যক হইয়া থাকে। নেট্রাম-ফস্ রোগীর অনেক ক্ষেত্রেই জিহ্বাতল ও তালুদেশ হরিদ্রাভ লেপযুক্ত হয় এবং অম্লগন্ধ সবুজাভ মল বিদ্যমান থাকে। অম্ল জন্য জ্বর, আক্ষেপ ও নানাপ্রকার যন্ত্রণাদি অনেক সময় ইহার নির্দ্দেশক।

**মন**।—যেন কি একটা অমঙ্গল বা বিপদ ঘটিবে এই ভয় ; চিন্তাকুল, মন উৎসাহ ও উদ্যমহীন, কোনও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই। সহজেই বিচলিত হইয়া পড়ে, একটুতেই রাগিয়া উঠে, সামান্য কিছুতেই বিরক্ত হয়। রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলে আল্মারি, আল্না প্রভৃতি ঘরের সাজ-সরঞ্জাম দেখিয়া মনে করে যেন কেহ দাঁড়াইয়া আছে, যেন কেহ বাহিরে বা অন্য ঘরে চলাফেরা করিতেছে, যেন কাহার পদশব্দ শুনা যাইতেছে।

**মস্তক**।—দারুণ কষ্টকর মাথাব্যথা, গা-বমি-বমি, অম্লবমন, মুখে ফেনা ফেনা টক্ জল উঠে। অম্ল ও অজীর্ণজনিত মাথা ঘোরা ;

মস্তকশীর্ষদেশে ব্যথা সকালে ঘুম হইতে উঠিবার পর ব্যথা বেশী মনে হয়, তালুদেশ ও জিহ্বা হল্‌দে, জিহ্বা সরস।

**চক্ষু**।—চোখ উঠা ; চোখে হল্‌দে পিঁচুটি পড়ে, চোখ জুড়িয়া যায়, চোখ দিয়া জল পড়ে, এই জলে চোখ জ্বালা করে। মনে হয় চোখের সামনে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল উড়িয়া বেড়াইতেছে। অস্পষ্ট দৃষ্টি, ঠিক যেন চক্ষুর সম্মুখে একখানা পাতলা পর্দা বা কাপড় টাঙ্গান আছে ; টেরাদৃষ্টি, অনেক সময় ক্রিমির প্রকোপ অধিক হইলে টেরাদৃষ্টি হইতে দেখা যায়। চোখের পাতায় দানা দানা ফুস্কুড়ির মত উঠে। অক্ষিগোলকে পুঁজ হয়।

**কর্ণ**।—কানে ব্যথা, কানের বাহিরে ঘা, কান জ্বালা করে, কুট্‌কুট্ করে। একটি কান লাল ও গরম, সব সময়েই খুব চুলকায়, অম্ল ও অজীর্ণসহ এই লক্ষণ দেখা গেলে "নেট্রাম-ফস্" প্রায়ই বিফল হয় না।

**নাসিকা**।—ক্রিমি জন্য নাক চুলকায়, এই সঙ্গে অম্লের প্রকোপও খুব বেশী। সব সময়ই নাকের কাছে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।

**মুখমণ্ডল**।—জ্বর নাই তবুও মুখ লাল ; মুখে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি ; এই সকল লক্ষণ বা উপসর্গের মূলে অম্ল ও অজীর্ণতা থাকিতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূলবৎ বেদনা ; বেদনা বিদ্ধকরণবৎ পীড়াদায়ক। ম্লান মুখমণ্ডল, সময়ে সময়ে নীলাভ, কখনও বা রক্তিম। ডানদিকে নিম্ন চোয়ালে ব্যথা। মুখ দিয়া টক্ জল উঠে।

**মুখমধ্য**।—মুখে অম্লস্বাদ, কখন কখনও তামাটে স্বাদ অনুভূত হয়। তালুমূল হল্‌দে লেপযুক্ত।

**জিহ্বা**।—জিহ্বা আর্দ্র বা সরস ; জিহ্বামূলে মনে হয় যেন হল্‌দে সর পড়িয়া আছে। রোগীক্ষেত্রে যেখানে আমরা জিহ্বার আর্দ্রতা ও জিহ্বায় হল্‌দে-সর-পড়া-লক্ষণ দেখিতে পাই, সেখানে আমরা নিঃসন্দেহে "নেট্রাম-ফস্" ব্যবস্থা করিতে পারি এই জিহ্বা লক্ষণটি "নেট্রাম-ফস্"

নির্দ্দেশক, ইহা ভুলিলে চলিবে না, ভুলিলে অনেক ক্ষেত্রেই বিফল হইতে হইবে। জিবের ডগায় বা জিহ্বাগ্রভাগে ফোস্কা ফোস্কা ফুস্কুড়ি উঠে ও মনে হয় যেন **জিহ্বায় একগাছি চুল পড়িয়া আছে,** জিহ্বায় এই চুল পড়িয়া থাকার অনুভূতি "নেট্রাম-মিউর"-এ সুস্পষ্ট এবং এই লক্ষণে "নেট্রাম-মিউর"-ই সাধারণতঃ ব্যবস্থিত হইয়া থাকে।

**দন্ত**।—নিদ্রিত অবস্থায় দাঁত কড়মড় করে; ইহা ক্রিমিদুষ্ট ধাতুর লক্ষণ; আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত "নেট্রাম-ফস্" ক্রিমির খুব ভাল ঔষধ।

**গলমধ্য**।—অন্নত্ব, তৎসহ গলপ্রদাহ; জিহ্বামূল, গলগ্রন্থি, কণ্ঠতালু ও আল্‌জিহ্বা প্রভৃতিতে হল্‌দে সরের মত লেপ। ডিফ্‌থিরিয়া প্রভৃতি যে কোনও রোগে এই অন্নত্ব ও জিহ্বাদিতে হরিদ্রা লেপ দেখিতে পাইলে, "নেট্রাম-ফস্" প্রয়োগে আরোগ্য হইবে—ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত। মনে হয় গলায় যেন কি আট্‌কাইয়া আছে; জল বা অন্য কোন তরল পদার্থ পান করিতে গেলে কষ্ট হয়। ঘন হল্‌দে শ্লেষ্মা বা গয়ার বাহির হয়। **হরিদ্রাবর্ণের স্রাব** একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, ইহা "নেট্রাম-ফস্" নির্ণায়ক।

**পরিপাক-যন্ত্র**।—অম্ল ও অজীর্ণ; অম্লস্বাদ, অম্ল-বমন, মুখ দিয়া অম্লজল উঠা প্রভৃতি অম্ল লক্ষণে "নেট্রাম-ফস্" বিশেষ উপযোগী। আহারের কতকক্ষণ পরে পেটে যাতনা, গা-বমি-বমি, বমন, যাহা খায় তাহাই উঠিয়া যায়; উদরে বায়ুসঞ্চয়, তজ্জন্য খুব কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। শিশুদের অম্ল ও অজীর্ণ জন্য সবুজ অম্লগন্ধ বাহ্যে ও ছানাকাটা বা দধিবৎ বমন হইয়া থাকে। ক্রিমি জন্য পেটব্যথা। স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, সময়ে সময়ে উদরাময় হইয়া থাকে; ছোট ছেলেদেরই বেশীর ভাগ এইরূপ কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময় হইতে দেখা যায়। আমাশয়, যন্ত্রণাদায়ক কোঁথানি; পুনঃ পুনঃ মলবেগ, আমসংযুক্ত

চট্‌চটে স্বল্প মল। হঠাৎ মলবেগ, বেগ হইলে আর দেরি সহে না, অসামাল হইয়া পড়ে। সাদা সবুজ মলযুক্ত উদরাময়। সূত্রক্রিমি; গুহ্যদ্বার কুট্‌কুট্‌ করে, রাত্রিতে শুইলেই বেশী হয়। যকৃৎ-দোষ; কামল রোগ, মুখ চোখ, হাত ও পায়ের তলা হল্‌দে, ইহা পিত্তদুষ্টিরই পরিচায়ক।

**মূত্রযন্ত্র**।—যকৃৎদোষ সঞ্জাত বহুমূত্র; বারম্বার মূত্রবেগ; মূত্রত্যাগ করিতে করিতে মূত্রবন্ধ হইয়া যায়; খুব বেগ দিতে দিতে পুনরায় প্রস্রাব হইতে থাকে, মূত্রাশয়-পেশী খুব দুর্ব্বল। অম্লধাতু ও ক্রিমিদুষ্ট ছেলেদের প্রস্রাব পাইলে আর সামলাইতে পারে না, যেখানে সেখানে প্রস্রাব করিয়া ফেলে। বাতগ্রস্ত রোগীদের কাল্‌চে বা গাঢ় লাল মূত্র। মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাব।

**পুংজননেন্দ্রিয়**।—বিনা স্বপ্নে স্বপ্নদোষ; পিঠে বাথা, সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে। প্রবল সঙ্গমলিপ্সা, কিন্তু লিঙ্গোত্থান হয় না, আবার কখনও আসঙ্গলিপ্সা নাই অথচ লিঙ্গোদ্রেক হইয়া থাকে। প্রমেহ, শুক্র তরল, জলবৎ তরল। রেতোরজ্জু ও অণ্ডকোষ যেন টানিয়া আছে মনে হয়।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়**।—নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই মাসিক ঋতু হয়, স্রাব জলের মত পাতলা, রঙ খুব লাল নয়—মলিন, কষাটে। রজঃস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অস্থিরতা, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। শ্বেতপ্রদর, স্রাব কখন ঘন, কখনও পাতলা, রঙ কতকটা হল্‌দে আভাযুক্ত; অম্লগন্ধ স্রাব। গর্ভাবস্থায় সকালবেলা গা-বমি-বমি, অম্লবমন। বন্ধ্যাত্ব। জরায়ুর স্থানচ্যুতি সহ বাত।

**শ্বাসযন্ত্র**।—শ্বাসযন্ত্রের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া পরিলক্ষিত না হইলেও অম্লরোগীর সর্দ্দিজ যে কোনও প্রকার কষ্টে অন্যান্য নির্ব্বাচিত ঔষধসহ মাঝে মাঝে ইহার ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রে সুফলের আশা করা

যায়। অবস্থাবিশেষে ক্ষয়কাস এবং দ্রুতবর্দ্ধনশীল যক্ষ্মাকাসেও ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। বুকে ব্যথা, একটু চাপ পাইলে বা দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলে ব্যথা বাড়ে।

**রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্র**।—বুক কাঁপে, বুক ধড়ফড় করে। বুকের আশে-পাশে ব্যথা। নাড়ী দ্রুত, শিরার ভিতর দিয়া যেন দ্রুত রক্তপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে মনে হয়।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ**।—গ্রীবাগ্রন্থিসকল ফুলিয়া উঠে ও বেদনাযুক্ত হয়। ঘাড়ে যন্ত্রণাদায়ক আক্ষেপ। গলগণ্ড। পৃষ্ঠদেশ ও সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল মনে হয়। মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া রক্তহীন মনে হয়।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি**।—হাঁটুর পশ্চাদ্দিকের পেশীবন্ধনী বেদনাযুক্ত, চলিতে গেলে পা অবশ হইয়া পড়ে, দেহ টলমল করিতে থাকে। নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্তবৎ দুর্ব্বল। হাঁটুতে ব্যথা, পায়ের গাঁটে ব্যথা, হাঁটু ও পায়ের গাঁটের মধ্যস্থ হাড়ে ব্যথা, পায়ের তলায় ব্যথা, গোড়ালিতে ব্যথা। হাঁটুতে বাতরস-সঞ্চয়। লিখিতে গেলে হাতে ব্যথা, মণিবন্ধে ব্যথা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা; মোট কথা সর্ব্বাঙ্গেই বাতের অল্প-বিস্তর প্রকোপ দেখা যায়। স্নায়ুবিধান দুর্ব্বল, দেহ কাঁপিতে থাকে, বুক ধড়ফড় করে, অত্যধিক দুর্ব্বলতা।

**নিদ্রা**।—ক্রিমি জন্য সুনিদ্রা হয় না, অনেক সময় আদৌ নিদ্রাই হয় না; ঘুমাইলে অল্পে জাগিয়া উঠে। তন্দ্রালু, ঝিমাইতে থাকে, বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে।

**জ্বর**।—সবিরাম জ্বর, অম্লবমন, অম্লগন্ধ ঘর্ম্ম। দিনের বেলা পা ঠাণ্ডা, রাত্রিকালে পা জ্বালা। বৈকালে মাথাব্যথা ও মাথা খুব গরম বোধ।

**চর্ম্ম**।—চর্ম্ম শুষ্ক, ফাটা ফাটা। আমবাতের মত উদ্ভেদ, খুব চুলকায়। কাউর, স্রাব আঠা আঠা, রঙ হল্‌দে।

নেট্রাম-ফস্‌ আলোচনা করিয়া দেখা গেল, **ইহার যে কোনও স্রাব হল্‌দে ; মল, মূত্র, বমন, ঘর্ম্ম ইত্যাদি অম্লগন্ধবিশিষ্ট ; ক্রিমিধাতুদুষ্ট।**

**হ্রাস-বৃদ্ধি।**—ঋতুকালে ও ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত আরম্ভ হইলে অনেক উপসর্গই বাড়িয়া থাকে।

**প্রয়োগ।**—সুস্‌লার ৬x ব্যবহার করিতে বলেন ; কিন্তু উচ্চতর ক্রম ব্যবহারেও অনেকে আশানুরূপ ফল পাইয়াছেন ও পাইতেছেন।

# নেট্রাম-সাল্‌ফিউরিকাম

( Natrum Sulphuricum : Nat. Sulph : N. S. )

**নামান্তর।**—সোডিয়াম-সল্‌ফেট।

**সাধারণ নাম।**—গ্লোবার্স-সল্‌ফেট-অভ-সোডা।

**প্রস্তুতি।**—বিচূর্ণ ; ৬x পর্য্যন্ত বিচূর্ণ আকারে করাই বিধি ; তদূর্দ্ধে বিচূর্ণ ও তরল দুই আকারেই প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

**রোগে প্রয়োগ।**—হাঁপানি, পিত্তদুষ্টি, যকৃতবৃদ্ধি, প্লীহা, শোথ, প্রমেহ, ক্ষয়কাস, অস্ত্র করার পর অথবা অন্য কোন প্রকার আঘাত জন্য রক্তস্রাব ; ম্যালেরিয়া জ্বর, মাথাব্যথা, চোখউঠা, বাত—ঝিন্‌ঝিনে বাত, সন্ধিবাত প্রভৃতি নানাপ্রকারের বাত।

**উপযোগিতা।**—**জলোধাতুবিশিষ্ট রোগীগণের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ।** নিম্ন জলাভূমিতে বাস, স্যাঁৎসেঁতে গৃহে কালযাপন বা কার্য্যানুরোধে দীর্ঘকাল কাটান প্রভৃতি কারণে যাহারা ভগ্নস্বাস্থ্য "নেট্রাম-সাল্‌ফ" তাহাদের পরম উপকারী বন্ধু। জল-হাওয়ার সামান্য

পরিবর্ত্তনে যাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে, সামান্য আর্দ্রবায়ু লাগিলেই যাহারা রোগাক্রান্ত হয়, এমন কি জলজ শাক-সব্জি খাওয়াও যাহাদের ধাতে সয় না, এরূপ রোগীক্ষেত্রে নেট্রাম-সাল্‌ফ অব্যর্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রোগ যাহাই হউক, যে রোগীতে এই "জলোধাতু" সুস্পষ্ট, সেই রোগীক্ষেত্রে বিনা দ্বিধায় "নেট্রাম-সাল্‌ফ" ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

**মন।—আত্মহত্যার প্রবল প্রবৃত্তি বা বিশেষ ঝোঁক, বহু চেষ্টায় এই প্রবৃত্তির দমন করিতে বা ঝোঁক সামলাইতে হয়,** এই আত্মহত্যা-প্রবৃত্তি সহ কতকটা উন্মত্তভাব ও সহজেই উত্তেজনা-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। **পিত্ত-বিকৃতি জন্য মন যেন সব সময়ই বিরক্তিপূর্ণ, সব সময় খিট্‌খিটে,** মনে হয় যেন রোগী বিকারগ্রস্ত। গান-বাজনা—বিশেষতঃ বিষাদসূচক গান-বাজনা শুনিলে রোগী অভিভূত হইয়া পড়ে এবং রোগীর যন্ত্রণা ও অন্যান্য উপসর্গাদি বাড়িয়া যায়। পতন বা অন্য কারণে মস্তকে আঘাত লাগার জন্য মানসিক কষ্টকর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে "নেট্রাম-সাল্‌ফ" দেওয়া ভাল। নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম।

**মস্তক**।—মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, পিত্তাধিক্য ও পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্য মাথা ঘোরে। মাথাধরা সহ ভেদ ও বমন। পতন বা মাথায় অন্য কোনও প্রকার আঘাত জন্য মাথার রোগ।

**চক্ষু**।—চক্ষুর শুক্লমণ্ডল বা শ্বেতাংশ হল্‌দে; চোখ-উঠা, চোখের পাতার ধারে ধারে ছোট ছোট ফোস্কার মত উদ্ভেদ বা ফুস্কুড়ি উঠে। চোখ দিয়া জল পড়ে ও চোখ জ্বালা করে। পিঁচুটি পড়ে, সকালে চোখ জুড়িয়া যায়, চোখে আলো সহ্য হয় না।

**কর্ণ**।—কানে ব্যথা, মনে হয় কানের ভিতর হইতে কি যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। বৃষ্টি-বাদ্‌লার দিনে ব্যথা বাড়ে। কানের ভিতর যেন ঘণ্টা বাজিতেছে এরূপ শব্দ।

**নাসিকা**।—নাকের ভিতর শুষ্ক ও জ্বালা। উপদংশদুষ্ট-পূতিনস্য, নাকের ভিতর ঘা ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ স্রাব নাসারন্ধ্র শুষ্ক, নাক বুজিয়া যায় ও জ্বালা করে। ঋতুকালে নাক দিয়া রক্ত পড়ে। নাকে সর্দ্দি, নাকের পাতা চুলকায়। সমস্ত লক্ষণই জলোবাতাসে বাড়ে।

**মুখমণ্ডল**।—পিত্ত-বিকৃতি জন্য পাণ্ডু বা কামল রোগ। মুখে ছোট ছোট ফোস্কার মত ফুস্কুড়ি। গণ্ডস্থলে ব্যথা।

**মুখমধ্য**।—বিকৃত আস্বাদ, মুখের ভিতর গাঢ় চট্‌চটে পিচ্ছিল সাদা থুতুপূর্ণ। মুখজ্বালা, মুখের ভিতর ফুস্কুড়ি। তালুদেশ ছুঁইলেও লাগে, ঠাণ্ডা জিনিষ মুখে রাখিলে আরাম বোধ হয়।

**জিহ্বা**।—তিক্তাস্বাদ, জিবের ডগায় ফোস্কা, ঐগুলি জ্বালা করে। জিব্ ময়লা, জিবের উপর ফিকে সবুজবর্ণের লেপ। কখন কখনও জিব্ লাল মনে হয়। জিহ্বার উপর পিচ্ছিল নিষ্ঠীবন।

**দন্ত**।—তামাক খাইলে, ঠাণ্ডা বাতাস টানিলে বা ঠাণ্ডা জল মুখের ভিতর রাখিলে দাঁত ব্যথা কতকটা ভাল মনে হয়। মাঢ়ীতে ফোস্কার মত উদ্ভেদ ও মাঢ়ীতে জ্বালা।

**গলমধ্য**।—গলায় ব্যথা, কিছু গিলিতে গেলে মনে হয় গলার ভিতর কি যেন আট্‌কাইয়া আছে। গলায় ঘা। উপঝিল্লী-প্রদাহ ( ডিফ্‌থিরিয়া ) রোগে যখন সবুজাভ বমন হইতে থাকে, তখন অন্যান্য আবশ্যকীয় ঔষধসহ মাঝে মাঝে “নেট্রাম-সাল্‌ফ” দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। গলা হইতে ঘন সাদা চট্‌চটে কফ বা শ্লেষ্মা প্রচুর পরিমাণে বাহির হয়, সকালবেলা কাসিতে কাসিতে কতকটা লোণা গয়ার উঠে।

**পরিপাকযন্ত্র**।—পিত্তাধিক্য, পিত্ত-বিকৃতি, পিত্তবমন, বমন তিক্তস্বাদ, কখনও বা লোণা, জলবৎ সবুজাভ, এইসঙ্গে কাহারও কাহারও আবার মাথাব্যথা ও মাথাঘোরা থাকিতে পারে। পিত্তশূল, বাহ্যে কতকটা কাল রঙের। পেট ভারী ও ফাঁপা মনে হয়। সব

সময়ই গা-বমি-বমি , অম্ল উদ্গার, বুকজ্বালা উদরে বায়ুসঞ্চয়, মনে হয় উদর যেন বায়ুপূর্ণ, বায়ু জন্য পেটে শূলবৎ ব্যথা, খালি পেটেই এই ব্যথা সাধারণতঃ হইয়া থাকে। সীসকশূল, ছাপাখানার কম্পোজিটর, সীসার অক্ষর প্রস্তুতকারক প্রভৃতি যাহাদের সীসা লইয়া অনেক সময়ই কাজ করিতে হয়, তাহাদের পেটের ব্যথায় "নেট্রাম-সাল্‌ফ" নিম্নক্রম অল্পক্ষণ অন্তর কয়েক মাত্রা প্রয়োগে বেশ উপকার হয়। যকৃৎ প্রদেশে বেদনা, ছুঁইলেও লাগে, বাঁদিক চাপিয়া শুইলে এই বেদনা বাড়ে। পেটের বামদিকে ব্যথা, এই ব্যথার সঙ্গে প্রায়ই কাসি থাকিতে দেখা যায়। উপাঙ্গ-প্রদাহ ( এপেণ্ডিসাইটিস )। পিত্তজ্বরে পেটফাঁপা থাকিলে নেট্রাম-সাল্‌ফ ব্যবস্থেয়। পেটের অসুখ, বাহ্যে কাল্‌চে কাল্‌চে, কখনও বা পিত্তমিশ্রিত ঈষৎ সব্‌জে। বর্ষা-বাদলার পর হঠাৎ সকালে পাতলা বাহ্যে হইলে "নেটাম-সাল্‌ফ" ব্যবহারে সুফলের আশা করা যায়।

**মূত্রযন্ত্র**।—মূত্রপিণ্ড-প্রদাহ, মূত্রনলী হইতে পীতাভ সবুজবর্ণের স্রাব নিঃসরণ, মূত্রে ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি পড়ে। বহুমূত্র রোগ চিকিৎসায় ইহা অমূল্য বলিলেও চলে। মূত্রযন্ত্রের নানাবিধ রোগ সহ অনেক সময়ই বাত বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। প্রস্রাবকালে জ্বালা। পাথুরী, মূত্র ধরিয়া রাখিলে তলায় বালির মত তলানি জমে। মূত্রবহুল বহুমূত্র ; ইহাতে প্রচুর মূত্রস্রাব হয়, মূত্রে সাধারণতঃ শর্করা নাও থাকিতে পারে। মূত্রাশয়-মুখশায়ী-গ্রন্থি ( প্রষ্টেট্ ) বড় হয়। পুঁজমিশ্রিত মূত্র।

**পুংজননেন্দ্রিয়**।—অণ্ডকোষ ফোলা। প্রমেহ, স্রাব সবুজাভ, অবরুদ্ধ প্রমেহ জন্য নানাবিধ উপসর্গ। সচরাচর উপদংশ দোষ হইতে পুংজননেন্দ্রিয়ের উপর আঁচিল বা উদ্ভেদসকল জন্মিয়া থাকে ; জননেন্দ্রিয় চুলকায়।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—ঋতুকালে প্রচুর রজঃস্রাব; এই রক্ত যেখানে লাগে সেখানেই হাজিয়া যায় ও জ্বালা করে। ঋতুস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনেকের নাক দিয়া রক্ত পড়ে। প্রদর, স্রাব ক্ষতকারী ও জ্বালাকর, জননেন্দ্রিয় প্রদাহযুক্ত। গর্ভাবস্থায় তিক্তাস্বাদ বমন, পা-ফোলা, যোনিদেশে ফুস্কুড়ি। প্রসবের পরে নিম্নাঙ্গের প্রদাহ ও স্ফীতি।

**শ্বাসযন্ত্র।**—হাঁপানি, বৃষ্টি-বাদলায় বাড়ে, তরল সর্দ্দিযুক্ত হাঁপানি, বুকে সর্দ্দি ঘড়্‌ঘড়্‌ করিতে থাকে। ব্রঙ্কাইটিসের পর হাঁপানি। কাসি, গাঢ় দড়ি-দড়ি বা পুঁজের মত সর্দ্দি উঠে, সর্দ্দির রঙ সবুজাভ। বুক খালি খালি মনে হয়। বুকে ব্যথাবোধ, চাপিয়া ধরিলে কতকটা উপশম। কাসিবার সময় বুক চাপিয়া কাসিতে হয়, না চাপিয়া ধরিলে কাসিতে কষ্ট হয়, বুকে খুব লাগে, স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট, বর্ষাদিনেই সব লক্ষণ বাড়ে, সকালেই কাসি বাড়ে।

**রক্তসঞ্চালনযন্ত্র।**—হৃদ্‌প্রদেশে চাপ বোধ, খোলা জায়গায় মুক্ত বাতাসে বেড়াইলে ভাল মনে হয়।

**গ্রাবা ও পৃষ্ঠ।**—শিরদাঁড়ার নিম্নাংশে থেঁৎলান ব্যথা। শিরদাঁড়ার ঝিল্লীপ্রদাহ, তজ্জন্য ঘাড় ও পিঠ সাঁটিয়া ধরে। ঘাড়ে পিঠে উপরে নীচে, সব জায়গাই ব্যথা।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।**—উরুদেশ হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ব্যথা। অম্ল উদ্গার, বুকজ্বালা, উদরাধ্মান, উদরাময়, পিত্তাধিক্য প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্রের গোলযোগ সহ সর্ব্বাঙ্গে বাতবেদনা। সন্ধিস্থল মট্‌মট্‌ করে। উঠিয়া দাঁড়াইলে কটিস্নায়ুতে টান বোধ হয়, কটিস্নায়ুশূলবৎ বেদনা অনুভূত হয়। গতিবিধায়িনী শক্তির বৈষম্য। গেঁটেবাত। পায়ের তলা জ্বালা করে, সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য, অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ, সর্ব্বশরীর কাঁপে, লিখিতে গেলে হাত কাঁপে। তাণ্ডব (কম্পন) রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে নেট্রাম-সাল্‌ফ উপযোগী।

**নিদ্রা**।—স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা, হঠাৎ চম্‌কাইয়া জাগিয়া উঠে, যেন ভয় পাইয়াছে। পিত্তলক্ষণসহ ঝিমান, এই লক্ষণ দেখা গেলে কামল বা ন্যাবা jaundice ) রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ বুঝিতে হইবে। হাঁপানি রোগীর দুশ্চিন্তা ও বিভীষিকাময় স্বপ্নযুক্ত নিদ্রা, ঘুমন্ত অবস্থায় টানের জন্য ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, উদরে বায়ুসঞ্চয় জন্য অনেক সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

**জ্বর**।—সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর, কম্পজ্বর, পিত্তজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন জ্বরে, বিশেষতঃ নিম্ন জলাভূমিতে কাজ করা, নিম্ন স্যাঁৎসেঁতে স্থানে বাস প্রভৃতি কারণে জ্বর হইলে "নেট্রাম-সাল্‌ফ"-এর ক্রিয়া মন্ত্রবৎ। পিত্তবমন, কখনও সব্‌জে সব্‌জে হল্‌দে বা অন্যান্য নানা রঙের বমন। গা খুব ঠাণ্ডা, ভিতরে শীত, খুব শীত করিয়া সন্ধ্যার দিকে জ্বর। মাথার উপর উত্তাপ বোধ, ঘাম হয়, তৃষ্ণা থাকে না। যকৃৎপ্রদেশে ব্যথা।

**ত্বক**।—শরীরের নানাস্থানে আঁচিল উঠে। কাউর ( eczema ) প্রভৃতি নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ এবং যে সকল উদ্ভেদে হল্‌দে হল্‌দে রস নির্গত হয়, সেই সব ক্ষেত্রে নেট্রাম-সাল্‌ফ অমৃত তুল্য। পিত্তপ্রধান ও পিত্তলক্ষণযুক্ত শিশুর চর্ম্ম শুষ্ক ও দেহের নানাস্থানে ছাল উঠিতে দেখা যায়। গাত্রচর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ কামল ( jaundice ) রোগে এই প্রকার হইয়া থাকে, গা খুলিলেই গা খুব চুল্‌কাইতে থাকে। যে সকল ফোড়ার দুরারোগ্য নালী-ঘা অনেকদিন ধরিয়া সারিতেছে না, উহা হইতে জলের মত পুঁজ দিনের পর দিন পড়িতেই থাকে, সেই সমস্ত "নালী" বা শোষে "নেট্রাম-সাল্‌ফ" খুব ভাল। এই সব ঘায়ের চারিধারে প্রায়ই নীলাভ রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। দাদ।

**হ্রাস-বৃদ্ধি**।—আর্দ্র বা স্যাঁৎসেঁতে জায়গায়; আর্দ্র বায়ুতে; জল, বরফ, এমন কি জলজ শাক-সব্জি, মাছ প্রভৃতি খাইলেও উপসর্গ বাড়ে।

বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে সকল লক্ষণের বৃদ্ধি। উষ্ণ এবং শুষ্ক ঋতু ও বায়ুতে এবং মুক্ত বাতাসে লক্ষণাদির উপশম।

**প্রয়োগ।**—সীসক-শূলে ১x বা ২x ব্যবহারেই উপকার হইতে দেখা যায়, সুস্লার সাধারণতঃ ৬x ব্যবস্থা করিতে বলেন। অন্যান্য বায়োকেমিক চিকিৎসকগণ প্রায়ই রোগীক্ষেত্রে ২x—৬x ব্যবহার করিতেন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার হেরিং প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ৩০x—২০০x প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, এখনও এই সকল উচ্চক্রম দ্বারা আশানুরূপ সুফল ফলিয়া থাকে।

# সাইলিসিয়া ( সিলিকা )

## ( Silicea )

**নামান্তর।**—অ্যাসিডাম-সিলিসিকাম, সিলিসিক্-অক্সাইড।

**প্রস্তুতি।**—বেলে পাথরের সূক্ষ্ম কণা বা রেণু। সুগার-অভ্-মিল্ক সহযোগে বিচূর্ণ। ৬x-এর ঊর্দ্ধতম ক্রম বিচূর্ণ ও তরল উভয় আকারেই প্রস্তুত হয়।

**রোগে প্রয়োগ।**—ঔদাসীন্য, নৈরাশ্য, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, হাত-পায়ের তলায় দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম, কানে পুঁজ, কানবন্ধ, অস্থিক্ষয়, নেত্রনালী, শোষ, নালী-ঘা, ভগন্দর, শোথ, শিশুদের শীর্ণতা বা পুঁয়েপাওয়া, টিকার মন্দফল, দুষ্ট প্রদাহ। পুরাতন বাত ও গেঁটেবাত।

**উপযোগিতা।**—**সাইলিসিয়া রোগী স্বভাবতঃ বড়ই শীতকাতুরে,** সে গরম ভালবাসে, সর্ব্বদাই গরম কাপড়-চোপড় ব্যবহার করে, কানের ভিতর ঠাণ্ডা বাতাস লাগিবার ভয়ে সে কান

ঢাকিয়া রাখে। মোটের উপর **শীতার্তভাই সাইলিসিয়ার প্রকৃতি।** অনেক স্থলেই এই প্রকৃতিগত লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া সাইলিসিয়া দিয়া সুফল ফলিতে দেখা গিয়াছে। তাহার হাত-পায়ের তলা সব সময়েই ঠাণ্ডা, ঝড় ঝাপ্টা সে আদৌ সহ্য করিতে পারে না, শীতকালে সে সাধারণতঃ অসুস্থ হইয়া পড়ে।

**অস্থি-পূতি ও অস্থিক্ষয় ( হাড়ে ঝাঁঝরা ), অস্থিসন্ধি, গ্রন্থি, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী প্রভৃতির উপর ইহার ক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।** পুষ্টিকর খাদ্যাদি নিয়মিতভাবে খাইয়াও শিশু বেশ পুষ্টিলাভ না করিয়া দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে, কারণ ভুক্ত খাদ্যাদির সারাংশ শারীর-বিধানে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় না বা মিশিয়া যায় না, এইরূপ অবস্থায় সাইলিসিয়া ফলপ্রদ।

**পুঁজজনন ক্ষেত্রে সাইলিসিয়া একটি শক্তিশালী ঔষধ।** ফোড়া পাকিতেছে না, ফোড়া মাংসের খুব নীচে অবস্থিত ( deep seated ), এরূপ ক্ষেত্রে সাইলিসিয়া দিলে ফোড়ায় পুঁজ হয় এবং ফোড়া পাকিয়া উঠে এবং ক্রমে আরোগ্যপথে আনীত হয়। ক্যাল্‌কেরিয়া-সাল্‌ফও সমধর্ম্মী, তবে প্রভেদ এই, **সাইলিসিয়া পুঁজজনন ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া ফোড়া পাকাইয়া ও কাটাইয়া ক্ষত আরোগ্য করে, "ক্যাল্‌কেরিয়া-সাল্‌ফ" পুঁজজনন বন্ধ করিয়া পুঁজস্রাবী ক্ষত আরোগ্য করিয়া থাকে।** যেখানে যেখানে **পুঁজ** অর্থাৎ পুঁজপড়া দীর্ঘদিন ধরিয়া বন্ধ হইতেছে না, **ঘা-ও শুকাইতেছে না,** সেস্থলে সাইলিসিয়া অপেক্ষা **ক্যাল্‌কেরিয়া-সাল্‌ফই** উপযোগী ও নির্ভরযোগ্য ঔষধ। শোষ বা নালীঘায়ে ইহাতে বেশ কাজ হয়।

কানে তালা-লাগা ও বধিরতায় ইহা একটী অমূল্য ঔষধ। একবার একটি যুবক অনেকদিন ধরিয়া শুনিতে পাইত না, কান যেন বন্ধ হইয়া

আছে মনে হইত। উহাকে সাইলিসিয়া ২০০ একমাত্রা দেওয়া হইয়াছিল। দু'-এক দিন পরেই স্নান করিবার সময় ঐ বধির যুবকটির কানের ভিতর যেন কামান গর্জ্জনবৎ এক বিকট শব্দ হইয়া তাহার বন্ধ কান খুলিয়া গেল, সে শ্রবণশক্তি ফিরিয়া পাইল।

গণ্ডমালাগ্রস্ত, শীর্ণকায়, দেহের সহিত অসামঞ্জস্য বৃহৎ মস্তক, বৃহৎ উদরবিশিষ্ট শিশুগণ যাহাদের মাথার খুলি (ব্রহ্মতালু) শীঘ্র জোড়া লাগে না ও যাহারা সময়মত হাঁটিতে শিখে না, সে সমস্ত শিশুর পক্ষে সাইলিসিয়া অনেক স্থলে অমৃত তুল্য।

গো-বীজের টিকার মন্দ ফল ইহাদ্বারা নিরাকৃত হয়। যক্ষ্মারোগে খুব সাবধানতার সহিত ইহা ব্যবহার করিতে হয়, নচেৎ বিষময় ফল ফলিতে পারে।

পায়ের তলায় ঘাম বসিয়া বা ঘাম অবরুদ্ধ হইয়া যে সমস্ত রোগ হয়, তাহাতে সাইলিসিয়া একটি সিদ্ধিপ্রদ ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পদতলের ঘর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য স্রাবও দুর্গন্ধযুক্ত ; বাতরোগেও ক্ষেত্রবিশেষে ইহা আবশ্যকীয় ঔষধ।

**মন**।—কোনও বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না ; কোন বিষয়ে চিন্তা করা রোগীর পক্ষে দুরূহ। মনমরা, বিষাদভাবাপন্ন, নিরুৎসাহ, খিট্‌খিটে, সহজেই রাগিয়া উঠে, জীবনে বিতৃষ্ণা। শব্দ অসহনীয়তা, সামান্য গোলমালও সহিতে পারে না, সামান্য শব্দেই চমকাইয়া উঠে। সাইলিসিয়া রোগীর একটি মজার মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিবার বিষয়—সে সূঁচ, আলপিন প্রভৃতি সূক্ষ্মাগ্র ছোট ছোট জিনিষ লইয়া একমনে খেলা করিতে বা নাড়াচাড়া করিতে ভালবাসে ; এইরূপ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। এদিকে তার খুব একটা ঝোঁক দেখা যায়, সে এই সমস্ত জিনিষ না পাইলে খুঁজিতে থাকে। সন্ন্যাস।

**মস্তক**।—ঘাড় হইতে মস্তক শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত ব্যথা। এই ব্যথা ডানদিকেই বেশী; পড়িতে গেলে, কোনও কিছু করিতে চেষ্টা করিলে ও আলোতে ব্যথা বাড়ে, আক্রান্ত স্থানে গরম সেক্ দিলে ব্যথা কতকটা কম মনে হয়। ছেলেদের মাথার খুলি বা খুলির হাড় যথাসময়ে জোড়া লাগে না, ফাঁকাই থাকে; এই সমস্ত শিশুগণের মস্তকে প্রায়ই দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম হইতে দেখা যায়। মাথার উপর যন্ত্রণাদায়ক ফুস্কুড়ি, এই সকল ফুস্কুড়ি বা উদ্ভেদগুলিতে পুঁজও হইতে পারে। মাথার উপর রক্তার্ব্বুদ। চুলউঠা।

**চক্ষু**।—অশ্রুনালী, এই নালী দিয়া জল পড়ে; আঞ্জিনা, চোখের পাতায় শক্ত ফুস্কুড়ি, ইহা ক্রমে বড় হইতে পারে। অক্ষিপুট-প্রদাহ, ছানি, চোখে ঘা। লিখিতে গেলে বা পড়িতে গেলে অক্ষরগুলি যেন সব জড়াইয়া যায়। পাদস্বেদ বা পায়ের ঘাম অবরুদ্ধ হইয়া বা কোন প্রকার উদ্ভেদ বসিয়া যাইবার পর দৃষ্টিক্ষীণতা।

**কর্ণ**।—কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ অনুভূত হয়; উচ্চ শব্দ সহিতে পারে না। কানে পুঁজ; কর্ণ-প্রদাহ। বধিরতা, কানে তালা লাগা।

**নাসিকা**।—কাঁচা সর্দ্দি, নাক দিয়া জল পড়ে, হাঁচি; নাকের ভিতর কুট্‌কুট্ করে। নাকের ডগা লাল। পীনস বা পূতিনস্য, নাকের ভিতর দূষিত ঘা ও উহা হইতে দুর্গন্ধস্রাব। নাসাস্থির (দুই নাসা-রন্ধ্রের মধ্যস্থ হাড়) ক্ষয় এবং উহা অনেক সময় বসিয়া যায়। উপদংশাদি বিষদুষ্ট রোগেই অধিকাংশ স্থলে নাকের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। পুরাতন সর্দ্দি; আঘ্রাণশক্তি লোপ। নাসারন্ধ্র ও ঠোঁটের চারিদিকে ফুস্কুড়ি।

**মুখমণ্ডল**।—মুখে ব্যথা; মাঢ়ীতে ঘা। মুখের রঙ বিবর্ণ, চর্ম্ম ফাটা ফাটা। মুখের উপর নানারকম ছোট বড় উদ্ভেদ। চোয়ালের হাড় ব্যথাযুক্ত।

**মুখমধ্য।**—লালাস্রাবী গ্রন্থিতে পুঁজ; মুখে পচনশীল ক্ষত, তালুদেশে বা টাক্‌রায় ঘা। অনেকদিনের গলকোষপ্রদাহ, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে সাইলিসিয়া প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ঠোঁটের কোণে ঘা।

**জিহ্বা।**—জিবে ঘা; জিব শক্ত মনে হয়। মনে হয় জিবে যেন একখানি চুল পড়িয়া আছে; "নেট্রাম-মিউরিয়েটিকাম"এও এই অনুভূতি সুস্পষ্ট, তবে **নেট্রামে লালাস্রাব খুব বেশী।**

**দন্ত।**—সুতীব্র দন্ত-শূল; কিছুতেই এই শূলবেদনার উপশম হয় না— না গরম সেকে, না শৈত্য প্রয়োগে, গরম জল বা ঠাণ্ডা জলে কুলি করিলে কোনটাতেই আরাম হয় না। অনেক সময় এই প্রকার দন্তশূল পায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া হইয়া থাকে। দাঁতের ভিতরে বেদনা, দন্তমূলে স্পঞ্জবৎ ঝিল্লী জমে। মাঢ়ী স্ফীতি; দন্তনালী, দাঁতের গোড়ায় শোষ।

**গলমধ্য।**—গলগ্রন্থি ( thyroid gland ) বড় হয়; তালুমূলপ্রদাহ ( tonsillitis ), প্রদাহিত তালুমূলে পুঁজ হয় এবং উহা শীঘ্র ভাল হয় না। সময়ে সময়ে ( প্রদাহ ) গলক্ষত হয়। তালুদেশ অসাড় মনে হয়।

**পরিপাকযন্ত্র।**—অতি ক্ষুধা। অজীর্ণ, অম্ল উদ্গার, বুকজ্বালা, প্রাতর্বমন—সকালে বমি হয়। মাংস ও গরম জিনিসে বিতৃষ্ণা; মদ বা অন্য কোনও প্রকার উত্তেজক পদার্থ মোটেই সহ্য হয় না। স্তন্যপান করিবার পরই শিশু বমি করিয়া ফেলে। শরীরের তুলনায় শিশুর পেট বড় দেখায়; শিশুর গোঁড়টিও বড়। গো-বীজের টিকা দিবার পর অনেক সময়ই কোন কোন শিশুর দুর্গন্ধ-মলস্রাবী উদরাময় হইয়া থাকে, ঐ সঙ্গে শিশুর মাথায় টক্‌গন্ধ ঘাম, পেটটি গরম ও শক্ত; এরূপক্ষেত্রে সাইলিসিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। কোষ্ঠকাঠিন্য, **মল কতকটা বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে ঢুকিয়া যায়,** মলান্ত্র বা সরলান্ত্র কতকটা অসাড় বলিয়া এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধতা সহ প্রায়ই শিরদাঁড়ায় ব্যথা থাকে। যকৃতের উপর ফোড়া; ভগন্দর।

**মূত্রযন্ত্র**।—অসাড়ে মূত্রস্রাব, শিশু বিছানায় প্রস্রাব করিয়া ফেলে; যে সমস্ত শিশুর ক্রিমি আছে, তাহারাই সাধারণতঃ বিছানায় প্রস্রাব করে। মূত্রগ্রন্থি ( kidney )-তে পুঁজ হয়, তাই মূত্রসহ পুঁজ ও সময়ে সময়ে শ্লেষ্মা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্রাবে লালবর্ণ বালির মত তলানি পড়িতে দেখিতে পাওয়া যায়।

**পুংজননেন্দ্রিয়**।—অণ্ডকোষে জলসঞ্চয় ও একশিরার ইহা একটি ভাল ঔষধ; প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় অণ্ডকোষ ফোলে ও উহাতে খুব ব্যথা হয়, তৎসহ জ্বর প্রভৃতি অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ দেখা দেয়। পুরাতন উপদংশ ও প্রমেহ; উপদংশে পুজ ও প্রমেহে দুর্গন্ধ শ্লেষ্মাস্রাব। শুক্রক্ষয়।

**স্ত্রীজননেন্দ্রিয়**।—নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই মাসিক রজঃস্রাব হয়; স্বল্পরজঃস্রাব; কচিৎ প্রচুর রজঃস্রাব হইয়া থাকে। যোনিমুখ জ্বালা করে ও চুলকায়। প্রদর স্রাব প্রচুর; যেখানে লাগে সেখানেই হাজিয়া যায় ও কুট্‌কুট্‌ করে। যোনিপথে ছোট আবের মত হয়; কামোন্মাদ; বন্ধ্যাত্ব।

**শ্বাসযন্ত্র**।—ঘন, পুজের মত শ্লেষ্মা উঠে, বুকের অন্তঃস্থলে খুব ব্যথা, অত্যধিক দুর্ব্বলতা। গলা সুড়্‌সুড়্‌ করিয়া কাসি, স্বরভঙ্গ। ছোট রোগা ছেলেদের কাসি, সেই সঙ্গে নিশাঘর্ম্ম। নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস, থাইসিস প্রভৃতি রোগে বুক ঘড় ঘড় করা, শ্লেষ্মাস্রাব, প্রচুর নিশাঘর্ম্ম, বুকে ব্যথা। থাইসিস বা যক্ষ্মারোগে বিশেষ সাবধানতার সহিত "সাইলিসিয়া" ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নচেৎ অনিষ্টের আশঙ্কা খুব বেশী। শুইলেই প্রবল কাসি; কাসিতে কাসিতে ঘন হল্‌দে থাবা থাবা শ্লেষ্মা উঠে; প্রায়ই শ্লেষ্মাসহ কণাবৎ ছোট ছোট টুক্‌রা দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখনও ফেনাফেনা রক্ত উঠে। ঠাণ্ডা লাগাইলে বা ঠাণ্ডা পানীয় পানে কাসির উদ্রেক হয়, কাসি বাড়ে।

**রক্তসঞ্চালনযন্ত্র।**—বসিলে এত জোরে বুক ধড়্ফড়্ করে যে, রোগীকে কোন কিছু ধরিয়া স্থির থাকিতে হয়। তাড়াতাড়ি চলিলে বা প্রবল সঞ্চালনে ভয়ানক কষ্টকর বুক ধড়ফড়; মনে হয় বুকে কেহ হাতুড়ি মারিতেছে। নাড়ী সূক্ষ্ম শক্ত ও দ্রুত, অনেক সময় নাড়ী অনিয়মিত এবং মৃদু।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—স্কন্ধফলকদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীস্থলে ব্যথা। মেরুদণ্ড বিকৃত একটু যেন বাঁকা বাঁকা। মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়ায় ব্যথা। অনেকক্ষণ কোনও শক্ত জায়গা বা আসনে বসিয়া থাকিলে অথবা ঘোড়ায় চড়িয়া অনেক দূর ভ্রমণে মেরুপুচ্ছে ব্যথা। নখ বিকৃত, সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। আঙ্গুলহাড়া, বিষব্রণ, কটিদেশে দুষ্ট স্ফোটক প্রভৃতিতে সাইলিসিয়া ভাল কাজ করে। পায়ের তলায় দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। বেশী চলিলে পায়ে ও পায়ের আঙ্গুলে খালধরে, লিখিতে লিখিতে হাতে খুব খাল ধরে। রাত্রিকালে কাঁধে ও হাতে ব্যথা, গরম কাপড়-চোপড় ঢাকা দিলে উপশম। হাঁটুতে বাতবেদনা, হাঁটু ফোলে ও তাহাতে জলসঞ্চয় হয়।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি।**—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপিতে থাকে, তৎসহ পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা যায়। ভয়ানক দুর্ব্বলতা জন্য রোগী শুইয়া পড়িতে চায়। সর্ব্বাঙ্গে বা স্থানে স্থানে ব্যথা, আক্রান্ত স্থান ঠাণ্ডা বোধ হয়, ঠাণ্ডা ঘরে বা ঠাণ্ডা জলবায়ুতে যন্ত্রণা বাড়ে। মেরুমজ্জার ক্ষয়। রাত্রিকালে মৃগী। যুগপৎ মূর্চ্ছা ও স্নায়ুশূল।

**নিদ্রা।**—ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির চিন্তায় অনিদ্রা। বুক ধড়ফড় করা, নাড়ী দ্রুত, গা গরম। সুপ্ত অবস্থায় বকে। দুঃস্বপ্ন নিদ্রিত অবস্থায় শরীরের কোনও অংশ হঠাৎ স্পন্দিত হয় বা দেহ চম্‌কাইয়া উঠে। স্বপ্নবিচরণ—ঘুমের ঘোরে চলিয়া বেড়ায়।

**জ্বর**।—দিনের বেলা একটু নড়িলে-চড়িলেই **শীতবোধ,** গা ঠাণ্ডা, বৈকালের দিকে গা গরম, সমস্ত রাত্রি গরম থাকে ও পায়ের তলা জ্বালা করে। ক্ষুধামান্দ্য, আহারে রুচি থাকে না, দৌর্ব্বল্য, তৎসহ সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মসিক্ত, মস্তকে ঘর্ম্ম, **পদতলে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম**। ক্ষুধারাহিত্য ও দুর্ব্বলতা সহ নিশাঘর্ম্ম।

**ত্বক**।—গা-ফাটা চুলকানি, গাজ্বালা, ফুস্কুড়ি, আব, আঁচিল, ব্রণ, বিষব্রণ, স্ফোটক, বিষস্ফোটক, ক্ষত, আঙ্গুলহাড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়াদায়ক উদ্ভেদ। ছোট ছেলেদের মাথায় ও মুখের উপর ঘা, ঐ ঘায়ে মামড়ী বা পরদা পড়ে এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ রসস্রাব হয়। প্রায়ই ব্রণ হয়। ঘা সহজে শুকায় না, নালী বা শোষ হয়। সামান্য ঘা, এমন কি একটু আঁচড় লাগিলেও পুঁজ হয়। মলদ্বারের শোষে বা যে কোনও শোষে সাইলিসিয়ার ক্রিয়া বহুক্ষেত্রে পরীক্ষিত। শোথ রোগের অবস্থাবিশেষে সাইলিসিয়া আবশ্যক হয়। কুষ্ঠরোগেও সাইলিসিয়া বেশ কাজ করে।

**হ্রাস-বৃদ্ধি**।—রাত্রিকালে, পূর্ণিমার প্রাক্কালে, পূর্ণিমার দিন ও দু'-একদিন পর পর্যান্ত বৃদ্ধি; মুক্ত বাতাসে, পায়ের ঘাম বন্ধ করিলে, পা ঠাণ্ডা জলে ডুবাইলে বা ঠাণ্ডা লাগাইলে সব যন্ত্রণা বাড়ে। তাপ প্রয়োগে এবং গরম ঘরে সকল প্রকার অস্বস্তির উপশম। শিরঃপীড়া, মাথায় গরম কাপড় জড়াইলে কমে। পেটব্যথা, বাতের ব্যথা, কাসি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ গরমে উপশম। যেখানে গরমে উপশম ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি সেখানে সাইলিসিয়ার কথা ভাবা উচিত।

**প্রয়োগ**।—৬x, ১২x; সময়ে সময়ে উচ্চশক্তিতে খুব ভাল কাজ হয়। কার্ব্বাঙ্কল প্রভৃতি দুরারোগ্য ক্ষতে কেহ কেহ সাইলিসিয়ার বাহ্যপ্রয়োগ করিতে বলেন।

# চিকিৎসা

## ফোড়া

( Abscess )

দেহের কোন স্থান প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত হইলে তাহাকে সাধারণতঃ স্ফোটক বা ফোড়া বলে ; ইহা প্রথম অবস্থায় লাল দেখায় ও ইহাতে উত্তাপ থাকে ; হয় ইহা বসিয়া যায়, নয় ইহাতে পুঁজসঞ্চার হইয়া থাকে। ব্রণও স্ফোটক পর্য্যায়ভুক্ত, তবে ইহা অপেক্ষাকৃত ছোট ও অধিকতর সূক্ষ্মাগ্র হয়।

দুষ্টব্রণ বা কার্ব্বাঙ্কলের অনেকগুলি মুখ হয় ; ইহাতে জ্বালা খুব বেশী। ইহার রঙ সচরাচর বেগুনে। বহুমূত্রগ্রস্ত লোকের কার্ব্বাঙ্কল আশঙ্কাজনক ; অনেক স্থলেই ইহাতে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

**আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা**—সুপাচ্য বলকারক পথ্য ব্যবস্থা। ক্ষতাদি পীড়ায় মাংস ভক্ষণ নিষেধ।

**ফেরাম-ফস্** ৬x, ১২x—জ্বর আক্রান্ত স্থান উত্তপ্ত, দপ্ দপানি প্রভৃতি। প্রথম অবস্থায় দিলে পুঁজজনন বন্ধ হয়।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x, ১২x—পুঁজ জন্মিবার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে প্রায়ই ফোড়া বসিয়া যায় ; স্তনের ফোড়ায় বিশেষ কার্য্যকরী। আক্রান্ত স্থানে ইহার "জলপটি" দেওয়াও চলে।

**সিলিকা** ৬x, ১২x—পুঁজ জন্মিবার পর ( শীঘ্র শীঘ্র ফোড়া পাকাইবার জন্য )। "আঙ্গুলহাড়া"র ইহা একটী বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

**ক্যাল্কে-ফ্লু** ৩x, ৬x, ১২x—পুঁজযুক্ত ক্ষত বা ঘা, ক্ষতের পার্শ্বস্থ ত্বক কঠিন; অস্থি পর্য্যন্ত ক্ষতের বিস্তৃতি। স্তনে স্ফোটকজনিত নালীঘা'র উৎকৃষ্ট ঔষধ।

**ক্যাল্কে-সাল্ফ** ৬x, ১২x—**সিলিকা** প্রয়োগে পুঁজ নিঃশেষ না হইলে ইহার দ্বারা বেশ কাজ হয়; ইহা ব্যবহারে শীঘ্রই পুঁজ শুকাইয়া যায় ও ক্ষত আরোগ্য হয়।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৩x, ৬x—বহুদিনের পুরাতন শোথ হইতে জলবৎ তরল পুঁজ বা রসস্রাব। নখমূল প্রদাহ এবং নখমূল হইতে পুঁজস্রাব।

**কেলি-ফস্ফরিকাম** ৩x, ৩০x—ক্ষত পচনশীল, রক্ত কিংবা রক্ত মিশ্রিত দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব।

## অ্যাডিশন রোগ

( Addision's Disease )

টমাস অ্যাডিসন নামক জনৈক চিকিৎসক সর্ব্বপ্রথম এই রোগের বর্ণনা করেন, এইজন্য ইহাকে "অ্যাডিশন রোগ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণতত্ত্ব নির্ণীত হয় নাই। ইহাতে রক্তস্বল্পতা ও ক্রমবর্দ্ধনশীল পৈশিক দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে এবং ত্বক তাম্রবর্ণ হয়। এই রোগ খুব কম দেখা যায়। আরোগ্যের সম্ভাবনা কম।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ৩০x—প্রধান ঔষধ। মূত্রপিণ্ড প্রদেশ গরম, মনে হয় উহা যেন টানিয়া আছে; মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে বা ঈষৎ হরিদ্রাভ; অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা; খিট্‌খিটে ও ক্রোধপ্রবণ; উঠিলে মাথা ঘুরে। হাত-পা ঠাণ্ডা। প্রায়ই হাই তোলে কিন্তু ঘুম হয় না। দাঁড়াইলে পা কাঁপে, ঝাপসা দৃষ্টি, বমনেচ্ছা বমন, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটে চাপবোধ।

# রজোরোধ

( Amenorrhœa )

আমাদের দেশের মেয়েরা ১২।১৩ বৎসর বয়সে সাধারণতঃ প্রথম ঋতুমতী হইয়া থাকে। এই ঋতু ৪০।৪৫ বৎসর, কাহার কাহারও ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে, ইহার পরই মাসিক ঋতু চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়। রক্তস্বল্পতা, ঠাণ্ডা লাগা, রোগ, শোক প্রভৃতি নানা কারণে অনেক সময় ঋতু আরম্ভ হইবার পর অকালে এই নিয়মিত মাসিক রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া যায়; ইহাকেই রজোরোধ কহে। প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের ( তরুণীদের ) যথাসময়ে **প্রথম ঋতু** প্রকাশ না পাইলে তাহাও "রজোরোধ" পর্য্যায়ভুক্ত। গর্ভসঞ্চারকাল হইতে প্রসবের কয়েক মাস পর পর্য্যন্ত ঋতু বন্ধ থাকা স্বাভাবিক।

**ক্যাল্কে-ফস** ৬x, ১২x—রক্তস্বল্পতা জন্য রজোরোধ। রোগী বিষণ্ণ ও দুর্ব্বল।

**কেলি-ফস** ৩x, ৬x—সর্ব্বাঙ্গীণ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, রজোরোধ জন্য বুকের যাতনা, মাথাব্যথা ও খিট্‌খিটে স্বভাব।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত, রসপ্রধান ধাতু। কোষ্ঠকাঠিন্য।

**কেলি-সাল্‌ফ** ৩x, ৬x—রজঃস্রাব বিলম্বিত এবং অল্প, তলপেটে ভারবোধ।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ১২x—অল্পবয়স্কাদের বিলম্বিত ঋতুস্রাব, তৎসহ মাথাব্যথা।

**ম্যাগ-ফস** ৬x, ১২x—তলপেটে খালধরা। হাতে-পায়ে খেঁচুনি।

## রক্তস্বল্পতা

( Anæmia )

পোষণক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, অতিরিক্ত রজঃস্রাব বা শুক্রক্ষরণ, বহুদিন রোগভোগ প্রভৃতি কারণে রক্তস্বল্পতা ঘটে। ইহাতে শরীর শীর্ণ ও রক্তহীন (ফ্যাকাসে) দেখায়। এই রোগে শোথ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

**আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।**—পুষ্টিকর লঘুপাক পথ্য ব্যবস্থা। মুক্তবায়ু সেবন এবং সহমত নদী বা পুষ্করিণীর জলে অথবা গরম জলে স্নান হিতকর।

**ক্যাল্কে-ফস** ৩x, ৬x, ১২x—পোষণক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য বা কোন ক্ষয়জনক রোগের পর রক্তস্বল্পতা। দাঁড়াইলে মাথাঘোরে, জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত, বিস্বাদ, গা-বমি-বমি, তরল মল, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, বুক ধড়্ফড়্ করা।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—ক্যাল্কে-ফস সেবনের পরও যদি শোণিতের লালকণিকাচয় যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত না হয়।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ৩০x—শোণিত পাতলা জলবৎ, জমাট না না বাঁধা, হরিৎ পীড়া। তরুণীদের অনিয়মিত ও অপরিমিত ঋতুস্রাব হেতু পীড়া। ম্যালেরিয়া ও কুইনিন অপব্যবহার জন্য রক্তস্বল্পতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বুক ধড়ফড় করা, বক্ষমধ্যে অস্বস্তি বোধ। সকালবেলা কাসি, ক্ষয়কর পীড়ার পর রক্তস্বল্পতা; সহজেই ক্লান্তি ও অবসন্নতা।

**নেট্রাম-ফস** ৬x, ১২x—রক্তস্বল্পতা সহ অজীর্ণতা, অম্লবমন বা উদ্গার। সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য, একটু হাঁটিলে বা সিঁড়ি দিয়া উঠিলে ক্লান্তি বোধ, একটু চলিলে পা এত অবশ হয় যে আর চলিতে পারে না।

**কেলি-ফস** ৬x, ৩০x—মানসিক অবসাদ জনিত পীড়া।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—চর্ম্মরোগ সহ পীড়া।

**সিলিকা** ৬x, ৩০x—শিশুদের হরিৎ পীড়া।

# ধমনীর প্রসারণ বা স্ফীতি

( Aneurism )

আঘাত লাগা প্রদাহযুক্ত ক্ষত, বিশেষতঃ উপদংশ, রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত, বহুমূত্র, বাত প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। ইহাতে আভ্যন্তরিক রক্তক্ষরণ হইতে পারে এবং তজ্জন্য আক্রান্ত স্থানে রক্তছড়া বা রক্তমণ্ডল অর্থাৎ লাল, নীল প্রভৃতি দাগ দেখা যায়। স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষের এই রোগ বেশী হয়।

**ক্যাল্কে-ফ্লু** ৩x, ৬x, ১২x—প্রধান ঔষধ। রোগের প্রথম অবস্থায় ইহার প্রয়োগে রোগ আর বাড়িতে পারে না।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ। রোগের প্রথম অবস্থায় ইহার প্রয়োগে রোগ আর বাড়িতে পারে না।

# হৃৎশূল

( Angina Pectoris )

ইহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক রোগ। হৃৎপিণ্ডে হঠাৎ ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া বাম স্কন্ধে এবং তথা হইতে সমস্ত বাম বাহু, এমন কি নখাগ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। এই আক্রমণ কয়েক মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। ইহা সাধারণতঃ রাত্রিকালে হয়, ক্বচিৎ দিবাভাগেও হইয়া থাকে। ইহাতে ঘন ঘন নিঃশ্বাস, উৎকণ্ঠা, শীতল ঘর্ম্ম, মুখমণ্ডল শীতল ও রক্তহীন, ভয়, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। অনেক সময় আক্রমণকালে যে মূর্চ্ছা হয় সেই মূর্চ্ছা মৃত্যুতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। বায়ু নিঃসরণ, বমন বা প্রচুর মূত্রস্রাব হইলেই

যন্ত্রণার উপশম হয়। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষই বেশীর ভাগ এই রোগে আক্রান্ত হয়। অতিরিক্ত চিন্তা, অত্যধিক পরিশ্রম, অতিমাত্রায় ধূমপান, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ৩x, ৬x**—স্নায়বিক আক্ষেপ বা স্নায়ুশূল সহ খেঁচুনি; তীব্র বেদনা। গরম জল সহ সেব্য।

**কেলি-ফস ৬x, ৩০x**—দৌর্ব্বল্য বা নিস্তেজ অবস্থা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল ও সবিরাম। মূর্চ্ছাপ্রবণতা।

**ফেরাম-ফস ৩x, ৬x**—জ্বালাকর তাপ বোধ, মুখমণ্ডল রক্তিমাভ। ম্যাগ্নেসিয়া-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে প্রযোজ্য।

ডাঃ চ্যাপমেন একটি ২৫ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের নিম্নোক্ত রোগবিবরণ লিখিয়াছেন—

তাঁহার বুকের বাদিকে কর্ত্তনবৎ ও ছুরিকা বিদ্ধের ন্যায় বেদনা এবং নাড়ী অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। আত্মীয়েরা তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত মনে করিয়াছিল।

বেদনার জন্য উষ্ণ জলে ম্যাগ্নেসিয়া-ফস এবং তৎসহ হৃদয় দৌর্ব্বল্যের জন্য পর্য্যায়ক্রমে কেলি-ফস ব্যবস্থা করায় তিনি আরোগ্যলাভ করেন।

## স্বরভঙ্গ

(Aphonia)

চীৎকার করা, কাসি, জলে ভিজা, ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে স্বরভঙ্গ হয় বা গলা ভাঙ্গিয়া যায়। লেরেঞ্জাইটিস, টিউবারকুলোসিস্ এবং সিফিলিস রোগেও স্বরভঙ্গ হয়।

**আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।**—গরম জল ও গরম দুগ্ধপান ভাল। গলায় গরম কপড় জড়ান উচিত।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ। গায়ক ও বক্তাদিগের স্বরভঙ্গ; জলে ভিজা বা ঠাণ্ডা লাগান জন্য স্বরভঙ্গ; সন্ধ্যাকালে সাধারণতঃ বাড়ে।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—ঠাণ্ডা লাগিয়া স্বরভঙ্গ, স্বরলোপ। দুরারোগ্য স্বরভঙ্গে **"ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ"** সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে সুফল হয়।

**কেলি-ফস্** ৬x, ১২x—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করা জন্য দুর্ব্বলতা ও স্নায়বিক অবসাদ সহ স্বরভঙ্গ।

# মুখে ঘা

( Aphthæ, Thrush )

অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মুখগহ্বর অপরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। ইহাতে জিহ্বায় ছোট ছোট বেদনাযুক্ত ফুস্কুড়ি জন্মে ও মুখের ভিতর ঘা হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর লালাস্রাব হইতেও দেখা যায়।

**আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।**—গরম জলে একটু সোহাগা মিশাইয়া দিনের মধ্যে তিন-চার বার মুখ ধোয়া উচিত।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৬x—পারদ অপব্যবহারের পর। বেশী থুতু উঠা। লালাস্রাব।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x—শিশু ও শুশ্রূষাকারিণীর মুখে ঘা।

**কেলি-ফস্** ৩x, ৬x—শুষ্ক জিহ্বা, মাঢ়ী হইতে রক্ত পড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে কেলি-মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা চলে।

**সাইলিসিয়া** ৩x, ৬x—মুখে দুর্গন্ধ।

## উপাঙ্গ-প্রদাহ

( Appendicitis )

বৃহদন্ত্রের সহিত সংলগ্ন ক্রিমির আকৃতি বিশিষ্ট নলী বিশেষকে আমরা "উপাঙ্গ" নামে অভিহিত করিয়াছি। ভারী জিনিষ তোলা, দৌড়ান, লাফান, আঘাত লাগা, আহারের দোষ, অপাচ্য দ্রব্য ( মাছের কাঁটা, ফলের বীজ ) ভোজন প্রভৃতি কারণে ইহার প্রদাহ হয়। এই রোগ বৃদ্ধ অপেক্ষা যুবার এবং স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের বেশীর ভাগ হইয়া থাকে। ইহাতে উদরের দক্ষিণ দিকে যন্ত্রণা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শরীরের উষ্ণতা, মাথা-ব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য, বমনেচ্ছা বা বমন ও অত্যন্ত অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। ইহাতে স্ফোটক উদ্গম বা অন্ত্রাবরক-ঝিল্লী-প্রদাহ (peritonitis) হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ঔষধেই এই রোগ সারে, অপারেশনের প্রয়োজন হয় না। রোগ সারিয়া গেলেও দৌড়ান, লম্ফ প্রদান, ভার উঠান ইত্যাদি করা অনিষ্টজনক। স্ফীত স্থানে ফেরাম-ফস্ ১x-এর প্রলেপ বা গ্লিসারিণ মাখাইয়া রাখিলে উপকার দর্শে।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x, ১২x—পীড়ার প্রারম্ভে, জ্বর লক্ষণে

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—স্ফীতি জন্য।

**ক্যাল্কে-সাল্ফ** ৬x, ১২x—স্ফোটক উদ্গমে বা ফোড়ায় পুঁজ উৎপত্তিকালে ( সিলিকা সহ পর্য্যায়ক্রমে সেব্য )।

## সন্ধি-প্রদাহ

( Arthritis )

ইহা কতকটা বাত-জ্বরের অনুরূপ। ইহাতে গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয় ও ফোলা থাকে এবং তৎসহ জ্বর দেখা যায়। এই রোগে সন্ধিস্থলের অস্থি

বৰ্দ্ধিত ও বিকৃত এবং কোমল হইতে পারে। ইহা পুরাতন হইলে আরোগ্যের আশা কম। ইহার কারণ-তত্ত্ব নির্ণীত হয় নাই।

**ফেরাম-ফস্** **৩x, ৬x**—তরুণ আক্রমণে ( জ্বর লক্ষণ অন্তর্হিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধটি সেব্য )। নড়িলে-চড়িলে সন্ধিস্থলে বেদনা।

**কেলি-মিউর** **৩x, ৬x**—তরুণ আক্রমণ ; আক্রান্তস্থল স্ফীত, জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত ; সঞ্চালনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

**নেট্রাম-সাল্ফ** **৬x, ১২x**—পুরাতন রোগে প্রধান ঔষধ।

**নেট্রাম-ফস্** **৩x, ৬x, ৩০x**—অম্লপ্রবণ ধাতু ; সন্ধিচয়ের বাত। তরুণ গ্রন্থিবাত ( ফেরাম-ফস বিফল হইলে ), পুরাতন গ্রন্থিবাত ; অম্লগন্ধবিশিষ্ট প্রচুর ঘর্ম্ম ; প্রস্রাব ঘোর লাল ; হাঁটুর স্ফীতি, উহা উত্তপ্ত ও যন্ত্রণাদায়ক।

# হাঁপানি

## ( Asthma )

হাঁপানি অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। ইহাতে দারুণ শ্বাসকষ্ট, বক্ষঃস্থলে চাপবোধ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। রাত্রিকালেই ইহার প্রকোপ প্রবলরূপে প্রকাশ পায়। আক্রমণকালে রোগী শুইয়া বা বসিয়া থাকিতে পারে না। প্রচুর মুক্তবায়ু পাইবার জন্য ব্যাকুল হয় ; কাসিতে কাসিতে কতকটা শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

পিতামাতার হাঁপানি থাকিলে অনেক স্থলেই সন্তানের হাঁপানি হইয়া থাকে, নাসারন্ধ্র অর্ব্বুদ, অজীর্ণতা, জরায়ু বা ডিম্বকোষের ব্যাধি, হৃৎপিণ্ডের পীড়া, বাত, উপদংশ, স্যাঁৎসেঁতে স্থানে বাস, শ্বাসযন্ত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস সহ ধূলিকণা ও ধূম প্রবেশ প্রভৃতি এই রোগোৎপত্তির গৌণ কারণ। এই রোগে মৃত্যুর আশঙ্কা কম, বরং রোগী দীর্ঘজীবী হয় ;

তবে ক্বচিৎ শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতে শুনা গিয়াছে। এই রোগ প্রায়ই নিরাময় হয় না।

স্থান পরিবর্ত্তনে সুফলের সম্ভাবনা। অনেকে বৈদ্যনাথ প্রভৃতি উচ্চ ও শুষ্ক স্থানে ভাল থাকেন, আবার কেহ বা সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে সুস্থ বোধ করেন; সুতরাং স্থাননির্ব্বাচন সম্বন্ধে নিশ্চয়তার সহিত কিছুই বলা যায় না। টানের সময় শুষ্ক ধুতুরা পাতার চুরুটের ধূমপানে অথবা শুষ্ক পাতা পোড়াইয়া ঐ ধূম টানিলে সাময়িক উপকার হয়।

**কেলি-ফস্** ৬x, ৩০x—প্রধান ঔষধ।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—পাকাশয়িক গোলযোগ; সাদা কঠিন শ্লেষ্মা। হৃৎপিণ্ডের পীড়া জন্য হাঁপানি।

**কেলি-সালফ** ৩x, ৬x—গ্রীষ্মকালে রোগের বৃদ্ধি; হল্‌দে শ্লেষ্মা। খাওয়ার পর হাঁপ বাড়ে।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ৩০x—মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস সঙ্কুচিত হইয়াছে। কাসিলে সহজে সর্দ্দি উঠে না। শ্লেষ্মা পরিষ্কার ও ফেনিল। কাসিলে চোখ দিয়া জল পড়ে।

**নেট্রাম-সালফ** ৬x, ২০০x—যুবক-যুবতীদিগের হাঁপানি। প্রমেহ-বিষ-দুষ্ট-ধাতুবিশিষ্ট লোকের হাঁপানি; ভোর ৪টা বা ৫ টার সময় টান আরম্ভ; কাসিতে কাসিতে হরিতাভ প্রচুর সর্দ্দি উঠে। ছোট ছেলেদের হাঁপানি। আর্দ্র বায়ু বা ঝড়-বৃষ্টিতে বৃদ্ধি।

**সিলিকা** ৬x, ৩০x—কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস।

# শিশুর শীর্ণতা

## ( Rachitis )

পরিপোষণ ক্রিয়া ভালরূপ না হইলে এই রোগ জন্মে। ইহাতে শিশুর হাত-পা সরু ও অনেক সময় দেহের তুলনায় মাথা ও পেট বড় দেখায়; হাড় বেশ শক্ত হয় না এবং শিশু যথাসময়ে চলিতে এমন কি দাঁড়াইতে শিখে না।

অপুষ্টিকর খাদ্য, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, রৌদ্র ও বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব, মাতার অজীর্ণতা, ভুক্তদ্রব্য ভালরূপ পরিপাক না হওয়া, শীঘ্র শীঘ্র মাই ছাড়ান অথবা বহুদিন মাই খাওয়ান প্রভৃতি এই রোগোৎপত্তির কারণ।

**ক্যাল্‌কে-ফস্‌ ৬x, ৩০x**—প্রধান ঔষধ। অসমীকরণ ( অর্থাৎ পানীয় বা ভুক্তদ্রব্য রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতিতে পরিণত না হওয়া ), উদরাময় ও উদরাধ্মান।

**কেলি-ফস্‌ ৬x, ১২x**—অবসাদ, অনিদ্রা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষয়কর পীড়াসমূহ, দুর্গন্ধস্রাব, "অস্থি"র শীর্ণতা।

**নেট্রাম-ফস্‌ ৩x, ১২x**—অম্ল উপসর্গচয় ( যথা, রোগীর গাত্রে এবং ভেদ-বমন, ঘর্ম্ম প্রভৃতি শরীর নিঃসৃত পদার্থচয়ে টক্ গন্ধ ), উদর স্ফীত, যকৃৎ বড়, অজীর্ণ মল।

**নেট্রাম-মিউর ৩x, ৬x**—শিশুদের ঘাড় ও গলা শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ হইতে থাকে। খিট্‌খিটে; শিশু দেরিতে কথা কহিতে শিখে; শীতভাব, পাণ্ডুবর্ণ; কোষ্ঠবদ্ধতা।

**সিলিকা ৬x, ৩০x**—দেহ শীর্ণ, মাথা বড়; শিশু খুব কম ঘামে এবং সহজেই রাগে; মাই খাইতে চাহে না, খাইলে বমন করে; মল তরল ও দুর্গন্ধ।

# বিষাক্ত কীটাদির দংশন

## ( Bites of Insects )

বিষাক্ত কীটাদির দংশনে মানুষ অনেক সময় যন্ত্রণায় পাগলের মত হইয়া যায়। মৌমাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, ডাঁস, বিছা প্রভৃতির দংশনে যে উৎকট যন্ত্রণা হয়, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের বোধগম্য নহে। বোল্‌তা, মৌমাছি প্রভৃতি হুল ফুটাইলে ব্লেড, ধারাল ছুরি বা বনডুমুরের পাতা দ্বারা যেস্থানে হুল ফুটাইয়াছে ঐ স্থানে ঘষিয়া দিলে হুলগুলি উঠিয়া যায়। হুলগুলি দেহে থাকিয়া গেলে, বিশেষতঃ সুঁয়া-পোকার হুল বা শুঁয়াগুলি চর্ম্মের ভিতরে থাকিলে প্রায় ক্ষেত্রেই ঐ স্থান পাকিয়া উঠে। ডাঃ সুস্‌লার কীটাদির দংশনে **নেট্রাম-মিউর** ৩x ব্যবহারের উপদেশ দেন। ইহা ব্যবহারে দংশন জনিত উপসর্গাদি অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। নেট্রাম-মিউর ১x চূর্ণ দ্বারা পেষ্ট প্রস্তুত করিয়া বাহ্যপ্রয়োগ এবং উহার ৩x ও ৬x অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ভীমরুল বা বোল্‌তায় দংশন করিলে সরিষার তৈল, কেরোসিন, পেঁয়াজের রস, কচুগাছের ডগার রস অথবা কর্পূর হুলফোটান স্থানে লাগাইয়া দিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

**মাছের কাটা** গলায় বিঁধিলে **সাইলিসিয়া** ৩x, ৬x ঘন ঘন মাত্রায় প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। গলায় কাঁটা বিঁধিলে সঙ্গে সঙ্গে ভাত চট্‌কাইয়া অথবা রুটি বা কলা গিলিয়া খাইলে অনেক সময় উপকার দর্শে। ইহাতে ফল না পাওয়া গেলে অস্ত্রচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

# অস্থি-পীড়া

## ( Diseases of the Bones )

হাড়ের বিবিধ পীড়ায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ফলপ্রদ।

**স্পাইনা-ভেনটোসা রোগে—ম্যাগ-ফস** ৩x, ৬x **ক্যাল্‌কে-ফ্লোরের** সহিত পর্য্যায়ক্রমে উপযোগী।

**অস্থির কোন অংশ নষ্ট** হইলে—**সাইলিসিয়া** ৬x, ১২x বা তদূর্দ্ধ শক্তি কার্য্যকরী।

**অস্থিক্ষত** হইতে গাঢ় হলুদবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ নির্গত হইলে—সাইলিসিয়া ১২x, ৩০x।

**উরুসন্ধি রোগে** অত্যন্ত দুর্গন্ধপূর্ণ স্রাব নিঃসরণ লক্ষণে—সাইলিসিয়া ৩০x বা তদূর্দ্ধ শক্তি ফলপ্রদ।

**অস্থির টিউমার** বা অস্থির বিবর্দ্ধন রোগে—**ক্যাল্‌কে-ফ্লোর** ১২x, ৩০x।

উপদংশ ও পারদের অপব্যবহারের ফলে অস্থি আক্রান্ত হইলে—**ক্যাল্‌কে-ফ্লোর** ৩০x।

মস্তকাস্থির শীর্ণতায়—**ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ** ৬x, ৩০x।

কোমলাস্থির প্রদাহ ও বেদনায়—**ফেরাম-ফস্‌** ৩x, ৬x।

দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় সহ অস্থির শীর্ণতায়—**কেলি-ফস্‌** ৩x, ৬x বা তদূর্দ্ধ।

জানুর আড়ষ্টতা ও অস্থির বেদনাদিতে—**নেট্রাম-সাল্‌ফ** ১২x, ৩০x বা তদূর্দ্ধ।

# ব্রাইট পীড়া

( Bright's Disease )

ইহা মূত্র-গ্রন্থির রোগবিশেষ। রিচার্ড ব্রাইট নামক জনৈক চিকিৎসক প্রথমে ইহার বর্ণনা করেন, তাঁহার নাম অনুসারে এই রোগের নামকরণ হইয়াছে।

ইহা অতি কঠিন রোগ ; আরোগ্যের আশা কম।

ইহাতে মূত্রগ্রন্থি প্রদাহান্বিত হয় ; মূত্রের পরিমাণ কমিয়া যায় ; পুনঃ পুনঃ মূত্রের বেগ হয়। মূত্রে প্রচুর অণ্ডলাল থাকে এবং তলানি পড়ে। শরীর রক্তহীন হইয়া প্রথমে চক্ষুর নীচে ঈষৎ ফোলে, পরে পাও ফোলে। সামান্য জ্বর, বমন বা বমনেচ্ছা, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

ঠাণ্ডা লাগা, ঘাম বন্ধ করা, জলে ভেজা এবং হাম, বসন্ত, টাইফয়েড, যক্ষা, উপদংশ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের সংশ্রবে আসা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইতে পারে।

**ক্যাল্কে-ফস** ৬x, ৩০x—অণ্ডলাল নিবারণার্থ প্রধান ঔষধ।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—স্নায়বিক উপসর্গচয়।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রদাহ ও জ্বর লক্ষণে।

# বায়ুনলী-প্রদাহ

( Bronchitis )

ইহা শিশু ও বৃদ্ধদিগেরই বেশীর ভাগ হইয়া থাকে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা ; ধূম ও ধূলিকণা এবং অ্যাসিড প্রভৃতির তীব্র বাষ্প নিঃশ্বাস সহ বায়ুনলী মধ্যে প্রবেশ ইত্যাদি কারণে বায়ুনলী-প্রদাহ জন্মে। অনেকস্থলে হাম, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগসহ এই রোগ হইয়া থাকে। ইহাতে

শীতবোধ, জ্বর, বক্ষঃস্থলে চাপবোধ, কাসি, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তমিশ্রিত গয়ার প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমে শুষ্ক ও কষ্টকর কাসি পরে অল্প অল্প শ্লেষ্মা উঠিতে আরম্ভ হয় এবং একটু একটু কমিতে থাকে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x,—প্রথম অবস্থা ( যথা—জ্বর ও রক্তাধিক্য )। কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস ; শ্লেষ্মা জমাট বাঁধিয়া যাওয়া।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, গাঢ় সাদা ও কঠিন গয়ার উঠা।

**কেলি-সাল্‌ফ** ৬x, ৩০x—তৃতীয় অবস্থা ( অর্থাৎ প্রদাহ প্রশমিত হইবার পর ) জলবৎ প্রচুর গয়ার উঠা।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ৩০x—ফেনিল স্বচ্ছ শ্লেষ্মা ; রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৬x, ৩০x—অণ্ডলালবৎ শ্লেষ্মা ; রক্তস্বল্পতা। রোগ আরোগ্যোন্মুখ কালে।

**সিলিকা** ৬x, ৩০x—ঘন হরিৎ শ্লেষ্মাস্রাব ; শীতল জলপানে কাসি বৃদ্ধি, গরম জলপানে একটু কম মনে হয় ; পুঁজের ন্যায় শ্লেষ্মা, জলে ডুবিয়া যায়।

**নেট্রাম-সাল্‌ফ** ৬x, ১২x—শ্লেষ্মা তুলিতে কষ্ট হয়। কাসিবার সময় রোগী বক্ষঃ চাপিয়া ধরে।

**ক্যাল্‌কে-সালফ** ৬x, ৩০x—শ্লেষ্মা হরিদ্রা বা পীতাভ হরিৎবর্ণ, রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা। শ্লেষ্মা তরল হইবার অবস্থায় ইহাতে বেশ কাজ হয়।

**আনুষঙ্গিক চিকিৎসা**।—লঘুপাক তরল পথ্য ( যথা—সাগু, বার্লি ইত্যাদি ) সেবন বিধেয়। নির্ম্মল বায়ু সেবন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বুকে যেন ঠাণ্ডা না লাগে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

# আগুনে পোড়া

( Burns and Scalds )

কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া গেলে তথায় জল লাগান অনুচিত। কারণ জল লাগিলেই ফোস্কা পড়িবে এবং তথায় ভীষণ জ্বালা করিতে থাকিবে; সুতরাং কোন স্থান পুড়িয়া গেলে তথায় উত্তাপদায়ক ঔষধ প্রলেপাদি লাগান বিধেয়। কাপড় বা পোষাকাদিতে আগুন লাগিলে তৎক্ষণাৎ আক্রান্ত অংশে বস্তা, কাঁথা বা মোটা কাপড় চাপা দিলে অথবা মাটিতে গড়াগড়ি দিলে আগুন নিবিয়া যায়। হাতের কাছে কোন ঔষধ না পাইলে নারিকেল বাটার সহিত চূণের জল মিশাইয়া ফেনাইয়া উহা পোড়া স্থানে লাগাইলে উপকার দর্শে। গুড়, সাবানের ফেনা, সোডা, ভেসিলিন প্রভৃতি বাহ্যপ্রয়োগও যন্ত্রণার কিছু শান্তি হয়।

**ফেরাম-ফস ১x চূর্ণ**—পোড়া স্থানে ছড়াইয়া দিলে বা পেষ্ট তৈরী করিয়া লাগাইলে ফল পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ ৩x. ঘন ঘন প্রয়োগ বিধি।

**কেলি-মিউর ৩x, ৬x**—পোড়ার দ্বিতীয় অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যপ্রয়োগ বিধেয়।

**নেট্রাম-ফস ৩x, ৬x**—দগ্ধ স্থানে ছড়াইয়া দিলে উপকার দর্শে। দগ্ধ স্থানে পুঁজ জন্মিলেও উপযোগী।

**নেট্রাম-মিউর ৩x, ৬x ও ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ ৩x, ৬x**—ফলপ্রদ। কেলি-মিউর প্রয়োগের পর দগ্ধস্থানে ক্ষত হইয়া পুঁজ জন্মিলে **ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ** ৩x, ৬, প্রযোজ্য।

**ফুটন্ত তৈল, ঘি, ডাল, ভাত, দুধ** প্রভৃতি দ্বারা পুড়িয়া গেলে **ফেরাম-ফস ১x** বা ২x চূর্ণ আক্রান্ত অংশে ছড়াইয়া দেওয়া বা ভেসিলিনে মিশাইয়া উহা আক্রান্ত অংশে লাগাইয়া দেওয়া বিধেয়।

**বিমান আক্রমণ জনিত বিপত্তিতে** প্রথমতঃ লোকটিকে শোয়াইয়া কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া সঞ্চারের জন্য যে যে পন্থা আছে তাহা করণীয়। তৎপর বুকে ও পেটের নীচে গরম জলের থলে রাখিয়া পিঠে ধীরে ধীরে চাপ দিলে আস্তে আস্তে শ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ হইয়া থাকে; এই অবস্থায় **ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x প্রযোজ্য। শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া ধীরে ধীরে আরম্ভ হইতে থাকিলে, **কেলি-ফস** ৩x, ৬x প্রযোজ্য। আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ফোস্কা পড়িলে, **কেলি-মিউর** ৬x, ১২x ফলপ্রদ। কোন স্থান পুড়িয়া ঝল্‌সাইয়া গেলে, **ফেরাম-ফস** ১x, ২x উপযোগী।

**কাঁচের টুকরা বা পেরেকাদি ফুটিলে বা বিদ্ধ হইলে** উহা অতি সাবধানে তুলিয়া ফেলিয়া আক্রান্ত স্থানে **সাইলিসিয়া** ১x চূর্ণ ঘষিয়া দিলে এবং উক্ত ঔষধের ৩x বা ৬x ঘন ঘন সেবন করাইলে উপকার দর্শে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ **হাইপেরিকাম** ও লেডাম-প্লাষ্টার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যপ্রয়োগ ফলপ্রদ।

# কৰ্কট রোগ

## ( Cancer )

দূষিত অর্ব্বুদ বা আব, মস্তিষ্ক স্কন্ধদেশ পাকস্থলী জরায়ু ডিম্বকোষ জিহ্বা প্রভৃতি শরীরের যে কোন অংশে হইতে পারে। ইহাতে অসহ্য যন্ত্রণা, জ্বর, প্রদাহ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে যন্ত্রণা নাও থাকিতে পারে। ইহা মারাত্মক ব্যাধি, পরিণাম ফল আশাপ্রদ নহে।

**কেলি-সাল্ফ** ৬x, ৩০x—উপত্বকে ( যথা—ওষ্ঠ, স্তনাগ্র এবং শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপরিস্থ পাতলা চর্ম্ম ) কর্কটিকা, পাতলা, হল্‌দে স্রাব।

**কেলি-ফস** ৩x, ৬x—বেদনাযুক্ত কর্কটিকা ; দুর্গন্ধ স্রাব।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৬x, ৩০x—গণ্ডমালাগ্রস্ত রোগীর পক্ষে।

**ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস**—জিবে ক্যান্সার।

**সাইলিসিয়া**—ইউটারাইন ক্যান্সার।

## সর্দ্দি

( Catarrh )

ঠাণ্ডা লাগা, হঠাৎ ঘাম বন্ধ করা, জলে ভিজা, কোষ্ঠবদ্ধতা, ঋতু পরিবর্ত্তন প্রভৃতি কারণে সর্দ্দি হয়। তরুণ সর্দ্দিতে নাক দিয়া জল পড়া, হাঁচি, গা মাথা ভার, মাথা ব্যথা, নাক ও তালু জ্বালা, জ্বরবোধ, চক্ষু লাল, কথা ভারী প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। সর্দ্দি পুরাতন হইলে শ্লেষ্মা গাঢ় ও কতকটা হল্‌দে হয় ; অনেক সময় নাক বুজিয়া যায়, বিশেষতঃ রাত্রিকালেই বেশী ; মুখ দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয় ; কাসি হইতে থাকে এবং গলা ভাঙ্গিয়া যায়।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা ; তরুণ রোগ, রক্তাধিক্য। সর্দ্দি-জ্বর, নাসারন্ধ্রে জ্বালা, শ্বাসগ্রহণে বৃদ্ধি। গলকোষের সর্দ্দি, শ্লেষ্মা সাদা ও ফেনাযুক্ত। সর্দ্দির সূচনায় ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা ; সাদা গাঢ় চট্‌চটে শ্লেষ্মা, শুষ্ক সর্দ্দি।

**নেট্রাম-মিয়ুর** ৬x, ৩০x—হাঁচি, চক্ষু নাসিকাদি হইতে জল নিঃসৃত হওয়া প্রভৃতি ঝামরানর লক্ষণ ( watery symptoms ) ; স্বচ্ছ ফেনিল শ্লেষ্মা ; ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। কাসিলে বা মাথা নোয়াইলে, নাক দিয়া রক্ত পড়ে ; আঘ্রাণ শক্তির লোপ।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৬x, ৩০x—পুরাতন সর্দ্দি, অণ্ডলালবৎ স্রাব ; রক্তস্বল্পতা। যাহাদের সহজেই ঠাণ্ডা লাগে তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দাঁত উঠাকালীন শিশুদের সর্দ্দি।

**কেলি-সাল্‌ফ** ৬x, ১২x—তৃতীয় অবস্থা ( অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থায় কেলি-মিয়ুর সেবনের পর প্রদাহ উপশমিত হইলে ) ; হল্‌দে চট্‌চটে স্রাব নিঃসরণ। সন্ধ্যার সময় ও গরম ঘরে বৃদ্ধি।

**সিলিকা**।—নাসারন্ধ্রে পচা ঘা ; দুর্গন্ধ স্রাব, শুষ্ক বা ক্ষতযুক্ত পুরাতন নাসা-শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী-প্রদাহ।

# পানি-বসন্ত

( Chicken Pox )

ইহাতে প্রথমে ফুস্কুড়ির মত ছোট ছোট গুটি উঠে, পরে ঐ সকল গুটিকায় জল সঞ্চার হইয়া ফোস্কার মত হয় এবং পাকে। ৭।৮ দিন মধ্যে ইহা শুকাইয়া যায়, ক্বচিৎ বেশী দিনও লাগে। কখন কখনও গুটি প্রথম হইতেই জলপূর্ণ হইতে দেখা গিয়াছে। এই রোগে সামান্য জ্বর, মাথাব্যথা, সর্দ্দি, গা-জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ থাকে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণে।

**কেলি-মিয়ুর** ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থায়।

**কেলি-সাল্‌ফ** ৬x, ১২x—গুটি বসিয়া গেলে ফেরাম-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা চলে।

# ওলাউঠা

( Cholera )

প্রচুর বমন ও ভেদ এই রোগের প্রধান লক্ষণ। প্রথমে ভুক্তদ্রব্য বমন পরে জলবৎ বমন ; ঈষৎ সবুজ বা হল্‌দে অথবা বর্ণহীন জলবৎ ভেদ, কখন কখনও শ্লেষ্মাভেদ, মাথা গরম, হাত-পা ঠাণ্ডা, ঠোঁট মুখ শুষ্ক ; পিপাসা, অস্থিরতা, মস্তক সঞ্চালন, ক্ষীণ দ্রুত নাড়ী, আক্ষেপ, চোখ-বসে যাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ ইহার নির্ণায়ক।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৬x, ৩০x—প্রধান ঔষধ। সবুজ জলবৎ ভেদ জনিত শিশুর দৌর্ব্বল্য ও শীর্ণতা। দন্তোদ্গমকালীন অজীর্ণতা হেতু কলেরা। অসাড়ে ভেদ ; ভেদ দুর্গন্ধময়।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণে। অজীর্ণতা হেতু বমন, প্রলাপ বকা, মানসিক গোলযোগ। পুনঃ পুনঃ জলবৎ তরল ও সময়ে সময়ে রক্তমিশ্রিত ভেদ। শিশু শীর্ণ হইয়া পড়ে ও মাথা চালিতে থাকে, আচ্ছন্নভাব, আরক্ত মুখমণ্ডল, বিস্ফারিত চক্ষুতারকা, পূর্ণ ও নমনীয় নাড়ী ; ঘর্ম্ম রোধ জন্য কলেরা।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ১২x—অম্ল লক্ষণে ( যথা, ক্রিমির লক্ষণসহ শিশুর ভেদ-বমন বা গাত্রে টক্ গন্ধ থাকিলে )।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস**—আক্ষেপ বা খেঁচুনি, আক্ষেপিক বেদনা। পাতলা ভেদ ও বমন ; পায়ের ডিমায় খালধরা।

**কেলি-ফস** ৬x ১২x—আমানির ( কাঁজির ) ন্যায় মল। হিমাঙ্গ, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, নাড়ী ক্ষীণ।

**নেট্রাম-সাল্‌ফ** ৬x, ১২x—প্রতিষেধক ঔষধ। যাহারা আর্দ্রস্থানে বাস করে তাহাদের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ।

# তাণ্ডব রোগ

( Chorea )

দেহের যে কোনও অংশের পেশীর অনিয়মিত আকুঞ্চন জন্য সেই অংশবিশেষ বা সমস্ত দেহের অনিচ্ছাকৃত নর্ত্তন বা কম্পনকেই তাণ্ডব রোগ কহে।

অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, ক্ষয় বা দৌর্ব্বল্যজনক রোগভোগ, রক্তস্বল্পতা, ক্রিমি, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত উত্তেজনা প্রভৃতি এই রোগের কারণ। প্রথম রজোদর্শনে বিলম্ব এবং অনিয়মিত ঋতু জন্যও এই রোগ হইতে পারে। কোন কোন স্থলে "তাণ্ডব-রোগ" বংশগত হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ তাণ্ডব-রোগগ্রস্ত রোগীর কম্পনাদির অনুকরণ করিয়া এই রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

পুষ্টিকর লঘুপাক দ্রব্যভোজন, মুক্তবায়ু সেবন, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি পালনীয়। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে বা মনের জোরেও এই রোগ আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৬x, ৩০x—রক্তস্বল্পতা বা গণ্ডমালাগ্রস্ত রোগী।

**সিলিকা** ৬x, ৩০x—ক্রিমি জন্য রোগ, ভীষণ স্বপ্নদর্শন জন্য নিদ্রায় ব্যাঘাত, মুখমণ্ডল ম্লান, রাক্ষুসে ক্ষুধা, অত্যন্ত পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধতা, চোখ মুখ ও হাত পা ফোলা ফোলা।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ১২x—ক্রিমিজনিত অথবা অম্ল লক্ষণযুক্ত রোগ।

**কেলি-ফস** ৩x, ৬x—দুর্ব্বলস্নায়ুবিশিষ্ট রোগী।

# শূলবেদনা

( Colic )

শূল ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। ইহা নানাপ্রকার; অম্লশূল, ঋতুশূল, পিত্তশূল, মূত্রশূল, স্নায়ুশূল, হৃৎশূল প্রভৃতি।

**অম্লশূল**—অজীর্ণতা, অম্ল, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। ইহাতে অগ্রকড়ার নিকট অসহ্য যাতনা হয়; রোগী যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, পেট আওড়াইয়া যায়। অনেক সময় বায়ু নিঃসরণ বা বমন হইলেই যাতনার উপশম হয়, কাহার কাহারও আবার প্রচুর বমন হইলেও যাতনার লাঘব হয় না।

ঋতুশূল, স্নায়ুশূল, পিত্তশূল, মূত্রশূল, হৃৎশূল প্রভৃতির চিকিৎসা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—শিশুদিগের শূলবেদনা। শিশু পা গুটাইয়া থাকে। রোগী যন্ত্রণায় **সম্মুখদিকে বাঁকিয়া পড়ে**; মর্দ্দনে, উত্তাপ প্রয়োগে এবং উদ্গারে যন্ত্রণার কিছু উপশম হয়। নাভি প্রদেশে যাতনা।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৬x, ৩০x—পিত্তাধিক্যজনিত শূলবেদনা। মুখে তিক্তাস্বাদ। প্রচুর আধ্মান বায়ু। সীসকশূলে নিম্নক্রম ( ১x বা ২x ) অল্প সময় ব্যবধানে ব্যবহার করিলে বেশ ফল হয়।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৬x—শিশুদিগের দন্তোদ্গকালীন শূলবেদনা।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ৬x—ক্রিমিজনিত শূলবেদনা। অম্ল লক্ষণযুক্ত শূলবেদনা, অম্লগন্ধ মল; শিশু দধির মত বমন করে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণ, ঋতুকালীন শূলবেদনা।

**কেলি-সাল্‌ফ** ৬x, ১২x—শূলবেদনা; শিশুর পাকস্থলী শীতল, বাহ্যের বেগ হয়, বাহ্যে হয় না।

## মস্তিষ্ক-বিকম্পন

( Concussion of the Brain )

আঘাত লাগিবার ফলে যদি মস্তিষ্কের ক্রিয়া কিছু সময়ের জন্য বা দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকে, উহাকে মস্তিষ্কের বিকম্পন বলে। সাধারণতঃ উচ্চস্থান হইতে পতনের ফলে বা যানবাহনাদির সংঘর্ষের ফলে ( কলিশন ) প্রায়ই মস্তিষ্কের বিকম্পন বা কঙ্কাসন-অফ্‌-দি-ব্রেইন ঘটিয়া থাকে। এই রোগ অত্যন্ত বিপজ্জনক। এইরূপ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে নিকটবর্ত্তী হাসপাতালে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণে।

**ক্যালকে-ফস** ৬x, ১২x—মস্তিষ্ক-বিকম্পনের পর অবসন্নতা লক্ষণে।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—বিকম্পনের ফলে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, অবসাদ, চক্ষু-তারকার প্রসারণ।

**ম্যাগ-ফস** ৩x, ৬x—মস্তিষ্কে অত্যন্ত বেদনা ও চোখের সম্মুখে আলোকাদি অবান্তর পদার্থ দর্শন।

## কোষ্ঠকাঠিন্য

( Constipation )

এই রোগে কোষ্ঠমধ্যে মল সঞ্চিত হইয়া থাকে; তজ্জন্য রোগীর পেটে মন্দ মন্দ ব্যথা; গা হাত ও মাথা ভার, শারীরিক ও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়।

যকৃতের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন না হওয়া, আহারের দোষ, শারীরিক পরিশ্রম না করা, রাত্রিজাগরণ, চা, কাফি, অহিফেন প্রভৃতি

সেবন, মলবেগ ধারণ, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, জরায়ু বা ডিম্বকোষের ব্যাধি ইত্যাদি ইহার কারণ।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—জিহ্বা ঈষৎ ধূসরবর্ণ শ্বেত লেপাবৃত। যকৃতের ক্রিয়া ভালরূপ হয় না। পিত্তাভাব জন্য মলের রঙ ফ্যাকাসে।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—বৃহৎ অন্ত্র ও সরল অন্ত্রের আংশিক পক্ষাঘাত অবস্থা।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৩০x—অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন মল। মাথাধরা; মুখে জল উঠা; ঘুমাইলে লালপড়া; বাহ্যের পর মহদ্বারে জ্বালাবোধ।

**ক্যাল্‌কে-ফ্লুয়োর** ৬x, ১২x—মল বাহির করিতে অসমর্থ হওয়া।

**সিলিকা** ৬x ১২x—অজীর্ণতা হেতু অপুষ্ট শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য। মলের কিয়দংশ বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে ঢুকিয়া যায়।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—রক্তশূন্য লোকদের অর্শসহ কোষ্ঠকাঠিন্যে।

**আনুষঙ্গিক চিকিৎসা**।—নিয়মিত সময়ে স্নানাহার করা কর্ত্তব্য। ডিম, মাংস প্রভৃতি উত্তেজক খাদ্য, অধিক রাত্রে ভোজন, অতিরিক্ত আহার প্রভৃতি পরিহার্য্য। সুপক্ক ফল ও নিরামিষ আহার উপযোগী। প্রাতর্ভ্রমণে উপকার হয়। সকালে খালি পেটে ঠাণ্ডা জল খাওয়া ভাল। জোলাপ লওয়া ভাল নয়।

## আক্ষেপ

( Convulsion, Spasms, etc. )

ইহা স্নায়ুমণ্ডলের রোগ। মাংসপেশীবিশেষের সঙ্কোচন জন্য তৎসংশ্লিষ্ট অঙ্গের ( মুখ, জিহ্বা, চোয়াল, ঘাড়, অঙ্গুলী, উদর প্রভৃতি ) আক্ষেপ উপস্থিত হয়। তড়কা, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতিও আক্ষেপ পর্য্যায়ভুক্ত। আঘাত, ভয়, ক্রিমি, প্রদাহ, উত্তেজনা ইহার অন্যতম কারণ।

দরজী, কেরাণী, কম্পোজিটর, টাইপিষ্ট, চিত্রকর প্রভৃতি যাহাদের ঝুঁকিয়া বসিয়া হস্ত-পদাদির অতিমাত্রায় চালনা করিতে হয় তাহাদেরই এই রোগে অনেক সময় আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

বিশ্রাম, ব্যায়াম, মর্দ্দন প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা হিতকর। প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগও নাকি এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—তরুণ উপসর্গচয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। হা-পা, গলা প্রভৃতি শরীরের যে কোনও অংশের আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার, দাঁতকপাটি কেরাণীদের অঙ্গাগ্রহ প্রভৃতি।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—দাঁত উঠিবার সময় শিশুদের জ্বরসহ আক্ষেপ।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৬x, ৩০x—দন্তোদ্গমকালীন উপসর্গচয়।

**কেলি-ফস** ৩x, ১২x—ভয়জনিত আক্ষেপ, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে; অচেতন অবস্থায় মূর্চ্ছার খেঁচুনিবৎ আক্ষেপ এবং বিড় বিড় করিয়া বকা।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—মৃগীবৎ আক্ষেপ।

# কাসি

## ( Cough )

সর্দ্দি, ঘুংড়ি, হুপকাস, নিউমোনিয়া, যক্ষা, হাঁপানি, যকৃতের দোষ প্রভৃতি রোগে কাসি হয়। ইহা নিজে কোনও রোগ নহে, অন্য রোগের উপসর্গ মাত্র; সুতরাং কারণ নির্ণয় করিয়া মূল রোগের চিকিৎসা করিলেই ইহা সারিয়া যায়।

**কেলি-মিউর** ৩x ৩০x—গাঢ় সাদা দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মাসহ উচ্চ কর্কশ শব্দে কাসি হইলে।

**কেরাম-ফস** ৩x, ৬x—রোগের প্রথম অবস্থায় শুষ্ক বেদনাজনক বিরক্তিকর কাসি।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—হুপকাসি; আক্ষেপিক উপসর্গচয়। ফুস্‌ফুসে বেদনা। শুষ্ক কাসি, রাত্রে বেশী। ছেলেদের শুষ্ক কাসিতে ভাল।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ৬x—গাঢ় রজ্জুবৎ হরিদ্রাভ সবুজবর্ণ গয়ার উঠা।

**সিলিকা** ৬x, ৩০x—যক্ষ্মারোগীর প্রাতঃকালীন কাসি। দুর্গন্ধযুক্ত লালা নিঃসরণ। শীতল জলপানে কাসি। রাত্রিকালে শ্বাসরোধকারী কাসি।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ৩০x—জলবৎ লবণাস্বাদ বিশিষ্ট স্রাব বা গয়ার উঠা; পুরাতন কাসি। দিন-রাত শুষ্ক খক্‌খকে কাসি।

**কেলি-সাল্‌ফ** ৬x, ৩০x—পীত শ্লেষ্মা সহ কাসি। গরম ঘরে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

## ঘুংড়ি-কাসি
### ( Croup )

ঘুংড়ি-কাসি দুই প্রকার—প্রকৃত ও কৃত্রিম। কৃত্রিম ঘুংড়ি হঠাৎ আক্রমণ করে এবং প্রায়ই শিশুকে ঘুম হইতে হঠাৎ জাগায়; ইহা তত মারাত্মক নহে। প্রকৃত ঘুংড়ি আস্তে আস্তে হয়। পরিশেষে গলার ভিতর কৃত্রিক ঝিল্লী উৎপন্ন হয়। ইহা খুব মারাত্মক।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ। শ্বাসপথে কৃত্রিম ঝিল্লীচয় উৎপন্ন হইবার পর উহাদের নির্গমন কালে।

**কেরাম-ফস** ৩x, ৬x—জ্বর, নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট ( বুকের উপর যেন কিছু চাপান রহিয়াছে এরূপ বোধ )।

**কলি-ফস** ৬x, ১২x—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, পতন বা হিমাঙ্গ অবস্থা উপনীত হইবার আশঙ্কা।

**ক্যাল্কে-সাল্ফ** ৬x, ১২x—শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী নিঃসৃত হইয়া যাইবার পর।

**ক্যালকে-ফস** ৩x, ৬x—ছেলেকে কোলে তুলিলে, ছেলে কাঁদিলে এবং মাই খাইবার পর, ছেলের শ্বাসরোধক কাসি; মুখ নীল হইয়া পড়ে এবং ছেলে হাত-পা ছুড়িতে থাকে। চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলে একটু ভাল থাকে।

ডাঃ চ্যাপমেন বলেন, যথাসময়ে চিকিৎসা আরম্ভ করিলে ফেরাম-ফস ও কেলি-মিউর এই ২টী ঔষধ রোগ সারাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

# চক্ষুরোগ

( Eye Diseases )

চক্ষুরোগ নানাপ্রকার—দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ও বৈলক্ষণ্য, তারকামণ্ডল প্রদাহ, অঞ্জনী, ছানি, চক্ষু-প্রদাহ বা চোখউঠা প্রভৃতি।

চোখউঠা সাধারণ রোগ ও অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক। ঠাণ্ডা লাগা, চোখের ভিতর ধূলিকণা প্রভৃতি বাহিরের জিনিস পড়া, আঘাত লাগা, হাম, বসন্ত, প্রমেহাদি রোগে ভোগা প্রভৃতি কারণে চোখ উঠিতে পারে। ইহাতে চোখ লাল হয়, চোখ দিয়া জল, পুঁজ ও পিঁচুটি পড়ে, চোখের পাতা জুড়িয়া যায়, চোখ কর্ কর্ ও জ্বালা করে, যন্ত্রণায় রোগী অধীর হইয়া পড়ে; আলোক মোটেই সহ্য হয় না। অনেকের চোখের পাতায় দানা দানা গুটি হয় ও ক্ষত হইতে দেখা যায়।

**ছানি**।—চক্ষু-তারকায় আঁসের ন্যায় এক প্রকার পর্দ্দা পড়ে, ইহাকেই ছানি-পড়া কহে। প্রথম হইতে চিকিৎসিত হইলে ঔষধ

প্রয়োগে আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা আছে। ছানি শক্ত হইয়া গেলে অস্ত্রোপচার বিধেয়।

আঘাত লাগিয়া বা বার্দ্ধক্য জন্য এই রোগ হইতে পারে।

**ক্যাল্কে-ফস** ৬x, ১২x—চক্ষুপাতার আক্ষেপ বা চক্ষুর স্নায়ু-শূল (ম্যাগ-ফস প্রয়োগে আশানুরূপ ফল না পাইলে); আলোকাতঙ্ক, গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত রোগীর শুক্লমণ্ডল-প্রদাহ। দ্বি-দর্শন অর্থাৎ একটি জিনিস দু'টি দেখা। চক্ষুতারা বিস্ফারিত, যেন উত্তেজনাপূর্ণ ভাব।

**ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লুয়োর** ৬x, ১২x—চক্ষুর সম্মুখে দোলায়মান বা চঞ্চলগতি রশ্মিমালা বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ দর্শন; চক্ষু-আবরকের স্বচ্ছ-ঝিল্লী বা শ্বেতাংশের উপর দাগ, শুক্লমণ্ডল-প্রদাহ; ছানি।

**ক্যাল্কে-সাল্ফ** ৬x, ১২x—চক্ষু-প্রদাহ, গাঢ় হল্‌দে স্রাব। শ্বেতাংশে ক্ষত, শুক্লমণ্ডল-প্রদাহ।

**ফেরাম-ফস্** ৬x, ১২x—প্রদাহের প্রথম অবস্থায় যখন পুঁজস্রাব আরম্ভ হয় না; চোখ লাল ও চোখে যাতনা, মনে হয় যেন চোখে বালি পড়িয়াছে। চোখের পাতায় দানা দানা। ঠাণ্ডা জলে যাতনার উপশম।

**কেলি-ফস** ৩x, ৬x—দুর্ব্বলকর রোগভোগের পর দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, আংশিক অন্ধভাব। চোখের পাতা ঝুলিয়া পড়া, তীর্য্যক বা টেরাদৃষ্টি।

**কেলি-মিয়ুর** ৩x, ৬x—প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থা; শ্বেত বা হরিদ্রা-সবুজাভ স্রাব; চক্ষে ক্ষত, পাতায় সাদা বা পীতাভ পিঁচুটি, পাতায় দানা দানা উদ্ভেদ, মনে হয় যেন চোখে বালি পড়িয়াছে।

**কেলি-সালফ** ৬x, ১২x—প্রদাহের তৃতীয় অবস্থা; ঈষৎ সবুজ বা হল্‌দে পুঁজ, চট্‌চটে হল্‌দে অথবা জলের মত স্রাব; শুক্লমণ্ডল-প্রদাহ; ছানি।

**ম্যাগ-ফস** ৩x, ৬x—পাতা ঝুলিয়া পড়া, আলো অসহ্য ; তারকা সঙ্কুচিত। দৃষ্টি-বিভ্রম—চোখের সামনে অগ্নিকণা বা বিভিন্ন বর্ণ দেখা ; দৃষ্টি ক্ষীণ ; সেক্ প্রভৃতি উষ্ণ প্রয়োগে যাতনার উপশম, ঠাণ্ডা প্রয়োগে বৃদ্ধি।

**নেট্রাম-মিয়ুর** ৬x, ৩০x—জলবৎ পুঁজ অথবা জলস্রাব ; এই স্রাব যেখানে লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায় ; পাতা দানা দানা উদ্ভেদযুক্ত।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ১২x—শুক্লমণ্ডল-প্রদাহ, গণ্ডমালা-ধাতুবিশিষ্ট লোকের চক্ষু-প্রদাহ, খুব হল্‌দে স্রাব, সকালে পাতা জুড়িয়া থাকে। টেরা-দৃষ্টি।

**নেট্রাম-সাল্‌ফ** ৬x, ১২x—অক্ষিগোলক হল্‌দে ; পাতা জ্বালা করে ; পুরাতন শুক্লমণ্ডল-প্রদাহ ; পাতায় ফোস্কার ন্যায় দানা দানা উদ্ভেদ।

**সিলিকা** ৬x, ৩০x—গভীর ক্ষত, প্রদাহ, তৎসহ গাঢ় হল্‌দে স্রাব। অঞ্জনী ; ঘর্ম্মরোধ জন্য দৃষ্টিক্ষীণতা।

# যক্ষ্মাকাস বা ক্ষয়কাস

( Phthisis, pulmonary )

ইহাতে ফুস্‌ফুসে ক্ষত হয় এবং জীবনীশক্তির দ্রুত ক্ষয় হইতে থাকে। খুস্‌খুসে কাসি, মৃদু জ্বর, শ্লেষ্মাসহ রক্ত উঠা রাত্রিকালে প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম, বুকে ব্যথা, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।

একপ্রকার জীবাণু নাকি এই মারাত্মক রোগোৎপত্তির কারণ। এই জীবাণু দুগ্ধসহ বা শ্বাস গ্রহণকালে ধূলিকণাসহ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং বীজ অঙ্কুরিত করিতে থাকে। আর্দ্রস্থানে বাস, বদ্ধবায়ু সেবন,

অপুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি ইহার গৌণ কারণ। পিতা বা মাতার এই রোগ থাকিলে সন্তানের হইতে পারে। পরিণাম ফল আশাজনক নহে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণ; শুষ্ক খুস্‌খুসে কাসি। উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব। রক্তমিশ্রিত থুতু।

**ক্যাল্কে-ফস** ৬x, ৩০x—পীড়ার প্রারম্ভে বা পীড়া স্পষ্টরূপে প্রকাশ না পাইলে। অণ্ডলালবৎ শ্লেষ্মা। ঘাড়ে ও মাথায় প্রচুর ঘর্ম্ম। নিশা-ঘর্ম্ম।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৬x—জলবৎ স্বচ্ছ ফেনিল গয়ার উঠা।

**সিলিকা** ৩x, ৩০x—একটি অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ। প্রচুর স্বচ্ছ দুর্গন্ধ থুতু; প্রচুর নিশা-ঘর্ম্ম; প্রত্যহ শীত ও ঘর্ম্মসহ সবিরাম জ্বর।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য ও অবসাদ।

## মূত্রযন্ত্রের পীড়াচয়
### ( Urinary Disorders )

মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ, মূত্রাশয়-প্রদাহ, অসাড়ে মূত্রস্রাব মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্ররোধ, শর্করা-বিহীন-বহুমূত্র বা মূত্রমেহ, মূত্র-শূল বা পাথরী প্রভৃতি মূত্রযন্ত্রের পীড়া পর্য্যায়ভুক্ত।

সশর্করা বহুমূত্র মূত্রযন্ত্রের পীড়া পর্য্যায়ভুক্ত না হইলেও ইহাতে মূত্রপিণ্ড অল্পবিস্তর আক্রান্ত হয়।

**মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ**—মূত্রগ্রন্থি বা মূত্রপিণ্ড দুইটি। এই দুইটি পাঁজরার শেষভাগে কোমরের নিকট শিরদাঁড়ার দুই পার্শ্বে অবস্থিত ( নরদেহ-পরিচয় ৪৯।৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। মূত্রগ্রন্থি প্রদাহিত হইলে, জ্বর, বমনেচ্ছা, স্বল্পমূত্র অথবা লাল রক্ত বা পুঁজমিশ্রিত মূত্র, প্রস্রাবকালে বেদনা বা জ্বালা; কোমরে ও শিরদাঁড়ায় বেদনা, কখন কখনও মূত্ররোধ, বিকার

প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে মূত্রগ্রন্থিদ্বয় সামান্য বড় হয় ও ফোলে। ইহাকে তরুণ ব্রাইট রোগও বলা চলে। কারণতত্ত্ব ও লক্ষণাদি প্রায়ই ব্রাইট রোগের অনুরূপ।

**মূত্রাশয়-প্রদাহ**—মূত্রাশয় বা মূত্রাধার একটি থলি বিশেষ; মূত্রগ্রন্থি হইতে মূত্রনলী পথে মূত্র আসিয়া মূত্রাধারে সঞ্চিত হয় এবং আধার পূর্ণ হইলে মূত্রবেগ হয়। পুরুষের মূত্রাধার মলাশয়ের উপরিভাগে এবং স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর উপরিভাগে অবস্থিত।

এই রোগে মূত্রাশয় প্রদেশে বেদনা, ভারবোধ, পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ, ফোঁটা ফোঁটা মূত্রত্যাগ, রক্ত বা পুঁজমিশ্রিত মূত্র, শীতবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ঠাণ্ডা লাগা, জলে ভেজা, ঋতু পরিবর্ত্তন, মূত্ররোধ প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়।

**অসাড়ে মূত্রস্রাব ও শয্যামূত্র**—নানা কারণে অসাড়ে মূত্রস্রাব হয়। অনেক সময় মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত বশতঃও এই রোগ জন্মে। মূত্রবেগ হইলেই মূত্রস্রাব হইয়া যায়, বিলম্ব সয় না। সাধারণতঃ বৃদ্ধদেরই এইরূপ হইতে দেখা যায়। অনেক শিশু নিদ্রিত অবস্থায় প্রস্রাব করে; ইহা অনেক সময় অভ্যাসগত; জননীর অবহেলা জন্যও শিশু বিছানায় প্রস্রাব করে। ক্রিমি জন্যও এই রোগ হইতে পারে।

**মূত্রাধিক্য বা শর্করাবিহীন বহুমূত্র**—ইহাতে প্রচুর পরিমাণে অনেকবার বর্ণহীন মূত্রস্রাব হয়; মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায়। গাত্রত্বক খসখসে; তৃষ্ণা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

এই রোগের ঠিক কারণ নির্ণীত হয় নাই। আঘাত ভয় হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি ইহার কারণ বলিয়া অনুমতি হয়। সংক্রামক রোগ, সর্দ্দি, গর্ম্মি, পানদোষ, ঠাণ্ডা লাগা, প্রচুর জলপান, হস্তমৈথুনাদি ইহার অন্যতম কারণ।

**মূত্রকৃচ্ছ্রতা**—ইহা নিজে কোনও রোগ নহে; অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র; কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলেই রোগ সারিয়া যায়।

প্রবল মূত্রবেগ, কিন্তু মূত্রত্যাগ করিতে পারে না; কখন ফোঁটা ফোঁটা মূত্রস্রাব হয়, কখনও বা একেবারেই প্রস্রাব হয় না।

মূত্রপাথরী, প্রমেহ; মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ; জরায়ুর রোগ ও ক্রিমি প্রভৃতি কারণে মূত্রকৃচ্ছ্রতা হইতে পারে।

**মূত্ররোধ**—ইহাও অন্য রোগ সম্ভূত; অনেক সময় মূল রোগের চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। মূত্রস্থলী মূত্রপূর্ণ কিন্তু প্রস্রাব হয় না, তলপেট ফুলিয়া উঠে। অনেক সময় মূত্রস্থলী মূত্রপূর্ণ হইয়া ফাটিয়া গিয়া রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে। অনেকক্ষণ মূত্র মূত্রাশয়ে জমিয়া থাকিলে ঐ মূত্র আশোষিত হইয়া শরীরবিধান বিষাক্ত করিয়া তুলে এবং বিকার হিমাঙ্গ প্রভৃতি উপসর্গচয় প্রকাশ পায়।

ডাবের জল, জলসহ লেবুর রস পান, তলপেটে সোরার জলের পটি প্রয়োগ উপকারী।

**মূত্রশূল**—( পাথরী—পিত্তকোষের ন্যায় মূত্রপিণ্ডেও পাথরী জমে; ঐ পাথরী মূত্রনলীতে আসিয়া পড়িলে কোমর হইতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত, কখন কখনও পাদমূল পর্য্যন্ত দারুণ বেদনা হয়; ঐ বেদনা সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। প্রস্রাব সরল হয় না, কখন কখনও প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। রোগী ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—মূত্রস্থলী ও মূত্রনালীর সকলপ্রকার প্রদাহের প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত যন্ত্রণা, দাহ, জ্বর। ছেলেদের শয্যামূত্র। পেশীর দুর্ব্বলতার জন্য অসাড়ে মূত্রস্রাব। কাসিবার সময় স্ত্রীলোকদিগের মূত্র ছিটকাইয়া পড়া প্রাদাহিক অবস্থার জন্য মূত্ররোধ। প্রায়ই বহুক্ষণ মূত্রবেগ ধারণ করিতে করিতে শেষে এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যে পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ হয়। প্রচুর মূত্রস্রাব।

**কেলি-মিয়ুর** ৩x, ৬x—পুরাতন মূত্রাশয়-প্রদাহ, স্ফীতি, মূত্রসহ শ্বেতবর্ণের গাঢ় শ্লেষ্মা। মূত্র ময়লা, প্রস্রাবে তলানি পড়ে, তৎসহ যকৃতের নিষ্ক্রিয়তা ( নেট্রাম-সাল্ফ )।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—পেশীর আক্ষেপ জন্য মূত্রাবরোধ, ক্যাথিটার ব্যবহারের পর মনে হয় পেশী সঙ্কুচিত হইতেছে না ; পাথরী।

**কেলি-ফস্** ৩x, ৬x, ১২x—মূত্রাশয়প্রদাহ এবং দৌর্ব্বল্য ; পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রত্যাগ, মূত্রধারণে অক্ষমতা, জ্বালাকর মূত্র, তৎসহ মূত্রনলী হইতে রক্তস্রাব ( ফেরাম-ফস্ ), শয্যামূত্র, ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি, মূত্ররেণু, কটা বর্ণবিশিষ্ট মূত্র, বাত অথবা পিত্তাধিক্য, পাথরী জন্য মূত্রে বালুকণার ন্যায় তলানি।

**ক্যাল্কে-ফস্** ৩x, ৬x—পাথরী, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ব্যবহারকালীন মাঝে মাঝে নেট্রাম-সাল্ফ ব্যবহারে পুনরায় পাথরী জমিতে পারে না। মূত্রসহ রেতঃস্খলন ( নেট্রাম-ফস্ ), বৃদ্ধদের মূত্রধারণে অসমর্থতা, মূত্রাবরোধ।

**ক্যালকে-সাল্ফ** ৬x, ১২x—মূত্রাধারপ্রদাহ ও মূত্রসহ পুঁজস্রাব।

**নেট্রাম-ফস্** ৩x, ৬x—অম্ল অথবা ক্রিমি জন্য শিশুদিগের মূত্রধারণে অক্ষমতা ; পাথরী, লালবর্ণ প্রস্রাব, তৎসহ বাত।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ১২x, ৩০x—প্রচুর মূত্রস্রাব, অসাড়ে মূত্রস্রাব।

# প্রলাপ

( Delirium )

ইহা নিজে কোনও রোগ নহে ; অন্য রোগের উৎকট উপসর্গ মাত্র। কোন রোগে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে অর্থহীন এলোমেলো বকা বা প্রলাপ বকিতে দেখা যায়। দীর্ঘকাল অপরিমিত মদ্যপায়ীগণ

"কম্পনশীল প্রলাপ" রোগে আক্রান্ত হয়। যাহারা পাগল তাহারাও প্রলাপ বকে।

**কেলি-ফস্** ৬x, ১২x—এলোমেলো বকা, ভয়, অনিদ্রা, অস্থিরতা; মদ্যপায়ীদিগের "কম্পনশীল প্রলাপ"; নেট্রাম-মিউর সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৬x, ১২x—বিড় বিড় করিয়া বকা, চমকাইয়া উঠা, জিহ্বার উপরিভাগে ফেনাযুক্ত থুতু; মৃদুপ্রকৃতির জ্বর। (কেলি-ফস্ সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য)।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—জ্বর সহ প্রলাপ; লক্ষণানুযায়ী অন্য ঔষধসহ সেব্য।

## দন্তোদ্গম

(Dentition)

শিশুদিগের ষষ্ঠ হইতে দশম মাসে দাঁত উঠে; কোন কোনও শিশুর আরও বিলম্বে উঠে। এই সময় অনেক শিশুর জ্বর, উদরাময়, তড়কা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, বমন প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়।

**ক্যালকে-ফস্** ১২x, ৩০x—প্রধান ঔষধ; যথাসময়ে দাঁত না উঠা, ভাল হজম না হওয়া, ব্রহ্মতালু ফাঁক হইয়া থাকা, চলিতে না শিখা, উদরাময়।

**ম্যাগ-ফস্** ৩x, ৬x—তড়কা হইলে বা হইবার আশঙ্কা থাকিলে গরম জল সহ ব্যবস্থা। ক্যাল্‌কে-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে বেশ ফল হয়।

**ফেরাম-ফস্** ৬x, ১২x—জ্বর; দাঁতের মাঢ়ী ফোলা ও গরম থাকিলে। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ, চক্ষুতারকা বিস্ফারিত, শুষ্ক কাসি, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, অস্থিরতা ও খিট্‌খিটে ভাব।

**ক্যালকে-ফ্লুয়োর** ৬x, ১২x—দাঁতগুলি চিক্কণ না হইলে; বিকৃত দন্ত।

**সিলিকা** ৬x, ৩০x—কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথা বড়, পেট ডাগর; মাথায় প্রচুর ঘাম। ভাল ঘাম হয় না; ছেলে বেশ হৃষ্টপুষ্ট নয়।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৩০x—প্রচুর লালাস্রাব।

# দন্তশূল ও দন্তরোগ

( Toothache & Diseases of the Teeth )

দাঁতে তীব্র তীক্ষ্ণ ও শূলবৎ বেদনা হইলে, উহাকে দন্তশূল বলে। দন্তশূল হইবার কারণ দাঁতের গোড়ায় ঠাণ্ডা লাগা, মাঢ়ীর রক্তাল্পতা, দাঁতে ক্ষত প্রভৃতি।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্** ৩x, ৬x—দন্তশূলের একটি উত্তম ঔষধ। যখন গরম তরল পদার্থ পান করিলে বা ব্যথার স্থান কোন শক্ত পদার্থ দ্বারা চাপিয়া ধরিলে উপশম হয় তখন ইহাই ফলপ্রদ। এক গ্লাস গরম জলে ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ৩x কয়েকটি বড়ি গুলিয়া সেই জল দ্বারা কুলকুচা করিলে বা ধীরে ধীরে সেই ঔষধ পান করিলে উপকার দর্শে।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x—ম্যাগ্নেসিয়া-ফসের ন্যায় দন্তশূলের উত্তম ঔষধ, তবে ইহার শূল ঠাণ্ডা জলে বা ঠাণ্ডা হাওয়ায় উপশম লাভ করে এবং গরম জলে বৃদ্ধি পায়।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—মাঢ়ী ফুলিয়া দন্তশূল হইলে ইহা ফেরাম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে খুব শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

**কেলি-ফস্** ৩x, ৬x—যাহারা দীর্ঘদিন মানসিক রোগে ভুগিতেছে বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ক্লিষ্ট, তাহাদের দন্তশূলের ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রদ। দন্তশূলের সহিত অতি সহজে দাঁত বা মাঢ়ী হইতে রক্তপাতও ইহাতে

আছে। কেলি-ফসের দন্তশূল রোগী প্রফুল্ল চিত্ত হইলে বা আমোদ-প্রমোদের মধ্যে থাকিলে উপশম।

**ক্যালকেরিয়া-ফস্** ৬x, ১২x—যাহাদের ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত আছে তাহাদের দাঁতের ব্যথায় বা শূলে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। অতি শীঘ্র দাঁত ক্ষয়ে যায়, রাত্রিবেলা যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

**ক্যালকে-ফ্লোর** ১২x—নড়া বা নড়বড়ে দাঁতের সহিত দাঁতের শূল। কোন খাদ্যদ্রব্য দাঁতে লাগিলেই যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

**ক্যালকে-সালফ** ৬x—দন্তশূলের সহিত যাহাদের দাঁত হইতে সহজেই পুঁজ পড়ে তাহাদের পক্ষে উপযোগী।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ১২x—যাহাদের দাঁতের যন্ত্রণার সহিত অনবরত চোখ দিয়া জল পড়ে বা প্রচুর লালাস্রাব হইতে থাকে তাহাদের পক্ষে কার্য্যকরী।

**সাইলিসিয়া** ৬x, ১২x—মাঢ়ীতে ফোড়া হইবার সময় অত্যন্ত দাঁতের যন্ত্রণা, দাঁতের গভীরতম স্থানে বেদনা, বেদনাকালে দাঁতটা টানিয়া ধরিলে বেদনার উপশম।

দন্তশূলের সূচনায় গরম জলে লবণ মিশাইয়া উহা দ্বারা কুলকুচা করিলে সাময়িক উপশম পাওয়া যায়। ফিট্‌কারীর জল দ্বারা বা পটাসিয়াম পার্ম্মাঙ্গেনেট লোশন দ্বারা কুলকুচা করিলে সাময়িকভাবে দাঁতের যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

## বহুমূত্র

**( Diabetes )**

এই রোগে অনেকবার প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম "বহুমূত্র"। "শর্করা-বিহীন" বহুমূত্র সম্বন্ধে "মূত্রযন্ত্রের পীড়াচয়" অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই স্থলে শর্করাযুক্ত "বহুমূত্র" বিষয়ে বলা

হইল। বহুমূত্র মূত্রযন্ত্রের পীড়া না হইলেও ইহাতে মূত্রগ্রন্থি অল্পাধিক আক্রান্ত হয়।

এই রোগের উৎপত্তির কারণ নির্ণীত হয় নাই। যাহাদের শারীরিক অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রম বেশী করিতে হয়, তাহাদের মধ্যেই এই রোগ বেশী দেখা যায়। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষগণই এই রোগে বেশীর ভাগ আক্রান্ত হয়।

প্রথম অবস্থায় রোগীকে বারম্বার প্রচুর মূত্রত্যাগ করিতে ও পুনঃ পুনঃ জলপান করিতে দেখা যায়, ক্রমে রোগীর শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকে। চর্ম্ম শুষ্ক ও গা খসখসে মনে হয়, গা চুলকায়। শরীরের উষ্ণতা স্বাভাবিক থাকে, কখন কখনও স্বাভাবিক অপেক্ষা কমিয়া যায়। অস্বাভাবিক ক্ষুধা ; দুর্নিবার পিপাসা, খায় বেশ কিন্তু শরীর পুষ্ট হয় না, দিন দিন শুকাইতে থাকে ; মুখগহ্বর ও জিহ্বা শুষ্ক, সময়ে সময়ে চট্‌চটে লালাস্রাব। কোষ্ঠ-বদ্ধতা। বহুমূত্রগ্রস্ত রোগীর ফোড়া বা ব্রণ প্রভৃতি বিশেষ আশঙ্কাজনক।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৩x, ৬x, ১২x—প্রধান ঔষধ।

**কেলি-ফস্‌** ৬x, ১২x—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ; রাক্ষুসে ক্ষুধা ; অনিদ্রা।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৩০x—দৌর্ব্বল্য, নৈরাশ্য ; অদম্য তৃষ্ণা, অনিদ্রা, অক্ষুধা মাথাধরা—একদিন কম, একদিন বেশী।

**নেট্রাম-ফস্‌** ৬x, ১২x—বারবার মূত্রত্যাগ, মূত্রধারণে অসমর্থ।

## উদরাময়

( Diarrhœa )

অপরিমিত পানভোজন, অপরিষ্কৃত জলপান, ভাল করিয়া না চিবাইয়া অথবা ক্ষুধা না থাকিলেও খাওয়া, ঠাণ্ডা লাগান, মানসিক উদ্বেগ প্রভৃতি কারণে সাধারণতঃ উদরাময় হইয়া থাকে। ইহাতে ঢেঁকুর বমনেচ্ছা ও অবসন্নতা প্রভৃতি দেখা যায়।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x—( প্রথম অবস্থা ) ; বারংবার জলবৎ ভেদ, তৎসহ ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণ অবস্থায় নিঃসরণ।

**ক্যালকে-ফস্** ৩x, ১২x—উদরাময়, অজীর্ণতা হেতু এবং দাঁত উঠিবার সময় উদরাময়। গণ্ডমালাগ্রস্ত শীর্ণকায় শিশুর উদরাময় ; সবুজ থলথলে অজীর্ণ মল ; দুর্গন্ধ জলবৎ প্রচুর মল সশব্দে বহির্গত হয়।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—পাণ্ডু বা হরিদ্রাবর্ণ ভেদ। জিহ্বা শ্বেত-ক্লেদাবৃত।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—চাউলধোয়া জলবৎ ভেদ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ ; শরীর দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়া লক্ষণে। পেটফাঁপা, অন্ত্রচ্যুতি।

**নেট্রাম-সালফ** ৩x, ৬x—পিত্তময় ভেদ। পুরাতন উদরাময়। প্রাতঃকালীন উদরাময়। খাইলে বাড়ে ; শীত করিয়া জ্বর। দন্তোদ্গম-কালীন উদরাময় ; মল তরল, আমময় ও সবুজাভ ; প্রস্রাব কম ; নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, ঘুমের ঘোরে চম্‌কাইয়া উঠে ; পিপাসা।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্** ৩x, ৬x—পেটে বায়ুসঞ্চয় জনিত শূলবেদনা, খেঁচুনি, তড়কা।

**সিলিকা** ৩x, ৩০x—শিশু-উদরাময়।

**নেট্রাম-ফস্** ৩x, ৬x—দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়। অপরিপক্ক ফল খাইয়া গ্রীষ্মকালে উদরাময়। অম্ল জন্য উদরাময়, মল অম্লগন্ধ ও সবুজ ; জিহ্বা পীতলেপাবৃত।

## ঝিল্লী-প্রদাহ

### ( Diphtheria )

ইহা সংক্রামক ব্যাধি। ইহা প্রধানতঃ শৈশবাবস্থার রোগ ; দুই বৎসর হইতে সাত বৎসর বয়স্ক শিশুদের এই রোগ বেশী হয় ; বয়স্ক লোকের মধ্যে ইহা কচিৎ দেখা যায়।

ইহা নাকি একপ্রকার জীবাণুসম্ভূত। শীত ও বসন্তকালে ইহার প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস প্রভৃতি ইহার গৌণ কারণ।

এই রোগে গলমধ্যে একপ্রকার কৃত্রিম ঝিল্লী বা পর্দ্দা পড়ে। সময় মত প্রতিবিধান না করিলে ঝিল্ল প্রসারিত হইয়া শ্বাসরোধ করে এবং শ্বাসরোধ জন্য রোগীর মৃত্যু ঘটে।

প্রথমেই শিশুকে স্ফূর্ত্তিহীন ও অসুস্থ মনে হয়। সামান্য জ্বর ও শীত শীত ভাব থাকে; মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এবং পরিপাক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। আবার কোন কোনও স্থলে প্রথম হইতেই প্রবল জ্বর ও বমন আরম্ভ হয়; গায়ে একপ্রকার ফুস্কুড়ি উঠে। তালু ও আলজিহ্বা প্রদাহযুক্ত হয়; কোন দ্রব্য খাইতে গেলে গলায় লাগে, শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।

**কেলি-মিউর** ৬x, ১২x—ঝিল্লীপ্রদাহ বা ডিফ্‌থিরিয়ার প্রধান ঔষধ। প্রথম অবস্থায় "ফেরাম-ফস্" সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে অধিকাংশ স্থলেই ভাল ফল হইয়া থাকে। দশ গ্রেণ "কেলি-মিউর" এক গ্লাস জলে মিশাইয়া পুনঃ পুনঃ কুল্লি করিলে চট্‌চটে স্রাব কমিয়া যায়।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ১২x,—প্রথম অবস্থায় জ্বর লক্ষণে "কেলি-মিউর" সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ১২x—জলবৎ বমন বা জলবৎ ভেদ। মুখ মলিন ও ফোলা ফোলা, তৎসহ তন্দ্রাভাব; প্রচুর লালাস্রাব; জিহ্বা শুষ্ক; সশব্দ শ্বাস-প্রশ্বাস।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৬x, ১২x—সবুজবর্ণের বা তিক্তাস্বাদ বমন; গলমধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয়।

**কেলি-ফস্** ৩x, ৬x—রোগের যে কোনও অবস্থায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে লক্ষণানুযায়ী অন্য ঔষধ সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**ক্যাল্‌কে-ফ্লুয়োর** ১২x—রোগ কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে "ক্যাল্‌কে-ফস্" সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৬x, ১২x—রোগীকে ইহা মাঝে মাঝে দেওয়া ভাল। রোগ আরোগ্যের পর দুর্ব্বলতা সারিবার জন্য ব্যবস্থেয়।

**নেট্রাম-ফস** ৬x, ১২x—অপ্রকৃতি ঝিল্লীপ্রদাহে তালুদেশ, তালুমূল এবং জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে হরিদ্রাবর্ণের সর বা লেপ পড়িলে।

# শোথ

## ( Dropsy )

ইহা নিজে কোনও রোগ নহে, অন্য রোগসম্ভূত একটি কঠিন উপসর্গ। প্লীহা, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, মূত্রযন্ত্র প্রভৃতির পীড়ায় এবং বহুমূত্র, উদরাময় ও ম্যালেরিয়া জ্বরে বহুদিন ভুগিলে উদর, হাত পা, চোখ মুখ প্রভৃতিতে জলসঞ্চয় হয় এবং ফোলে; টিপিলে ঐ স্থান বসিয়া যায়। শোথ রক্তস্বল্পতার পরিচায়ক।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—শারীরিক যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইয়া শোথ হইলে। শ্বেত-লেপাবৃত জিহ্বা। প্রস্রাবে সাদা শ্লেষ্মা। যকৃৎ বড় হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল, বুক ধড়্‌ফড়্ করা।

**নেট্রাম-সাল্‌ফ** ৬x, ১২x—( নেট্রাম-মিয়ুর সহ পর্য্যায়ক্রমে সেব্য —সামান্য রকমের শোথ; একশিরা বা অণ্ডকোষে শোথ। "আর্দ্র জ্বরের" পরবর্ত্তী শোথ।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৩০x—রক্তক্ষয়জনিত শোথ; ( ফেরাম-ফস্ ) রক্তস্বল্পতা।

**ক্যাল্‌কে-ফ্লুয়োর** ৬x, ১২x—হৃদ্রোগ জন্য শোথ; বহুদিনে পুরাতন একশিরা।

# আমাশয়

( Dysentery )

বৃহৎ অন্ত্রের ক্ষতযুক্ত প্রদাহকে আমাশয় বলে।

**রোগের কারণ**—সাধারণতঃ ঠাণ্ডা লাগা, গুরুপাক দ্রব্য এবং কাঁচা ফল-মূলাদি বেশী পরিমাণে ভোজন করা, স্যাঁতসেঁতে ঘরে বসবাস অথবা গরমের পর ঠাণ্ডা স্থানে যাওয়া বা ঠাণ্ডা লাগান অথবা ঠাণ্ডা স্থান হইতে গরম স্থানে যাইবার ফলে আমাশয় হইয়া থাকে।

**লক্ষণাদি**—আমাশয় রোগীর পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা, কখন মলমিশ্রিত আম, আবার কখনও কেবল আম ; পেটে অত্যধিক বেদনা, বাহ্যের পূর্ব্বে এবং বাহ্যের সময় ও পরে বেদনা, নাভির চতুর্দ্দিকে কামড়ান বেদনা ; কোন কোন সময় শূলবৎ বেদনা ; কোন কোন রোগীর আমের মধ্যে রক্তও দেখা যায়। তরুণ অবস্থায় আমাশয় আরোগ্য করিতে না পারিলে, প্রায়ই উহা পুরাতন আমাশয়ে পরিণত হইয়া রোগীকে বহুদিন পর্য্যন্ত ভোগাইতে থাকে এবং আমাশয় জীবাণু যকৃতের মধ্যে বাসা বাঁধে। আমাশয়ের উৎকট অবস্থায় রোগীর শরীর হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়।

**আমাশয়ের প্রকার**—আমাশয় দুই প্রকার, (১) সাদা বা সাধারণ আমাশয়—ইহাতে আমযুক্ত মল বা কেবল আমই থাকে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তমিশ্রিত আমও দেখা যায়। (২) রক্তামাশয়—রক্তমিশ্রিত আমাশয় রোগ ( রক্তামাশয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য )।

**আমাশয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ**—ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ৬x, এই ঔষধের ৩x বা ৬x গরম জলে গুলিয়া ঘন ঘন প্রযোজ্য। জিহ্বায় সাদা লেপ লক্ষণে, কেলি-মিউর ৬x উৎকৃষ্ট ঔষধ। ম্যাগ-ফস ৩x, ৬x, পেটে মোচড়ানবৎ বেদনা, ঐ বেদনা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিলে বা গরম

সেক্ প্রয়োগে উপশম। অত্যন্ত কুন্থন ও পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা লক্ষণেও ম্যাগ-ফস উত্তম কাজ করে।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x—হঠাৎ আমাশয় হইয়া জ্বর ও তৎসহ গরম মলত্যাগ লক্ষণে।

**কেলি-মিউর** ৬x, ১২x—রোগীর পেটে অত্যন্ত বেদনা সেই সঙ্গে আঠা আঠা মলিন হলুদবর্ণের শ্লেষ্মাস্রাব।

**কেলি-ফস** ৩x, ৬x, ১২x—প্রবল কুন্থনের সহিত উদর-স্ফীতি, প্রলাপ বকা, পচা দুর্গন্ধ মলত্যাগ এবং কোন কোন সময় অত্যন্ত রক্তমল, তৎসহ শুষ্ক জিহ্বা ও অত্যধিক দুর্ব্বলতায় ইহা ফলপ্রদ।

**কেলি-সাল্ফ** ৬x, ১২x—পুরাতন আমাশয় রোগে যখন পুঁজবৎ, কখন কখনও রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা থাকে তখন ইহা ফলপ্রদ।

**ক্যাল্কে-ফস** ৩x, ৬x—আমাশয় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে কেলি-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ইহা ব্যবহার করা চলে।

**পথ্য**।—বেলের মোরোব্বা, কাঁচা বেলপোড়া ইক্ষুগুড় সহ, চিড়ার সরবৎ, শটীর পালো, গাঁদালের ঝোল ও সরু চালের ভাত, তৎসহ দই বা ঘোল, সামান্য মাছের ঝোল। আমাশয় কঠিনাকার ধারণ করিলে ফ্লানেল বা গরম কাপড় বা তুলার পুরু পেটী দ্বারা পেট বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

## রক্তামাশয়

(Blood Dysentery)

ইহাতে "বৃহৎ অন্ত্র" ক্ষত ও প্রদাহযুক্ত হয়। পেটে ব্যথা, পুনঃ পুনঃ মলবেগ ও প্রত্যেকবার স্বল্প মলত্যাগ, মলত্যাগকালে কুন্থন, মলহীন আম ও রক্তময় ভেদ, মূত্রাল্পতা, জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য, বমনেচ্ছা, হাত পা ঠাণ্ডা, মুখমণ্ডল আরক্তিম, নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা

যায়। প্রথম হইতে সাবধান না হইলে রোগ কঠিন ও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

এক প্রকার জীবাণু নাকি ইহার কারণ। পানভোজনের দোষ, অস্বাস্থ্যকর ও আর্দ্রস্থানে বাস, ঘর্ম্মরোধ, ঠাণ্ডা লাগান প্রভৃতি ইহার উত্তেজক কারণ।

**কেলি-মিয়ুর** ৩x, ৬x—অসহ্য পেটব্যথা; নিয়ত মলবেগ; তীব্র কুন্থন; ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ কলতানি ( অর্থাৎ রস রক্ত পুঁজাদি )-যুক্ত ভেদ।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রাদাহিক অবস্থা। প্রবল জ্বর; জলবৎ উত্তপ্ত ভেদ; কথনও বা তাহা রক্তভেদ। প্রলাপ।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—অত্যন্ত দুর্গন্ধ ভেদ; সময়ে সময়ে তাহা রক্তভেদ। প্রলাপ। উদর স্ফীত; মলত্যাগের পর কুন্থন। জিহ্বা শুষ্ক।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—উদরে ও পাকস্থলীতে বেদনা ও খেঁচুনি; সেক দিলে, চাপ দিলে বা মর্দ্দন করিলে কতকটা উপশম বোধ। সরলান্ত্রে বেদনা; পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ও বাহ্যের বেগ।

**পথ্য**।—ডাবের জল, থানকুনি পাতার রস, পাকা বাতাবী লেবুর রস শর্করা সহ। বার্লি, চিড়ার জল লেবুর রস সহ, ঘোল ইত্যাদি পথ্য।

## বাধকবেদনা বা ঋতুশূল

( Dysmenorrhœa )

স্ত্রীলোকগণের মাসে মাসে নিয়মিত সময়ে ঋতু বা রজঃস্রাব হয়। কষ্টকর রজঃস্রাব হইলে তাহাকে বাধক বা ঋতুশূল বলে। ইহাতে তলপেটে অসহ্য ব্যথা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মাথাধরা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বমনেচ্ছা

প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ দেখা যায়। রোগী শুইয়া থাকে এবং যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে থাকে। রজঃস্রাব হইলে এবং সময়ে সময়ে তৎসহ ঝিল্লীবৎ পদার্থ নির্গত হইলেই যন্ত্রণার উপশম হয়। রক্ত উজ্জ্বল লাল বা কৃষ্ণাভ এবং দুর্গন্ধযুক্ত হইতে পারে।

জরায়ুর স্থানচ্যুতি, গর্ভাশয়ের পেশীতন্তুর সঙ্কোচন বা জরায়ু মধ্যে অত্যধিক রক্তসঞ্চয় প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ১x, ৩x—খিলধরা মত বেদনার প্রধান ঔষধ।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—উৎকট বেদনাসহ ঝিল্লীখণ্ডসমূহ নিঃসরণ। উজ্জ্বল লালবর্ণ রজঃস্রাব। রক্তাধিক্য নিবারণার্থ ঋতুর পূর্ব্বে ইহা সেব্য।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—ক্রন্দনশীলা, খিট্‌খিটে স্বভাবের স্ত্রীলোকদিগের ঋতুশূল। কাল্‌চে রক্তস্রাব।

## অজীর্ণ

(Dyspepsia)

অতিভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন, বেশী উপবাস, ভাল করিয়া চিবাইয়া না খাওয়া, অধিক পরিশ্রমের পরই (বিশ্রাম না করিয়া) খাওয়া, ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনার পরই খাওয়া, অপরিষ্কৃত পানাহার, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, চা, কাফি প্রভৃতি উত্তেজক পানীয় পান, কোনও-রূপ শারীরিক পরিশ্রম না করা ইত্যাদি কারণে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। ভুক্তদ্রব্য ভালরূপ জীর্ণ বা পরিপাক না হইলে তাহাকে অজীর্ণ কহে।

এই রোগে ক্ষুধামান্দ্য, অম্লোদ্গার, বুকজ্বালা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, গা-বমি-বমি, পেটফাঁপা, খইচেঁকুর, পেটব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা দম্‌কা ভেদ, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x, ১২x—পাকস্থলীপ্রদাহ, পরিপাক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্যজনিত জ্বরের প্রথম অবস্থা। অজীর্ণরোগসহ মুখমণ্ডল রক্তিমাভ ও উত্তপ্ত; ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণ অবস্থায় বমন, অম্লবমন। উদরাধ্মান। ভুক্তদ্রব্যের স্বাদযুক্ত উদ্গার। পেটব্যথা—চাপ দিলে বাড়ে। অগ্নিমান্দ্য; ক্ষুধে অরুচি; ঘুম ভাল হয় না; স্বপ্ন-দেখা।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, শ্বেত বা শ্বেতাভ-ধূসর ক্লেদাবৃত জিহ্বা ও পেটফাঁপা; যকৃতের নিষ্ক্রিয়তা; চর্বিযুক্ত, তৈলাক্ত বা ঘৃতাক্ত মশলাযুক্ত খাদ্যাদি আহারের পর বমনেচ্ছা বা অসুস্থবোধ। মুখে তিক্তস্বাদ। কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটব্যথা।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৬x—অম্লস্বাদ, রাক্ষুসে ক্ষুধা, প্রবল তৃষ্ণা, পেটে ব্যথা মুখে জল উঠা; নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ।

**নেট্রাম-ফস** ৬x, ১২x—অম্লরোগ, অম্ল উদ্গার, বুকজ্বালা; জিহ্বা ও জিহ্বার তালু সরের ন্যায় বা হরিদ্রাবর্ণ লেপাবৃত।

**ক্যাল্‌কে-ফস্‌** ৬x, ৩০x—ভুক্তদ্রব্য রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতিতে পরিণত না হওয়া। সামান্য ভোজন বা শীতল জল পানজনিত বেদনা।

**কেলি-ফস্‌** ৬x, ১২x—স্নায়ুবিধানের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম জন্য অজীর্ণতা। রাক্ষুসে ক্ষুধা; অত্যন্ত হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ বা ভয়জনিত অজীর্ণতা ও পেটব্যথা।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ১x, ৬x—( অত্যুষ্ণ জলসহ ) খেঁচুনি ও খিলধরা। পাকাশয় প্রদেশে দন্তদ্বারা চর্ব্বণবৎ বেদনা।

**নেট্রাম-সাল্‌ফ** ৬x, ৩০x—পিত্তাধিক্য, খিট্‌খিটে মেজাজ। তিক্তস্বাদ, তিক্তবমন, বুকজ্বালা, সবুজাভ মল, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অবসাদ, উদরাধ্মান।

অধিক মসলাযুক্ত খাদ্য নিষিদ্ধ। সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ ও পরিমিত আহার কর্ত্তব্য। শীতল জলে স্নান, একটু বেড়ান, অধিক রাত্রি না জাগা ও ভোরে নিদ্রাত্যাগ করা উচিত।

# কর্ণরোগ

## (Diseases of the Ear)

কানে ব্যথা, কানে পুঁজ, কর্ণনাদ, বধিরতা প্রভৃতি "কর্ণরোগ" পর্য্যায়ভুক্ত।

ঠাণ্ডা লাগা, কানে জল ঢোকা প্রভৃতি কারণে এবং হাম, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতির পর কানে পুঁজ হইতে পারে।

কানের পুঁজে অনেক দিন ভুগিলে ; টাইফয়েড প্রভৃতি কোনও কঠিন রোগের পর ; মস্তিকে আঘাত জন্য ; ভীষণ শব্দে কানে তালা লাগিয়া ; কর্ণপটহে ফোড়া প্রভৃতির জন্য উহা ছিদ্র হইয়া গেলে বধিরতা জন্মে। বোবা লোকেরা সাধারণতঃ বধির বা কালা হইয়া থাকে।

**ফেরাম-ফস ৩x, ৬x**—সূচীবেধবৎ তীব্র বেদনা, জ্বরসহ কর্ণপ্রদাহ, রক্তসঞ্চয়, কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ, প্রদাহ জন্য বধিরতা।

**কেলি-মিউর ৩x, ৬x**—তরুণ প্রদাহ উপশমিত হইবার পর কর্ণকুহর হইতে রস বা সর্দ্দি নিঃসরণ, শ্বেতবর্ণ স্রাব। কর্ণনলীসমূহের স্ফীতি জন্য বধিরতা।

**কেলি-ফস্ ৬x, ১২x**—দুর্গন্ধ পুঁজ নিঃসরণ, শীর্ণাবস্থা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জনিত বধিরতা।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ৩x, ৬x**—কর্ণবেদনা (স্নায়বিক প্রকৃতির); স্নায়ুশূলবৎ বেদনা।

**ক্যাল্কে-ফস ৩x, ৩০x**—গণ্ডমালাগ্রস্ত ধাতু, পুরাতন কর্ণস্রাব।

**সিলিকা** ৬x, ৩০x—দুর্গন্ধ পুঁজময় স্রাব নিঃসরণ ; কর্ণ-প্রদাহ।

**ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ** ৩x, ৩০x—গাঢ় স্রাবসহ বধিরতা ; কখন কখনও রক্তমিশ্রিত স্রাব। ইহা পুঁজজনন বন্ধ করে।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৩০x—কুইনিন ব্যবহারের পর কান ভোঁ ভোঁ করা। কর্ণকুহরে স্ফীতি, তজ্জন্য বধিরতা ; কান হইতে জলবৎ স্রাব ; জিহ্বা ফেনাযুক্ত ; প্রচুর লালাস্রাব।

# অন্ত্র-প্রদাহ

## ( Enteritis )

আমাদের পাকস্থলীর নিম্নদেশে অন্ত্র বা নাড়ীভুঁড়ি অবস্থিত। অন্ত্র দুই অংশে বিভক্ত—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। বৃহদন্ত্র অনেক দিন প্রদাহিত থাকিলে রক্তামাশয়ে পরিণত হয় ও অন্ত্র ক্ষতযুক্ত হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র অন্ত্র প্রদাহিত হইলে কম্প, জ্বর, পেটে ব্যথা, অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধতা বা তরল ভেদ, পেটফাঁপা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা, জ্বরাদি-লক্ষণে।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, পেট শক্ত ও স্ফীত ; কোষ্ঠকাঠিন্য।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ১২x—তরুণ উপসর্গচয় অন্তর্হিত হইবার পর ইহা জীবনীশক্তি বিধায়ক বলকারক ঔষধ।

# মৃগী-রোগ

## ( Epilepsy )

হঠাৎ সংজ্ঞা লোপ ও তৎসহ অল্পবিস্তর আক্ষেপ এই রোগের প্রকৃতিগত লক্ষণ। রোগ আক্রমণের পূর্ব্বে রোগী বুঝিতে পারে না।

যে, তাহার রোগ হইবে। কাজ করিতে করিতে, কথা কহিতে কহিতে, চলিতে চলিতে রোগী অকস্মাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও খেঁচিতে থাকে। কেহ কেহ অমানুষিক চীৎকার করিয়া অচৈতন্য হয়। ম্লান মুখমণ্ডল, অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষু, আড়ষ্ট গ্রীবা, কষ্টসাধ্য শ্বাস-প্রশ্বাস, মুখ দিয়া ফেনা উঠা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। কাহার কাহারও জিব বাহির হইয়া পড়ে এবং দাঁতের চাপে জিব কাটিয়া হয়ত রক্ত পড়ে। আক্রমণ শেষে রোগী ঘুমাইয়া পড়ে এবং ঘুম ভাঙ্গিলে সুস্থবোধ করে, তাহার রোগ সম্বন্ধে কিছুই মনে থাকে না।

এই রোগ সাধারণতঃ দশ হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যেই আরম্ভ হয়। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরিচালনা, হস্তমৈথুন, স্রাব, আঘাত প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইতে পারে; ইহার প্রকৃত কারণতত্ত্ব নির্ণীত হয় নাই।

"মৃগী" দুরারোগ্য রোগ। ইহাতে জলে ডুবিয়া, আগুনে পুড়িয়া, আঘাত পাইয়া অপমৃত্যুর ভয় খুব বেশী; সম্ভব হইলে রোগীর সঙ্গে সব সময় লোক থাকা ভাল।

রোগ আক্রমণে রোগীকে খোলা যায়গায় বা খোলা জানালার পাশে শোয়ান, রোগীর কাপড় প্রভৃতি আল্‌গা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। দুই পাটী দাঁতের মধ্যে ছিপি বা কতকটা পরিষ্কার নেকড়া গুজিয়া দিলে জিব কাটিবার ভয় থাকে না।

**কেলি-মিয়ুর** ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ; বিশেষতঃ যদি কোন প্রকার উদ্ভেদ ( হাম, বসন্ত, খোস ও চুলকানি ইত্যাদি ) বসিয়া যাইবার পর এই রোগ হয়।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—আক্ষেপ বা অঙ্গ-বিকৃতি।

**কেলি-সাল্ফ** ৬x, ১২x—রোগ আক্রমণের পর দেহ ঠাণ্ডা, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করা, দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা, মুখ চোপ্‌সান।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ৬x, ৩০x—ক্রিমি প্রভৃতি জন্য অন্ত্রের উপদাহ
**নেট্রাম-সাল্ফ** ৬x, ১২x—আঘাত জন্য মৃগী।

**সিলিকা** ৬x, ৩০x—রাত্রিকালে ও অমাবস্যায় মৃগী; মৃগীর আক্রমণ হইবার পূর্ব্বে শৈত্য বোধ।

# নাক দিয়া রক্ত পড়া

( Epistaxis )

ইহা বিশেষ কোনও রোগ নহে। কাহার কাহারও জ্বর, মৃগী প্রভৃতি রোগের শেষে নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া থাকে; অনেক স্থলে ইহাতে মাথাব্যথা, মাথাঘোরা প্রভৃতির উপশম হয়। প্রথম অবস্থায় রক্তস্রাব বন্ধ করিবার চেষ্টা না করাই ভাল; তবে যদি পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব হয় অথবা অনেক দিন ধরিয়া হইতে থাকে, তাহা হইলে ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক।

আঘাত, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, ঋতু বন্ধ বা অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ, অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে নাক দিয়া রক্ত পড়ে।

রক্তস্রাবের পূর্ব্বে মুখমণ্ডল আরক্তিম, নাড়ী দ্রুত, দৃষ্টি ক্ষীণ, নাক চুলকান প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—আঘাত বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক নাক দিয়া উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব; এই রক্ত শীঘ্র শীঘ্র জমাট বাঁধে। দ্রুতবর্দ্ধনশীল শিশুদের নাক দিয়া রক্ত পড়া।

**কেলি-ফস্** ৬x, ১২x—পাতলা পচা কাল্চে রক্ত, সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য; দুর্ব্বল প্রকৃতি বা রোগপ্রবণ ধাতু।

**নেট্রাম-মিয়ুর** ৬x, ৩০x—মাথা নোয়াইলে বা কাসিলে রক্তস্রাব, রক্ত লাল, তরল, জমাট বাঁধে না। মাথায়, ঘাড়ে এবং নাকের উপর ঠাণ্ডা জল বা বরফ প্রয়োগে উপকার দর্শে।

# বিসর্প

## ( Erysipelas )

ইহাতে গাত্রচর্ম্ম উজ্জ্বল লালবর্ণ ও উত্তাপযুক্ত হয়; আক্রান্ত স্থানে ফোস্কা, জ্বালা, ফোলা প্রভৃতি দেখা যায়। জ্বর, কম্প, গাত্রদাহ, তন্দ্রাভাব, মাথাব্যথা, শুষ্ক জিহ্বা, বমনেচ্ছা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।
আঘাত, ঠাণ্ডা লাগা, উত্তেজনা, পরিপাক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, প্রবল উদ্বেগ বা উত্তেজনা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইয়া থাকে। অস্ত্রোপচারের পর কাহার কাহারও বিসর্প হয়; কাঁকড়া, গল্দা চিংড়ি প্রভৃতি খাইয়া অথবা কোন প্রকার গাছের রস লাগিয়া কেহ কেহ এই রোগে আক্রান্ত হয়। সময়ে সময়ে ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রাদাহিক অবস্থার প্রধান ঔষধ।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৬x, ১২x—ফেরাম-ফস প্রয়োগের পর বিশেষ উপযোগী।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—জলপূর্ণ আকারের বিসর্প।

**কেলি-সাল্ফ** ৬x, ১২x—ফোস্কার মত বিসর্প; শল্কপাত বা উপত্বক উঠাইবার পক্ষে সহায়তা করে।

**নেট্রাম-ফস্** ৩x, ৬x—মসৃণ লালবর্ণ যন্ত্রণাদায়ক স্ফীতি।

## সাধারণ জ্বর

( Simple Fever )

শীত, উত্তাপ, দ্রুত নাড়ী, পিপাসা ও অস্থিরতা, গা গরম, মাথা ও গা-হাতে ব্যথা, অস্বাচ্ছন্দ্য ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি এই জ্বরের লক্ষণ।

ঠাণ্ডা লাগা, রোদে ঘোরা, জলে ভেজা, আহারাদির দোষ, অতিশ্রম প্রভৃতি ইহার কারণ।

অনেক সময় এই জ্বর হঠাৎ আসে এবং কয়েক দিন উপবাস দিলে আপনিই সারিয়া যায়। আবশ্যক হইলে লক্ষণানুযায়ী নিম্নলিখিত ঔষধ প্রযোজ্য।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x—সর্দ্দিজ্বর, বাতজ্বর, যে কোনও প্রকার প্রাদাহিক জ্বর, আঘাত জন্য জ্বর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সামান্য জ্বরের প্রাথমিক অবস্থায় প্রধান ঔষধ। দ্রুত নাড়ী, উত্তাপ বৃদ্ধি ও কম্প লক্ষণে প্রত্যহ বেলা ১টার সময় শীত ও কম্প।

**কেলি-মিয়ুর** ৩x, ৬x—দ্বিতীয় ঔষধ ( বিশেষতঃ জিহ্বা লেপাবৃত ও কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে )। সর্দ্দিজ্বর, অত্যন্ত শীত, সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেও রোগী শীতার্ত্ত হইয়া পড়ে; শীত নিবারণার্থ আগুন পোয়ায় অথবা বেশ করিয়া শরীর ঢাকিয়া শুইয়া থাকে।

**কেলি-ফস** ৬x ১২x—কেবল স্নায়বিক জ্বরসমূহে নাড়ী অনিয়মিত ও দুর্ব্বল; শারীরিক উষ্ণতা খুব বেশী; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসাদ; মৃদুজ্বরে মুখ শুষ্ক, দাঁত ময়লা ও বিকার ইত্যাদি।

**নেট্রাম-মিয়ুর** ৬x, ৩০x—গ্রীষ্মকালীন জ্বরে নাক চোখ দিয়া জলবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ লক্ষণে ( hay fever )।

## ভগন্দর

( Fistula-in-Ano )

মলদ্বারের অভ্যন্তরে এক প্রকার শোষ বা নালী-ঘা হয় ; উহাকেই ভগন্দর বলে। উহা হইতে রস, রক্ত, পুঁজস্রাব হইয়া থাকে। ইহা দুরারোগ্য ব্যাধি। অর্শ রোগে অনেক দিন ভুগিলে কাঁহার কাহারও ভগন্দর হইয়া থাকে।

ক্যাল্কে-ফস্ ও সিলিকা পর্য্যায়ক্রমে কার্য্যকরী। ক্যাল্কে-ফ্লুয়োর ১২x বিচূর্ণ ব্যবহারেও সময় সময় উপকার দর্শে।

**ক্যাল্কে-ফস** ৬x, ১২x, **সিলিকা** ৬x, ৩০x—সহ পর্য্যায়ক্রমে সেব্য।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ২০০x—মলদ্বারের ভিতর খুব লাল ও অনেক দিনের স্থায়ী পীড়া। ক্ষতের চতুর্দ্দিক সবুজ এবং সবুজবর্ণের পুঁজস্রাবে নেট্রাম-সাল্ফ ভাল ঔষধ।

## পিত্ত-পাথরী

( Gall-stones )

**পিত্ত-পাথরী বা পিত্তশূল**—যকৃতের রোগবিশেষ। স্ত্রীলোকেরা এই রোগে বেশীর ভাগ আক্রান্ত হন। পিত্তকোষ হইতে নিয়মিত পিত্ত নিঃসরণ না হইলে ঐ পিত্ত জমিয়া ক্রমে বালুকণা বা প্রস্তরকণার ন্যায় হয় ; পিত্তকোষ মধ্যে বড় একটি বা ছোট ছোট অনেকগুলি এরূপ প্রস্তরকণাবৎ পদার্থ থাকিতে পারে। ঐ প্রস্তরকণা বা কণাগুলি যতদিন পিত্তকোষ মধ্যে থাকে ততদিন রোগী বিশেষ কিছু কষ্ট বুঝিতে পারে না ; কিন্তু ঐ কণাগুলি পিত্তবাহী নলী মধ্যে আসিয়া পড়িলে

রোগী যাতনায় অধীর হইয়া পড়ে; পেটে, পিঠে, বুকে, কাঁধে, যকৃৎ প্রদেশে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হয়। বমনেচ্ছা, বমন, প্রচুর ঘর্ম্ম, ক্ষীণ নাড়ী, ঠাণ্ডা গা, ফ্যাকাসে মুখ, কামলা বা ন্যাবা, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পিত্তবাহী নলী হইতে পাথরীগুলি অন্ত্র মধ্যে গেলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

**কেলিফস** ৩x, ৩০x—(প্রতিষেধক) এই ঔষধ সেবনে পুনরায় নূতন পাথরী জন্মিতে পারে না।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস**—৩x, ৬x—অত্যধিক যন্ত্রণা, খেঁচুনি বা খিলধরা।

**কেলি-সালফ** ৬x, ১২x—পিত্তপ্রধান বা গ্রন্থিবাত ধাতু। কোমরে কাপড় আঁটিয়া পরিতে পারে না।

বিশুদ্ধ জলপাই-তৈল ( অলিভ-অয়েল ) ২ ড্রাম করিয়া দিবসে দুইবার সেবনে খুব উপকার হয়।

# অসাড়ে মূত্রস্রাব

## ( Enuresis )

ইহা নিজে কোনও রোগ নহে, অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র। মূত্রনলীর পক্ষাঘাত জন্য মূত্রধারণের ক্ষমতা লোপ পায়। মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবর্দ্ধন, আঘাত, পাথরী প্রভৃতি জন্য মুহুর্মুহুঃ মূত্রবেগ হয়; মূত্রবেগ মাত্র মূত্রত্যাগ না করিলে অসাড়ে মূত্রস্রাব হইয়া যায়; হাঁচিলে, কাসিলে, জোরে হাসিলে মূত্রস্রাব হইয়া যায়। অনেকদিন ভুগিলে আপনা-আপনি ফোঁটা ফোঁটা মূত্রস্রাব হইতে থাকে, কিন্তু ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্রতার মত কষ্ট থাকে না। হস্তমৈথুন, উপদংশ দোষ প্রভৃতি কারণেও এই রোগ হইতে দেখা যায়। শিশুগণ অনেক সময় ক্রিমি জন্য বিছানায় প্রস্রাব করে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—সঙ্কোচক পেশীসমূহের দুর্ব্বলতা বা স্থানিক উপদাহ জনিত মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—কোন প্রকার স্নায়বিক রোগজনিত।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—অল্প বয়স্ক শিশু বা বৃদ্ধদিগের অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

## চর্ম্মরোগ

( Diseases of the Skin )

চর্ম্মরোগ নানাপ্রকার, যথা—পামা বা কাউর, পাঁচড়া, দাদ, ছুলি, আমবাত, ব্রণ, গা-হাত ফাটা, মরামাস, মুখে ব্রণ, ফুস্কুড়ি, চুলকানি প্রভৃতি।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—উদ্ভেদ, গাঢ় শ্বেত স্রাব নিঃসরণ, স্ফীতি।

**কেলি-সালফ** ৬x, ১২x—উদ্ভেদ, জলবৎ হল্‌দে অবসন্নকর পুঁজ রসাদি নিঃসরণ; শুষ্ক ত্বক।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ৩০x—পরিষ্কার জলপূর্ণ উদ্ভেদ। পামা, জলবৎ স্রাব, দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ১২x—দুগ্ধসরবৎ হল্‌দে স্রাব, স্বর্ণবৎ হরিদ্রাবর্ণের মামড়ী; অম্লরোগ, মাথার চামড়ায় মাম্‌ড়ী পড়া; বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী শিশুদিগের।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—উৎকট পচনশীল উপসর্গচয়; (কীট বিচরণবৎ) সড়্‌সড়্‌ করা; অনুভবশক্তির আধিক্য।

**ক্যাল্‌কে-সালফ** ৩x, ৩০x—পুঁজযুক্ত চর্ম্মরোগ, গাঢ় হল্‌দে স্রাব নিঃসরণ; মাম্‌ড়ী।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৩০x—বৃদ্ধদিগের পাঁচড়া, দুর্ব্বলতা সহ পামা, মুখব্রণ।

## আঙ্গুল হাড়া

( Whitlow or Felon )

আঙ্গুলের ডগায় হাড়ে মাংসে বা নখের কোণে কোথাও প্রদাহ হইয়া যন্ত্রণা ও টাটানিসহ ফোড়ার আকার ধারণ করিলে, উহাকে আঙ্গুল-হাড়া বলে। আঙ্গুল-হাড়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদয়ক পীড়া; যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। প্রদাহ জনিত জ্বরও হইতে পারে।

**ফেরাম-ফস ৩x, ৬x** —পীড়ার প্রারম্ভে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও জ্বর লক্ষণে, ইহা ঘন ঘন প্রয়োগে উপশম হইয়া থাকে। যন্ত্রণার সহিত দপ্‌দপানি থাকিলে এবং গরম সেকে উপশম লক্ষণে, **ফেরাম-ফস ও ম্যাগ-ফস** পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**সাইলিসিয়া ৬x, ১২x**—পুঁজোৎপত্তির সম্ভাবনায় এবং আক্রান্ত অংশ শক্তভাবাপন্ন থাকিলে, সাইলিসিয়া উত্তম ঔষধ। তৎসহ মধ্যে মধ্যে **ক্যাল্‌কে-ফ্লোর** প্রয়োগে শক্তভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

**ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ ১২x, ৩০x**—আঙ্গুল-হাড়া কাটিয়া গিয়া ঐস্থান হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত পুঁজ নিঃসৃত হইতে থাকিলে এবং কোন উপায়েই পুঁজস্রাব নিবারিত না হইলে, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

## আঁচিল

( Condylomata )

সাইকোফিস বা প্রমেহ জাত ব্যক্তিদেরই সাধারণতঃ আঁচিল হইয়া থাকে।

**নেট্রাম-সাল্‌ফ ৬x, ১২x**—রক্তস্রাবী আঁচিল, বিশেষতঃ প্রমেহ রোগের ইতিহাস থাকিলে।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ১২x—রুক্ষ এবং শক্ত আঁচিলের জন্য।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৬x—মুখমণ্ডলের আঁচিলের জন্য উপযোগী।

**ক্যাল্‌কে-ফ্লোর** ৬x, ১২x—অত্যন্ত শক্ত ও লালবর্ণ আঁচিল ইহাদ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

# গ্রন্থির পীড়াচয়

## ( Glandular Affections )

শরীরের বিভিন্ন স্থানে ( কানে, গলায়, ঘাড়ে, বগলে, কুঁচকিতে এবং অপরাপর স্থানে ) ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক গ্রন্থি আছে। **যকৃৎ বৃহত্তম গ্রন্থি।**

কর্ণমূল-প্রদাহ, গলগণ্ড, কুঁচকি প্রভৃতি গ্রন্থির পীড়া। গণ্ডমালাতেও গ্রন্থি বাড়ে ও বেদনাযুক্ত হয়, কিন্তু ইহা ঠিক গ্রন্থির রোগ নহে।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—গ্রন্থিস্ফীতির প্রধান ঔষধ। গণ্ডমালা-জনিত গ্রন্থির বিবর্দ্ধন। কর্ণমূল স্ফীতি।

**ক্যাল্‌কে-ফ্লুয়োর** ৬x, ১২x—শক্ত বা **প্রস্তরবৎ কঠিন** গ্রন্থিচয়। স্তনের গ্রন্থি কঠিন।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ৩০x—অত্যধিক লালা নিঃসরণ সহ গ্রন্থির রোগসমূহ। বহিরাগত অক্ষিগোলক।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৬x, ৩০x—গ্রন্থিসমূহের পুরাতন বিবৃদ্ধির প্রধান ঔষধ; গলগণ্ড।

**সিলিকা** ৬x, ৩০x—গণ্ডমালাগ্রস্ত রোগীদিগের গ্রন্থির পীড়া। স্ফীত গ্রন্থি পাকিবার সম্ভাবনায় সিলিকা—ইহা পুঁজজননে সহায়তা করে।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ৬x—গলগণ্ড। মুখে তিক্তাস্বাদ, জিহ্বা হরিতাভ লেপাবৃত।

## গলগণ্ড

( Goitre )

ইহাতে গলার গ্রন্থি বা বিচি ফুলে; অনেক সময় খুব বড় হয়। তজ্জন্য কোনও জিনিষ গিলিতে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। যাহারা পার্ব্বত্যপ্রদেশে বাস করে তাহাদের নাকি এই রোগ বেশী হয়। খাবার জলে কোন কোনও খনিজ পদার্থ বা চুণের ভাগ বেশী থাকিলে এই রোগ হইতে পারে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদেরই এই রোগ বেশী হইয়া থাকে। অত্যন্ত প্রসবকষ্ট বা জরায়ুর কোন প্রকার দোষ জন্যও এই রোগ হইতে পারে।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৩০x—প্রধান ঔষধ; স্বল্পরক্ত রোগীদের ইহা বিশেষ উপযোগী।

**ক্যাল্‌কে-ফ্লুয়োর** ৬x, ১২x—গ্রন্থি খুব শক্ত হইলে।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৩০x—গ্রন্থি বেশী শক্ত না হইলে এবং আক্রান্ত স্থলে তরল পদার্থ থাকিলে। গলগণ্ড জন্য অক্ষিগোলক বহির্নিঃসৃত; হৃদ্বৃদ্ধি; শ্বাস-প্রশ্বাসে ও গলাধঃকরণে কষ্ট।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ৬x—অম্ল লক্ষন থাকিলে।

## প্রমেহ

( Gonorrhœa )

প্রমেহ ছোঁয়াচে রোগ। প্রমেহ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সংস্রবে বা সহবাসে প্রমেহ হয়। প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্রসহ পুঁজ ও রক্তস্রাব, মূত্ররোধ এবং মূত্রকষ্ট প্রভৃতি অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণসকল ইহাতে প্রকাশ পায়। এ-রোগ সহজে আরোগ্য হয় না; ইহার পরিণাম গ্রন্থিবাত ইত্যাদি।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—( প্রধান ঔষধ ) গাঢ় সাদা বা হরিদ্রাভ-শ্বেতবর্ণের পুঁজ।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রাদাহিক অবস্থা।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—রক্তস্রাব।

**নেট্রাম-মিউর**, ৩x, ৩০x—পুরাতন প্রমেহ। জলবৎ স্বচ্ছ স্রাব।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৬x, ১২x—হরিদ্রাভ সবুজ স্রাব, মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—মূত্রনলীর সঙ্কোচন।

**ক্যাল্কেরিয়া-সাল্ফ** ৩x, ৬x—পুঁজস্রাব ও তৎসহ রক্তের ছিটা।

# গ্রন্থিবাত

( Gout )

ইহা সাধারণতঃ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর সন্ধি আক্রমণ করে; ইহাতে গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয় এবং ঐ স্থান ফোলে। এই রোগ ধনী বিলাসী ও অলস লোকদেরই বেশী হয়। উত্তেজক পানাহার, হঠাৎ ঘর্ম্মরোধ, উদ্বেগ প্রভৃতি ইহার কারণ; ইহা অন্য রোগসম্ভূতও হইতে পারে। কাহার কাহারও বংশানুক্রমে গ্রন্থিবাত হইতে দেখা যায়। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রায়ই পরিপাকক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য থাকে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরই এই রোগ বেশী হইয়া থাকে।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থায় এবং প্রদাহ লক্ষণে।

**নেট্রাম-ফস্** ৩x, ৬x—নূতন ও পুরাতন গ্রন্থিবাত; প্রচুর অম্লগন্ধ ঘাম।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৬x, ১২x—তরুণ আক্রমণে ফেরাম-ফস সহ পর্য্যায়-ক্রমে। ইহা নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ গ্রন্থিবাতের প্রধান ঔষধ।

## ঔষধিজ জ্বর

( Hay Fever )

ইহা অনেকটা তরুণ সর্দ্দিজ্বরের ন্যায়। নাক-চোখ দিয়া জলপড়া, হাঁচি; কাহার কাহারও রাত্রিকালে হাঁপানির ন্যায় শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা সাধারণতঃ শরৎ ও বসন্তকালের পুষ্প বা তৃণরেণু আঘ্রাণে হইয়া থাকে। সকলেই এক প্রকার রেণু দ্বারা আক্রান্ত হয় না; ধাতু অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রেণু অনিষ্টকারী। যাহাদের একবার কোন সময়ে এই রোগ হইয়াছে, তাহাদের প্রায় প্রতি বৎসরই ঠিক সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই রোগ হইতে দেখা যায়।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x ৩০x—পরিষ্কার জলবৎ স্রাব।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীসমূহের স্ফীতি; পাকাশয়িক গোলযোগ।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—শ্বাসকষ্ট, স্নায়বিক উপসর্গচয়, অবসাদ।

## শিরঃপীড়া

( Headache )

অনেক স্থলেই ইহা অন্য রোগের লক্ষণমাত্র। বেশী চা, কাফি, মদ্যপান, দাঁতের অসুখ, অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক শ্রম, রোদে ঘোরা, দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, অনাহার, অনিদ্রা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি কারণে মাথা ধরে। শুক্রমেহ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগেও মাথা ধরে। মাথার যন্ত্রণা কাহার কাহারও এত বেশী হয় যে, উহা ভাবায় প্রকাশ করিতে পারে না; কেহ কেহ যন্ত্রণায় উন্মত্তবৎ হইয়া পড়ে। বমন, বমনেচ্ছা প্রভৃতি কষ্টকর উপসর্গ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।

**কেলি-ফস ৩x, ১২x**—স্নায়বিক শিরঃপীড়া, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জনিত শিরঃপীড়া। পুরাতন সর্ষপবর্ণবৎ ক্লেদাবৃত জিহ্বা।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ৩x, ৬x**—স্নায়বিক শিরঃপীড়া, তীব্র হুলফুটান বা তীরবিদ্ধবৎ বেদনা ; চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে।

**ফেরাম-ফস ৩x, ৬x**—মস্তকে রক্তসঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়া।

**কেলি-মিউর ৩x, ৬x**—যকৃতের ক্রিয়া ধীর বা মন্দ প্রকৃতির। ইহার জিহ্বা শ্বেত বা ধূসর ক্লেদাবৃত।

**নেট্রাম-সালফ ৬x, ৩০x**—পিত্তাধিক্যসহ মস্তিষ্কের বেদনা।

**নেট্রাম-ফস ৩x, ৬x**—পাকাশয়ের অম্লতা। জিহ্বা ও তালু আর্দ্র হলদে সরবৎ ক্লেদাবৃত। মাথার তালুতে বেদনা।

# হৃদ্রোগসমূহ

## ( Heart, affections of )

হৃদ্স্পন্দন, হৃৎশূল, হৃদ্বৃদ্ধি প্রভৃতি হৃদ্যন্ত্র বা হৃৎপিণ্ডের পীড়া। হৃদ্স্পন্দন বা বুক ধড়্ফড়্ করা ঠিক হৃদ্যন্ত্রের পীড়া নহে, ইহা ঐ যন্ত্রের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য মাত্র, ইহা সাধারণতঃ অন্য রোগসম্ভূত। সহজ অবস্থায় হৃদয়ের স্পন্দন নিয়মিত এবং ঐ স্পন্দন অনুভূত হয় না ; কিন্তু কোনও কারণে স্পন্দন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে বুক ধড়্ফড়্ করিতে থাকে, তখন রোগী বেশ বুঝিতে পারে তাহার হৃদয় জোরে স্পন্দিত হইতেছে। রক্ত বা বায়ুপ্রধান ব্যক্তিগণ এই রোগে বেশী ভোগে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ, উদরাধ্মান বা পেটফাঁপা, মূর্চ্ছা, হৃদ্বৃদ্ধি, ঋতুর গোলযোগ, জরায়ু বা ডিম্বকোষের পীড়া, অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, অত্যধিক হর্ষ শোক ক্রোধ হয়, অপরিমিত চা কাফি তামাক ও নানাপ্রকার মাদকদ্রব্য সেবন প্রভৃতি ইহার উত্তেজক কারণ।

**হৃৎবৃদ্ধি**।—সহজ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের আকার কতকটা আতাফলের ন্যায়, ওজন এক পোয়া দেড় পোয়া; কিন্তু এই পীড়ায় ইহার আয়তন ও ওজন বাড়ে; ওজন প্রায় এক সের দেড় সের হয়। অপরিমিত পানাহার, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি ইহার কারণ।

**কেলি-ফস্** ৫x, ৩০x—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল ও সবিরাম; বুক ধড়্ফড়্ করা; স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা, সর্ব্বাঙ্গীণ অবসন্নতা।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—হৃৎপিণ্ডের বা রক্তবহা নাড়ীসমূহের প্রসারণ (ক্যাল্কে-ফ্লু; এই অবস্থায় প্রযোজ্য)। প্রাদাহিক রক্তাধিক্য অবস্থা।

**ক্যাল্কে-ফ্লুয়োর** ৩x, ১২x—হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ; পেশীতন্তু-সমূহের শিথিল অবস্থা।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৩০x—রক্তস্বল্পতাগ্রস্ত রোগীদিগের শোথ লক্ষণ।

# রক্তস্রাব

( Hæmorrhages )

ইহা নিজে কোনও রোগ নহে, অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র। যক্ষ্মা, টাইফয়েড, রক্তপিত্ত, নাসা, অন্ত্রাশয়ে ক্ষত, রক্তামাশয়, প্রমেহ, রক্তপ্রদর, অর্শ প্রভৃতি রোগে রক্তস্রাব হয়। প্রসবের পর প্রসূতির এবং মাসিক ঋতুকালে স্ত্রীলোকদিগের পরিমিত রক্তস্রাব হয়, ইহা স্বাভাবিক। অপরিমিত স্রাব হইলে চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—(প্রধান ঔষধ); উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব, শীঘ্র জমাট বাঁধে। রক্তস্রাবপ্রবণতা।

**কেলি-ফস** ৩x, ৬x, ১২x—কাল্‌চে গলিত বা দুর্গন্ধ রক্তস্রাব। সর্ব্বাঙ্গীণ দৌর্ব্বল্য। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৬x—জলবৎ পাতলা লালাভ রক্তস্রাব, ঐ রক্ত জমাট বাঁধে না।

# অর্শ

( Hæmorrhoids )

অর্শ দুই প্রকার—অন্তর্বলি ও বহির্বলিবিশিষ্ট অর্শ। বলি কতকটা আঁচিলের মত; বলি একটি বা একাধিক এক সঙ্গে থাকিতে পারে। অন্তর্বলি দেখিতে পাওয়া যায় না; বহির্বলি মলদ্বারের বাহিরে থাকে। কোন কোনও অর্শে রক্তস্রাব হয়, কোন কোনওটিতে রক্তস্রাব হয় না।

কোষ্ঠবদ্ধতা, রাত্রিজাগরণ, অতিমাত্রায় চা কাফি প্রভৃতি উগ্র পানীয় পান, লঙ্কা প্রভৃতি মসলা বেশী ব্যবহার, সর্ব্বদা বসিয়া বসিয়া কাল কাটান প্রভৃতি কারণে অর্শ হইতে পারে। অর্শে বেশী দিন ভুগিলে পরিণামে ভগন্দর হইতেও দেখা গিয়াছে।

অর্শরোগে জ্বালা, দপদপানি, টাটানি, কাটিয়া ফেলার মত যন্ত্রণা থাকে, অনেকের বসিতে কষ্ট হয়। অর্শে সচরাচর কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা যায়, কচিৎ উদরাময়ও থাকে। অনেকস্থলে অর্শকে **রক্তামাশয়** বলিয়া ভ্রম হয়।

**ক্যালকে-ফ্লুওর** ৩x, ১২x—প্রধান ঔষধ। অন্ধবলি বা রক্তস্রাবী বলি; পুরাতন অর্শরোগে চুলকানি লক্ষণে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—টাটানি, প্রদাহ, উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব।

**নেট্রাম-সালফ** ৩x, ১২x—পৈত্তিক অবস্থাসমূহ।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—দারুণ তীব্র ও তীরবিদ্ধবৎ বেদনা।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—ঘন কাল রক্তস্রাব।

# হিক্কা

( Hiccough )

ইহা সাধারণতঃ নিজে কোনও বিশেষ পীড়া নহে, অন্য রোগের ভয়াবহ উপসর্গ মাত্র। পাকাশয়ের গোলযোগ হেতু হিক্কা, ছেলেদের হিক্কা প্রভৃতিতে ভয়ের কোনও কারণ নাই, ইহা সহজেই সারিয়া যায়; এই সব হিক্কা অনেক সময় একটু জলপান করিয়া ভাল হইতে দেখা গিয়াছে। ওলাউঠা টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের হিক্কা আশঙ্কাজনক উপসর্গ।

**ম্যাগ-ফস্** ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ; আক্ষেপিক খেঁচুনিযুক্ত উপসর্গচয়। গরম জল সহ দিলে শীঘ্র ফল দর্শে; ফল না পাওয়া পর্য্যন্ত দশ-পনর মিনিট অন্তর প্রয়োগ করা বিধেয়।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৩০x—কুইনিন অপব্যবহার জনিত হিক্কা।

# আমবাত

( Hives )

ইহাতে শরীরের স্থানে স্থানে গোল গোল চাকা চাকা স্ফীতি প্রকাশ পায় এবং উহাতে চুলকানি থাকে, এইগুলির রঙ সাধারণতঃ লালচে। আমবাতের ফোলা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মিলাইয়া যায়; কাহারও কয়েকদিন থাকিতেও দেখা গিয়াছে। ইহাতে সামান্য জ্বর, চুলকানি, জ্বালা, অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। কোন কোনও রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া যায়।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—জ্বর ও প্রদাহ লক্ষণে।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ৬x—সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত কুট্‌কুট্‌ করে; অম্ল, জিহ্বা আর্দ্র ও পাতলা লেপযুক্ত।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ৩০x—শারীরিক পরিশ্রমের পর সর্ব্বশরীরে প্রবল কণ্ডুয়ন; সবিরাম জ্বরসহ আমবাত।

# একশিরা

( Hydrocele )

অণ্ডকোষে জল জমিয়া বড় হইলে তাহাকে একশিরা কহে। সাধারণতঃ একদিকের অণ্ডকোষই ফোলে; কাহার কাহারও আবার দু'দিকের কোষই বড় হইয়া থাকে এবং ঝুলিয়া পড়ে। ইহাতে অণ্ডকোষে ব্যথা, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ থাকে। এই রোগগ্রস্ত অনেকেরই অমাবস্যা পূর্ণিমার সময় উপসর্গগুলি প্রবলভাবে প্রকাশ পায়।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৩০x—অণ্ডকোষে ব্যথা ও জলসঞ্চয়, অণ্ডকোষে চুলকানি।

**ক্যাল্‌কে-ফ্লু** ৬x, ১২x—অণ্ডকোষ স্ফীত ও কঠিন। শিথিল পেশীসমূহের সঙ্কোচন জন্য ব্যবস্থেয়।

**সিলিকা** ৬x, ৩০x—গণ্ডমালাগ্রস্ত ধাতু। নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার "একশিরা"তেই ফলপ্রদ **অমাবস্যা** ও **পূর্ণিমার** সময় ব্যথা জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

# হিষ্টিরিয়া

( Hysteria )

হিষ্টিরিয়া নিজে কোনও মূল রোগ নহে, অন্য রোগসম্ভূত। ইহাতে পুরুষ অপেক্ষা যুবতী স্ত্রীলোকই বেশী ভোগে। জরায়ুবিকৃতি, ডিম্বাশয়ের প্রদাহ, বাধক প্রভৃতি ইহার উত্তেজক কারণ।

**কেলি-ফস্** ৩x, ১২x—প্রধান ঔষধ। হাসি ও কান্না লক্ষণে।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৬x—( কেলি-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে ) বিমর্ষভাব, মানসিক অবস্থা সতত পরিবর্ত্তনশীল, অনিয়মিত ঋতু।

# সাধারণ প্রদাহ

( Inflammation in General )

বহুবিধ প্রদাহ পরিলক্ষিত হয়—যথা, ফুস্ফুস্-প্রদাহ, ফুস্ফুস্-আবরণ-প্রদাহ, চক্ষু-প্রদাহ প্রভৃতি।

**ফুস্ফুস্-প্রদাহের জন্য**—ফেরাম-ফস্, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ ক্যাল্কে-সাল্ফ, নেট্রাম-সাল্ফ প্রভৃতি ঔষধ উপযোগী।

**ফুসফুস-আবরণ প্রদাহের জন্য**—ফেরাম-ফস্, কেলি-মিউর, ক্যাল্কেরিয়া-সাল্ফ, ক্যাল্কে-ফস্, ম্যাগ্-ফস্ প্রভৃতি ফলপ্রদ।

**চক্ষু-প্রদাহের জন্য**—ফেরাম-ফস্, কেলি-মিউর, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্ফ প্রভৃতি কার্য্যকরী।

অপরাপর স্থানের প্রদাহের জন্য ফেরাম-ফস্, ম্যাগ-ফস্, কেলি-মিউর প্রভৃতি উপযোগী ঔষধ।

# ইনফ্লুয়েঞ্জা

( Influenza )

ইনফ্লুয়েঞ্জা অনেক সময় ব্যাপকরূপে প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাকে বহুব্যাপক সর্দ্দিও বলে। সর্দ্দি, জ্বর, শীত, কম্প, মাথা ভার, মাথা ব্যথা, অবসাদ, অরুচি, নিদ্রালুতা, সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা, চক্ষু লাল হওয়া, আলোক অসহনীয়তা, শুষ্ক আলোড়ক কাসি, নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া থাকা, বিবমিষা, বমন প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। সময় সময় কয়েকদিন মধ্যেই বিনা চিকিৎসায় ইহা আরোগ্য হয়। আবার কখনও ইহার সহিত **নিউমোনিয়া,** প্রভৃতি দেখা দেয় এবং রোগ **মারাত্মক** হইয়া পড়ে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা। প্রাদাহিক অবস্থা জ্বর।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—বাতজ বেদনা, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীচয়ের প্রাদাহিক অবস্থা ( বা সর্দ্দি ), শ্বেত বা ধূসর লেপাবৃত জিহ্বা, গলক্ষত বা গলায় টাটানি।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৬x, ১২x—শিরঃপীড়া, পিত্তাধিক্য, তন্দ্রাভাব; ধূসরাভ-সবুজ পিচ্ছিল ক্লেদাবৃত জিহ্বা; স্বল্প মূত্র।

**কেলি-ফস্** ৩x, ১২x—**অত্যন্ত অবসন্নতা**, মানসিক ও স্নায়বিক উপসর্গচয়।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৩০x—প্রাথমিক অবস্থা; হাঁচি, জলবৎ সর্দ্দি প্রভৃতি।

নিউমোনিয়া প্রকাশ পাইলে লক্ষণানুসারে ফেরাম-ফস্, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর প্রভৃতি ঔষধ প্রযোজ্য।

# অনিদ্রা

( Insomnia )

সারাদিন পরিশ্রমের পর নিদ্রা আমাদের শ্রান্তি দূর করে। নিদ্রা না হইলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। অনিদ্রা নিজে কোনও রোগ নহে, অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র। কারণ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিলেই অনিদ্রাগ্রস্ত রোগীর স্থনিদ্রা হয়।

অজীর্ণ, আলস্যে কালহরণ, দুশ্চিন্তা, মানসিক উত্তেজনা, অতি ক্রোধ, উল্লাস বা উৎকণ্ঠা, অতিরিক্ত চা ও কাফি পান প্রভৃতি ইহার উত্তেজক কারণ। পাগলগণ প্রায়ই অনিদ্রায় ভোগে।

**কেলি-ফস্** **৩x, ১২x**—স্নায়বিক উপসর্গ, উদ্বেগ অথবা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জনিত অনিদ্রা।

**ফেরাম-ফস** **৩x, ৬x**—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জনিত অনিদ্রা।

মস্তকে রক্তাধিক্য জনিত অনিদ্রায় শীতল জলে গা-হাত ধৌত করা, মাথায় ঠাণ্ডা জল দেওয়া উপকারী। খোলা বাতাসে বেড়ান, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য।

# সবিরাম জ্বর

( Intermittent Fever )

যে জ্বর পূর্ণ বিরাম বা বিচ্ছেদের পর আবার হয় তাহাকেই সবিরাম জ্বর কহে। একদিন, দুইদিন, তিনদিন, সপ্তাহ বা পক্ষান্তর পালাজ্বর "সবিরাম জ্বর" পর্য্যায়ভুক্ত; ম্যালেরিয়া জ্বরও সবিরাম জ্বর।

শীত, উত্তাপ, গাত্রদাহ, ঘর্ম্ম, বমন, বমনেচ্ছা, পিপাসা, গা ও মাথা ব্যথা, অবসন্নতা, তন্দ্রাভাব প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

"ম্যালেরিয়াগ্রস্ত" রোগীর গুরুপাক দ্রব্য এবং দুধ, দই, ডিম, মাছ, মাংস প্রভৃতি ভোজন নিষিদ্ধ।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৩x, ৬x—সবিরাম জ্বরের সকল অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য। পিত্তপ্রধান রোগীর পক্ষে ইহা ভাল। **দু'দিন অন্তর জ্বর।**

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—জ্বর জ্বর ভাব এবং অজীর্ণ খাদ্য বমন লক্ষণে, ইহা সর্ব্বপ্রকার সবিরাম জ্বরের প্রধান ঔষধ। নেট্রাম-সাল্ফের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**কেলি-ফস** ৩x, ৬x—দুর্ব্বলতা ও প্রচুর ঘর্ম। **তিনদিন অন্তর জ্বর।**

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—জিহ্বা সাদা বা পাশুটে-সাদা লেপাবৃত।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৩০x—প্রবল পিপাসা, জ্বরঠুঁটা, কুইনিন অপব্যবহার জনিত জ্বর। অসহ্য মাথাব্যথা—ঘাম হইলে উপশম। **প্রাতে ১০।১১টায় জ্বর।**

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—পায়ের ডিমে খালধরা সহ জ্বর। **প্রাতে ৭টায় পৃষ্ঠদেশে শীত আরম্ভ; ৯টার সময় প্রবল শীত ও কম্প।**

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ৬x—অম্লরোগগ্রস্ত রোগীর জ্বর; জ্বরকালে কাহারও-বা অম্লবমন।

**ক্যাল্কে-ফস** ৬x, ৩০x—শিশুদিগের পুরাতন সবিরাম জ্বরে মাঝে মাঝে দেওয়া ভাল।

# কালাজ্বর

( Kala-azar )

প্লীহা যকৃৎ, বিশেষতঃ প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দৈনিক দুইবার গাত্রোত্তাপের বৃদ্ধি, রক্তশূন্যতা, মুখে ঘা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত জ্বরকে কালাজ্বর বলে।

**রোগের কারণ** ঃ—'লিশম্যান-ডোনাভান-বডি' (L. D. Bodies) নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র যবাকৃতি জীবাণুর আক্রমণ হইতে কালাজ্বর সৃষ্টি হইয়া থাকে।

দৈনিক দুইবার জ্বরের বৃদ্ধি, মাথায় তীব্র যন্ত্রণা, শীত কম্প, যকৃতের বৃদ্ধি ও যকৃত শক্তভাবাপন্ন, রক্তাল্পতা, পেটফাঁপা, ঘর্ম্ম, মুখে ঘা, মাঢ়ী ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, দ্রুত নাড়ী, মাথার চুল রুক্ষ হইয়া যাওয়া, অত্যধিক দুর্ব্বলতা ও গাত্রবর্ণ মলিন হওয়াই ইহার লক্ষণ।

**নেট্রাম-মিউর ১২x, ৩০x—কালাজ্বরের প্রধান ঔষধ।** জ্বর বিরামের সময় ২ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ সেবনে উপকার দর্শে।

**ফেরাম-ফস ৩x, ৬x**—প্রবল জ্বর, চোখ-মুখ লাল, তীব্র মাথার যন্ত্রণা।

**কেলি-মিউর** ৬x, ১২x—অত্যন্ত জ্বর, মুখে ঘা, জিহ্বা সাদা লেপাবৃত, কোষ্ঠকাঠিন্য।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৬x—কালাজ্বরে ভুগিয়া রক্তাল্পতা জনিত রোগী জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িলে এবং তৎসহ শুষ্ক কাসি লক্ষণে।

**ক্যালকে-সালফ** ৬x, ১২x—কালাজ্বরের রোগীর মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব লক্ষণে ইহা ফলপ্রদ।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৬x—ইহা কালাজ্বরের রোগীর তীব্র স্নায়ুশূল লক্ষণে ঘন ঘন প্রয়োগে উপকার দর্শে।

**সাইলিসিয়া** ১২x—অত্যন্ত শীত কম্প ও ঘর্ম্ম লক্ষণে ফলপ্রদ।

**নেট্রাম-সালফ** ৬x, ১২x—পিত্তপ্রধান লোকদিগের উদরাময় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা থাকিলে।

**পথ্য**—বার্লি, এরারুট, দুধ-সাগু, ফলের রস ইত্যাদি পথ্য। জ্বর না থাকিলে একবেলা ভাত ও মাছের ঝোল এবং রাত্রিতে রুটি প্রভৃতি দেওয়া চলে।

## ম্যালেরিয়া

## ( Malaria )

ম্যালেরিয়ার নাম জানে না, ভারতবর্ষে এমন লোক নাই। একদা এই ব্যাধি বাংলাদেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছিল। কত শিশু কিশোর তরুণ ও বৃদ্ধ যে ম্যালেরিয়া কবলিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। ১৮৩৫ খৃঃ প্রথম ফিবার-কমিশন বসে, ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বাংলার অধিবাসী এই সর্ব্বনাশা ব্যাধির নাম জানিত না। তখন লোকের ধারণা ছিল **ম্যাল-এয়ার** অর্থাৎ পচা গন্ধাদি বা দূষিত বায়ু হইতে এই রোগের সৃষ্টি; কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ **মশকই** এই রোগের বাহক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ডাঃ রোনাল্ড রস্ ৭।৮ বৎসর কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বিজ্ঞানাগারে অবিশ্রান্ত গবেষণা করিয়া ১৭৯৫—৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রমাণ করেন যে, মশকই ম্যালেরিয়া জীবাণু বহণ করিয়া মানবদেহ সংক্রামিত ও বিষাক্ত করে। জীবাণুতত্ত্ববিদ্গণ তাই বলিয়া থাকেন, কম্পজ্বরাদি হইলেই রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া উহাতে **ম্যালেরিয়াল-প্যারাসাইট** আছে কিনা দেখা কর্ত্তব্য।

**ম্যালেরিয়াল-প্যারাসাইটস** তিন ভাগে বিভক্ত—১। বিনাইন-টার্শিয়ান, ২। বিনাইন-কোয়ার্টান, ৩। ম্যালিগ্নেন্ট-টার্শিয়ান।

ইহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ জীবাণু আছে :—

১। বিনাইন-টার্শিয়ান—**প্লাসমোডিয়াম ভাইভাক জীবাণু** দ্বারা সংক্রামিত হইয়া থাকে—ইহাদের জ্বর একদিন অন্তর।

২। ম্যালিগ্‌নেণ্ট-টার্শিয়ান বা প্যাণসাস্ ম্যালেরিয়া জাতীয় জ্বর প্লাসমোডিয়াম-ফেলসিফেরাম জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হইয়া থাকে। ইহার জ্বর একাদিক্রমে ২ দিন থাকিয়া ৩য় দিবসে কম হইয়া পুনঃ দ্রুত জ্বরের গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এই সাংঘাতিক জীবাণুজাত জ্বর গাত্রতাপহীন, অবিচ্ছিন্ন ও অনিয়মিতও হইতে পারে। ইহার সহিত তরুণ সাংঘাতিক যক্ষা, ফাইলেরিয়া, ব্ল্যাকওয়াটার-ফিভার ও সেরিব্রাল-অ্যাপোপ্লেক্‌সির ভুল হইতে পারে; সুতরাং ইহাদের তুলনামূলক বিচার জানা প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

**লক্ষণ** ঃ—শীত, কম্প, ঘর্ম্ম, বমি বা বমনেচ্ছা, মাথায় তীব্র যন্ত্রণা, রক্তের লোহিতকণিকার ধ্বংস, রক্তাল্পতা প্লীহার বৃদ্ধি, কোন কোন ক্ষেত্রে যকৃত ও প্লীহা উভয়ের বৃদ্ধি ইত্যাদি।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৬x, ১২x—জ্বরের সহিত পৈত্তিক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x,—হঠাৎ বমন ও তীব্র জ্বর এবং সর্ব্বাঙ্গে বেদনা।

**কেলি-মিউর** ৬x, ১২x—জিহ্বায় সাদা লেপযুক্ত অত্যধিক জ্বরে।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ১২x—কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত জ্বর; সাধারণতঃ ৯টা হইতে বেলা ১১টার মধ্যে জ্বর, তৎসহ পিপাসা ও জ্বরঠুঁটা। রাত্রি ১টায় জ্বরে **সাইলিসিয়া** এবং **নেট্রাম-সাল্ফ** পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

রাত্রি ২টায় জ্বর হইলে—**নেট্রাম-সালফ**।

বেলা ১১টায় জ্বরে—**নেট্রাম-মিউর** ও **নেট্রাম-সাল্ফ** পর্য্যায়ক্রমে।

বৈকাল ৫টার জ্বরে—**কেলি-সালফ** ও **নেট্রাম-সালফ** পর্যায়ক্রমে।

সাংঘাতিক জাতীয় জ্বরে—**কেলি-ফস্, কেলি-মিউর**।

কুইনাইনের পর ম্যালেরিয়া জ্বরে—**নেট্রাম-মিউর**।

পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে—**ক্যাল্কে-ফস**।

পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে বমন থাকিলে—**নেট্রাম-ফস**।

পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে দৌর্ব্বল্যকর ঘর্ম্মে—**কেলি-ফস**।

শীত-কম্পযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে—**ক্যাল্কে-ফস, কেলি-মিউর**।

ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়া সকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত শীত লক্ষণে—**নেট্রাম-মিউর**।

রোজ দুপুরবেলা ১টার সময় জ্বর হইলে—**ফেরাম-ফস্** কার্য্যকরী।

শীতাবস্থা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত—**কেলি-ফস্**।

শীতাবস্থা বেলা ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত—নেট্রাম-মিউর।

ম্যালেরিয়া রোগীকে ফলের রস, দুধ-সাগু, দুধ-রুটি প্রভৃতি পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। অত্যন্ত দুর্ব্বল ও রক্তশূন্য রোগীকে মধ্যে মধ্যে মাংসের যূষ ও ট্যাংরির যূষ দেওয়া ভাল।

## পাণ্ডু বা ন্যাবা

### ( Jaundice )

ভালরূপ পিত্তনিঃসরণ না হইলে এই রোগ জন্মে। ইহাতে প্রথমে চক্ষু ও হাত-পায়ের তলা ও নখ এবং পরে সর্ব্বাঙ্গ হল্‌দে হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা, কঠিন শ্বেত বা হল্‌দে মল, হল্‌দে প্রস্রাব, যকৃৎ প্রদেশে ও দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগ কঠিন হইলে মল মূত্র ঘর্ম্ম প্রভৃতি লাগিয়া বিছানার চাদর ও কাপড়-চোপড়ে হল্‌দে দাগ ধরে। রোগী সব জিনিষই হল্‌দে দেখে, সবই তাহার হল্‌দে বলিয়া ভ্রম

হয়। শিশুগণের যকৃৎ জনিত পাণ্ডুরোগ বিশেষ ভয়ের কারণ। যকৃতের পীড়া, অজীর্ণ, প্রবল উদ্বেগ, মদ্যপান, ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়।

মদ, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ খাওয়া নিষিদ্ধ ; লঘুপাক দ্রব্যাদি ভোজন করা হিতকর।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—ঠাণ্ডা লাগার জন্য পাণ্ডু বা কামলা। যকৃৎ প্রদেশে অথবা দক্ষিণ স্কন্ধদেশে বেদনা, জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত বা হরিদ্রাভ মল।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৬x, ১২x—অত্যধিক পাঠ, চিন্তা বা বিরক্তি জনিত পাণ্ডু। গাত্রচর্ম্ম ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ। ইহা ব্যবহারে পিত্ত নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। কেলি-মিউর সহ পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া চলে।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ৩০x—পাকাশয়িক সর্দ্দি জন্য পাণ্ডু বা কমলা ; তন্দ্রাভাব, লালাস্রাব, জিহ্বার অগ্রভাগে ফুস্কুড়ি এবং পার্শ্বদেশে নিষ্ঠিবনবিন্দু বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেনা। জিহ্বা সরস, কথনও বা শুষ্ক। জিহ্বা বিচিত্র লেপাবৃত।

## যকৃতের পীড়াচয়

( Liver, affections of )

যকৃৎ নরদেহের বৃহত্তম গ্রন্থিল যন্ত্র ; ইহার ওজন প্রায় দুই সের। ইহা উদরের দক্ষিণ ভাগে পাঁজরার নীচে অবস্থিত। পিত্তজনন ও পিত্ত-নিঃসরণ ইহার প্রধান ক্রিয়া। যকৃৎ-প্রদাহ, যকৃৎ শক্ত বা বড় হওয়া, যকৃতে ফোস্কা প্রভৃতি যকৃতের পীড়া। **"শিশু-যকৃৎ"** দুঃসাধ্য রোগ।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—( প্রথম অবস্থা ) জ্বর, যকৃতে রক্তাধিক্য, যকৃৎ-প্রদাহ।

**কেলি-মিযুর** ৩x, ৬x—যকৃতের কাজ ভাল হয় না, ভালরূপ পিত্ত নিঃসরণ হয় না, মলের রং ফিকা, কোষ্ঠকাঠিন্য, যকৃৎপ্রদেশে ও দক্ষিণ অংসফলকের নিম্নদেশে বেদনা, ন্যাবা, শ্বেতলেপাবৃত জিহ্বা।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৩x, ১২x—পৈত্তিক ধাতু, পিত্তজ রোগসমূহ, পীতাভ ত্বক, অক্ষিগোলক হরিদ্রাবর্ণ, সবুজাভ কটাবর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা। যকৃতে রক্তজমা ও সূঁচফোটানোর মত বেদনা। পিত্তবমন।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ৬x—যকৃৎ কঠিন ও বড় হওয়া, বহুমূত্ররোগ সহ যকৃৎ দোষ। জিহ্বার নিম্নদেশ পীত লেপাবৃত।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ৩০x—যকৃৎপ্রদেশে বেদনা, পাণ্ডু, কোষ্ঠ-কাঠিন্য।

**ক্যাল্কে-সাল্ফ** ৩x, ৩০x—যকৃতে ফোড়া, তৎসহ বেদনা, দুর্ব্বলতা ও বিবমিষা।

**সিলিকা** ৩x, ৩০x—যকৃতে ফোড়া; যকৃৎপ্রদেশে দপ্‌দপানি ও ক্ষত হওয়ার ন্যায় যাতনা।

**কেলি-ফস্** ৬x, ১২x—যকৃতের পীড়া তৎসহ স্নায়বিক অবসাদ। অত্যধিক মানসিক শ্রম বা উদ্বেগ জন্য পিত্তজ রোগ।

## গর্ভাবস্থা ও প্রসববেদনা

### ( Pregnancy & Labour )

স্ত্রীলোকের ঋতুকালে ( চতুর্থ হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত ঋতুকাল ) পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের ডিম্ব সংমিশ্রণে গর্ভের সঞ্চার হয়। সাধারণতঃ ২৮০ দিন গর্ভধারণের পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। গর্ভকালে প্রসূতির অরুচি, অজীর্ণ, আলস্য, গা-বমি-বমি, বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা বা পা ফোলা প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা যায়। প্রসবের পরও অনেক প্রসূতি সূতিকাজ্বর প্রভৃতিতে ভুগিয়া থাকে।

**কেলি-ফস** ৩x, ১২x—প্রসবের পূর্ব্বে ন্যূনাধিক একমাসকাল গর্ভিণীকে এই ঔষধটি সেবন করাইলে তাহার প্রসবক্রিয়া সহজে সাধিত হয়। স্নায়বিক উপসর্গচয়। মৃদু প্রকৃতির প্রসববেদনা, কোঁথপাড়া বা চেষ্টা সত্বেও সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া। পোঁতুড়ে বাই বা উন্মাদ রোগ।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—( গর্ভাবস্থায় ) পাকাশয়ের পীড়া, ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণ অবস্থায় বমন। প্রসবান্তিক বেদনা বা হেতালব্যথা।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—সূতিকা-আক্ষেপ বা খেঁচুনি।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—সূতিকাজ্বর, স্তনপ্রদাহ, প্রাতঃকালীন বমনেচ্ছা, শ্লেষ্মাবমন।

**ক্যাল্কে-ফস** ৬x, ৩০x—স্তন শক্ত হয় ও জ্বালা করে; স্তনদুগ্ধ খারাপ হইয়া যায়, লোণা লাগে—শিশু খাইতে চায় না। ছেলে যতদিন মাই খায় সেই সময় মধ্যে পোয়াতির গর্ভ হইলে। গর্ভাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্ব্বলতা।

**ক্যাল্কে-সাল্ফ** ৬x, ১২x—জরায়ুভ্রংশ, গর্ভস্রাব। জরায়ুর সঙ্কোচক শক্তির দৌর্ব্বল্য। স্তনদুগ্ধের হ্রাস। স্তনগ্রন্থি শক্ত।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৩x, ৩০x—মুখে তিক্তস্বাদ, গর্ভাবস্থায় পিত্তাধিক্য।

## শ্বেত-প্রদর

( Leucorrhœ )

নারীগণের কাহারও কাহারও জরায়ু হইতে শ্বেতবর্ণের গাঢ় বা জলবৎ স্রাব নিঃসরণ হয়; এই স্রাব পরে হরিদ্রাভ, সবুজ প্রভৃতি নানাবর্ণের হইতে পারে। স্রাব কখন কখনও জ্বালাকর ও ত্বকক্ষয়কারক হইয়া থাকে। রোগিণী দুর্ব্বল ও বিষাদগ্রস্ত হন; হাত-পা জ্বালা করে, মাথাধরে, মাথা ঘোরে, ভাল হজম হয় না। বাহ্যে পরিষ্কার হয় না। এতৎসহ অনেকের মাসিক ঋতুর গোলযোগ দেখা যায়।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—গাঢ় দুগ্ধবৎ জ্বালা-যন্ত্রণাহীন স্রাব।

**কেলি-সাল্ফ** ৩x, ১২x—হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ স্রাব; স্রাব কখনও হরিদ্রাভ সবুজ।

**নেট্রাম-মিয়ুর** ৩x, ৩০x—জ্বালাকর জলবৎ স্রাব; প্রাতঃকালীন মাথাধরা; রোগিণী অশ্রুপ্রবণ ও বিষাদগ্রস্ত; মনে করে রোগ আরোগ্য হইবে না।

**ক্যাল্কেরিয়া-ফস্** ৩x, ৩০x—রোগের সর্ব্বাবস্থায়ই বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। স্রাব গাঢ়, পরিষ্কার, ডিমের শ্বেতাংশের ন্যায়, ঋতুর পর বেশী হয়; ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির প্রবল ইচ্ছা।

**নেট্রাম-ফস্** ৩x, ৩০x—স্রাব গাঢ় বা জলবৎ; উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ, ত্বকক্ষয়কারক, অম্লগন্ধবিশিষ্ট স্রাব।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—জ্বালাকর ও ত্বকক্ষয়কারক স্রাব, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য।

**সাইলিসিয়া** ৩x, ৩০x—প্রচুর স্রাব, দুর্ব্বল ও গণ্ডমালাগ্রস্ত স্ত্রীলোকগণের ঋতুর পরিবর্ত্তে প্রদরস্রাব।

## পুঁয়েপাওয়া বা মাংস-ক্ষয় রোগ

( Marasmus )

পরিপাকক্রিয়ার বিকৃতি জন্য শিশুর শরীর পুষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ শুকাইতে থাকা এবং শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা হ্রাস পাওয়া এই রোগের লক্ষণ।

**ক্যাল্কেরিয়া-ফস** ৩x, ৬x, ১২x বা তদূর্দ্ধ—পুঁয়েপাওয়া রোগে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ ঔষধ; **শরীরের অত্যন্ত শীর্ণতা** ও রক্তাল্পতায় কিছুদিন এই ঔষধ সেবনে আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে।

**নেট্রাম-ফস্** ৬x, ১২x—ক্রিমিজনিত রোগী অত্যন্ত শীর্ণ ও রক্তশূন্য হইয়া পড়িলে ইহা ফলপ্রদ। উচ্চশক্তিতে ইহা সমধিক কার্য্যকরী।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ১২x বা তদূর্দ্ধ—ইহাও পুঁয়েপাওয়া রোগের একটি উত্তম ঔষধ। শিশু থাবা থাবা লবণ খায় এবং তাহার রৌদ্রে অসহ্য বোধ ও মুখ দিয়া অনবরত লালা পড়া লক্ষণে, ইহা উত্তম ঔষধ। শিশু রীতিমত খায় দায়, ক্ষুধাও আছে বেশ, অথচ দিন দিন শুকাইয়া যায়, সেইসঙ্গে জলপিপাসা ও অত্যধিক কোষ্ঠকাঠিন্য ক্ষেত্রেও ইহা কার্য্যকরী।

**কেলি-ফস্** ৩x, ৬x, ১২x বা তদূর্দ্ধ—শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং তৎসহ স্নায়বিক দুর্ব্বলতার ফলে রক্তশূন্যতার জন্য ইহা উত্তম ঔষধ।

**ফেরাম-ফস** ৬x, ১২x—পুঁয়েপাওয়া রোগীর জ্বরে তীব্র মাথার যন্ত্রণা সহ মুখ চোখ আরক্তিম লক্ষণে, ক্যাল্‌কে-ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগে উপকার দর্শে।

**সাইলিসিয়া** ৬x, ১২x, ৩০x বা তদূর্দ্ধ—সাইলিসিয়ার শিশুকে দেখিতে একটি বৃদ্ধের ন্যায়, তাহার মুখমণ্ডল শুষ্ক ও মলিন, বানরের ন্যায় শুষ্ক ও চিম্‌টে, তাহার পেটটি বড় এবং হাত পা সরু সরু, মাথাটি প্রকাণ্ড এবং তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ও পশ্চাৎরন্ধ্র এবং মাথায় হাড়ের সংযোগস্থল খোলা, ঐ সঙ্গে মাথা ও পায়ের পাতা দিয়া সমভাবে প্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসরণ।

ম্যারাসমাস রোগীকে ফল, দুধ এবং মধ্যে মধ্যে মাংসের যূষ পথ্য দেওয়া বিধেয়। রোগীর গায়ে জলপাই তৈল মর্দ্দন করা উপকারী। কেহ কেহ কড-লিভার তৈল মালিস করিতে উপদেশ দেন। পেট ভাল থাকিলে নিয়মিত ভাবে ট্যাংরির যূষ দেওয়া যাইতে পারে। তরিতরকারীর যূষও মন্দ নহে।

# মানসিক পীড়া বা মনোবৈকল্য

( Mental Affections )

মানসিক পীড়া, মানসিক অবসাদ এবং চিন্তাশক্তির অক্ষমতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি অবস্থাভেদে ফলপ্রদ।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—স্মৃতিশক্তির লোপ, উন্মাদ অবস্থা, অতিশয় অধ্যয়ন বা মানসিক শ্রমাদির জন্য মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতায় ফলপ্রদ। শোকাদির পর মানসিক দুর্ব্বলতার ক্ষেত্রে কেলি-ফস্ ও ক্যাল্‌কে-ফস্ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৬x, ১২x—আশাভঙ্গের পর ও শোকাদির পর এবং অত্যন্ত ব্যাকুলতা ও অত্যন্ত বিরক্তির পর উহা উপযোগী।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x—ক্রোধ ও আবেগাদির আতিশয্যজাত মানসিক বিকার; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ উন্মত্ততা বা অনুরূপ অবস্থায় ইহা কার্য্যকরী।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ১২x—মদ্যপায়ীর অনিদ্রা ও প্রলাপ, হৃদ্‌যন্ত্রের ধড়্‌ফড়ানি ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত বিষণ্ণতা ও নিরুৎসাহিতায় ইহা ফলপ্রদ।

**ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ** ১২x—একাকী থাকিতে ইচ্ছা, পরিবর্ত্তনশীল মনোভাব ও ক্রন্দনপরায়ণতায় কেলি-ফস ও নেট্রাম-ফস্ পর্য্যায়ক্রমে কার্য্যকরী। অনবরত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করা লক্ষণে, নেট্রাম-ফস্ ও কেলি-ফস্ পর্য্যায়ক্রমে ফলপ্রদ।

**নেট্রাম-সাল্‌ফ** ৬x, ১২x—আত্মহত্যার ইচ্ছায়।

**সাইলিসিয়া** ১২x—জীবনে বিতৃষ্ণা লক্ষণে।

# কটিবাত

( Lumbago )

ইহাতে কটিদেশ বা কোমরের মাংসপেশী আক্রান্ত হয়। কোমরে প্রবল্ বাত-বেদনা; নড়িতে-চড়িতে, পাশ ফিরিতে বা উঠিতে গেলে দারুণ কষ্ট। ইহা কাহার কাহারও **সময়ে সময়ে হয়** আবার কাহার কাহারও বা **বরাবরই** থাকে। এই রোগ সহ অনেকের প্রায়ই জ্বর থাকে। "ঘাড়ে বাত" বা "ঘাড় আড়ষ্ট" সমপর্য্যায়ভুক্ত; সুতরাং "ঘাড়ে বাত" ও "কটিবাত"-এর চিকিৎসা একই প্রকার।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—বেদনা এবং প্রদাহের প্রধান ঔষধ।

**ক্যাল্‌কে-ফস্** ৩x, ৬x—পৃষ্ঠবেদনা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ৬x—কঠিন শয্যায় শয়নে উপশম।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৬x—থেঁৎলাইয়া যাওয়ার মত বেদনা, পৃষ্ঠদেশের দৌর্ব্বল্য, কঠিন শয্যায় শুইলে উপশম বোধ।

# উন্মাদরোগ

( Insanity )

উন্মাদরোগের উৎপত্তি প্রায় ক্ষেত্রেই মানসিক বিকৃতির ফলে হইয়া থাকে। অন্যান্য কারণেও উন্মাদরোগ হইতে পারে। সাধারণতঃ শিশুবেলা হইতেই মানসিক রোগের সূচনা হইতে থাকে। শিশুদের নির্ম্মম-ভাবে প্রহার, ইহার অন্যতম কারণ। কঠিন পীড়াদির পর মস্তিষ্কে রক্তের চাপ—ইহাও উন্মাদরোগের একটি কারণ। এতদ্ব্যতীত উন্মাদরোগের অন্যান্য কারণ মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা ও রক্তাল্পতা, কৌলিক ব্যাধি, সুরাপান, অত্যধিক অধ্যয়ন, শোক, দুঃখ, হিংসা-দ্বেষ, শুক্রক্ষয়, আশাভঙ্গ ইত্যাদি।

উন্মাদরোগ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

(১) বিবেক বিপর্য্যয় ( moral insanity )।

(২) ক্ষিপ্ততা ( mania )।

(৩) মানসিক জড়তা ( dementia )।

(৪) মানসিক বিপর্য্যয় ( intellectual insanity )।

**কেলি-ফস্** **৩x, ৬x, ১২x** বা তদূর্দ্ধ—মানসিক অবসাদ, চিত্তবিভ্রম প্রভৃতি উন্মাদরোগ মস্তিষ্কে ফস্‌ফেট্-অভ-পটাসিয়ামের অভাবের জন্যই হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের যে কোন প্রকার বিকৃতিরই ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ঠিক সময়ে এই ঔষধটি প্রয়োগ করা হইলে, উন্মাদাগারের প্রয়োজন হয় না বলিলেও কোন অন্যায় হইবে না। ইহাতে স্মরণশক্তির হ্রাস ও মস্তিষ্কের রক্তহীনতা সুপরিস্ফুট। ফস্‌ফেট্-অভ-পটাসিয়ামের অভাবে সর্ব্ব বিষয়ে বিরক্তি, অধৈর্য্য ও উদ্যমহীনতা; সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ততা, বিনা কারণে ভয় ও মস্তিষ্কের ক্লান্তিভাব প্রভৃতি প্রকাশ পায়। সূতিকোন্মাদ ক্ষেত্রেও ইহা ফলপ্রদ।

**ফেরাম-ফস** **৩x, ১২x**—মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃ উন্মত্ততায় ইহা ফলপ্রদ।

**নেট্রাম-মিউর** **১২x, ৩০x** বা তদূর্দ্ধ—অত্যন্ত হৃদ্‌স্পন্দনের সহিত বিষণ্ণতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশঙ্কা প্রভৃতির ফলে উন্মত্ততা।

**নেট্রাম-সাল্‌ফ** **১২x, ৩০x** বা তদূর্দ্ধ—উন্মত্ততায় আত্মহত্যার প্রবৃত্তি।

# হাম

## ( Measles )

ইহা সাধারণতঃ শিশুদের রোগ। ইহাতে ভয়ের বিশেষ কোন কারণ নাই। দুই-তিন দিনের মধ্যেই হামগুলি আপনা আপনি মিলাইয়া যায়; তবে এই সঙ্গে সর্দ্দি, পেটের অসুখ বা ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি উপসর্গ

দেখা দিলে কিম্বা হাম বসিয়া গেলে ভয়ের কারণ আছে; সুতরাং যাহাতে **ঠাণ্ডা না লাগে** সেদিকে এবং পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা, জ্বর, রক্তাধিক্য।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, কাসি, শারীরিক গ্রন্থি-সমূহের স্ফীতি।

**কেলি-সালফ** ৩x, ১২x—গুটিকা বসিয়া গেলে।

বার্লি, ডাবের জল ও ঘোল পথ্য। সামান্য উষ্ণ জলে প্রত্যহ শরীর মুছিয়া দেওয়া ভাল। মেথির জল গায়ে দিলে হাম সহজে বাহির হয়।

# মস্তিষ্ক-আবরক-ঝিল্লী-প্রদাহ

( Meningitis )

সান্নিপাতিক জ্বর বা হাম জ্বরাদিতে গুটিগুলি ভালরূপ না উঠিলে, বা বসিয়া গেলে, অত্যন্ত গরম বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া মস্তিষ্কের উত্তেজনা, মাথায় আঘাত, প্রবল মানসিক আবেগ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, সংক্রামক রোগ, শিশুদিগের দাঁত উঠা প্রভৃতি কারণে মস্তিষ্ক-আবরক-ঝিল্লীর প্রদাহ হইতে পারে। ছেলেদেরই এই রোগ বেশী হইয়া থাকে। প্রবল জ্বর, মাথার যাতনা, বিকার, তন্দ্রাভাব, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, চোখ মুখ লাল, শূন্য দৃষ্টি, আক্ষেপ, অতি দ্রুত নাড়ী, **হঠাৎ বিকট চীৎকার** প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ।

**ফেরাম-সালফ** ৬x, ১২x—প্রধান ঔষধ; মস্তিষ্কে দারুণ বেদনা, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়। ফেরাম-ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে বিশেষ ফল হয়।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—জ্বর, দ্রুতনাড়ী, প্রলাপ।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—রসক্ষরণ ও আক্রান্ত স্থানে প্রবেশ। ফেরাম-ফসের পর ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্** ৩x, ৬x—আক্ষেপিক লক্ষণসমূহ; মাথা একদিকে হেলাইয়া রাখা, তির্য্যক দৃষ্টি।

**ক্যালকে-ফস্** ৩x, ৩০x—এই ঔষধ মাঝে মাঝে দেওয়া ভাল।

## অতিরজঃ

( Menorrhagia )

স্ত্রীলোকদিগের মাসিক রজঃস্রাব নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তর প্রতি মাসে একবার হয় এবং তিন চার দিন স্রাব হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। স্রাবের পরিমাণ সাধারণতঃ আধপোয়া বা তিন ছটাক। তবে ইহার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। কোন কোনও স্ত্রীলোকের দু-পাঁচ দিন আগে বা পরে স্রাব আরম্ভ হয়; কাহারও আবার একদিন বা দু-দিন স্রাব হইয়াই বন্ধ হইয়া যায়; পরিমাণেও সবার সমান হয় না। ইহা স্থান কাল পাত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই সামান্য ব্যতিক্রমে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কাহারও মাসে দুই বা ততোধিকবার প্রচুর রজঃস্রাব হইলে অথবা অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রচুর রজঃস্রাব হইতে থাকিলে উহাই অতিরজঃ নামে অভিহিত হয়। ইহাতে পিঠে, কোমরে, মাথায় ও পেটে ব্যথা, আলস্য অবসাদ রক্তাল্পতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরিচালনা, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, উৎকট চিন্তা প্রভৃতি ইহার কারণ।

**ক্যালকে-ফ্লুয়োর** ৩x, ১২x—প্রসববেদনাবৎ অতিশয় বেদনা, জরায়ুর স্থানচ্যুতি।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x—উজ্জ্বল লাল রক্ত, ঐ রক্ত শীঘ্রই জমাট বাঁধে।

**ক্যালকে-ফস্** ৩x, ৩০x—বলকারক ঔষধরূপে অন্যান্য নির্ব্বাচিত ঔষধ সহ মাঝে মাঝে সেব্য।

# আর্ত্তব ব্যাধি

( Menses, disorders of )

ইহা অতিরজঃ, রজঃ, বাধক, স্বল্পরজঃ, রজোরোধ, প্রথম ঋতু প্রকাশে বিলম্ব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়ার সাধারণ সংজ্ঞাবাচক। আর্ত্তব ব্যাধি বলিলেই ইহার কোনও না কোনও একটিকে বুঝায়।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x—কষ্টকর ঋতু, আরক্তিম মুখমণ্ডল, দ্রুত নাড়ী, স্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং শীঘ্রই জমাট বাঁধিয়া যায়। ঋতুকালে ভুক্তদ্রব্য বমন। প্রতি ঋতুকালেই এইরূপ হইলে, এই ঔষধ ঋতুর কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

**কেলি-ফস্** ৬x, ১২x—অনিয়মিত ঋতু; বিশেষতঃ দুর্ব্বল ও কোপন স্বভাব ক্রন্দনশীল অভিমানী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। স্রাব গাঢ় লালবর্ণ অথবা কৃষ্ণাভ লাল, কখন কখনও দুর্গন্ধ স্রাব; কৃশা স্ত্রীলোকদিগের মাসিক ঋতুকালে কষ্ট। অবরুদ্ধ ঋতু, প্রত্যেকবার ঋতু বিলম্বে প্রকাশ পায়, মানসিক অবসাদ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃরোধ বা অত্যন্ত বিলম্বে রজঃ প্রকাশ, শীঘ্র শীঘ্র এবং পুনঃ পুনঃ ঋতু; রক্ত দানা দানা ও কাল, স্রাব অনেক দিন স্থায়ী হয়।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৩০x—পাতলা জলবৎ ক্যাকালে স্রাব, কিশোরীদিগের যথাসময়ে ঋতু প্রকাশ না হওয়া অথবা স্বল্পরজঃ, তৎসহ তন্দ্রাভাব, বিষাদ ও মাথাব্যথা। নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই প্রচুর রজঃস্রাব, ভাল ঘুম হয় না, চোর ডাকাতের স্বপ্ন।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—ঋতুশূল, কষ্টকর রজঃস্রাব, স্রাব হইবার পূর্ব্বে ভয়ানক যন্ত্রণা, **দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক, উত্তাপে যন্ত্রণার উপশম।** যন্ত্রণাপূর্ণ অল্প রজঃস্রাবে গরমজল সহ ম্যাগ-ফস্ সেবনে যন্ত্রণার লাঘব হয় এবং স্রাব পরিমাণে বাড়ে। নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই রজঃস্রাব, স্রাব কাল, চটচটে ও তন্তু সমন্বিত। বয়ঃসন্ধিকালে ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ।

**ক্যালকেরিয়া-ফস** ৩x, ৩০x—ঋতুশূলে ম্যাগ-ফসে কাজ না হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্ ব্যবস্থেয়। স্বল্পরক্ত নারীগণের এবং কিশোরী-দিগের অনিয়মিত ঋতুতে ইহা মাঝে মাঝে দেওয়া ভাল। কিশোরীদিগের শীঘ্র এবং বয়স্কাগণের বিলম্বে ঋতু। ঋতুর পূর্ব্বে প্রবল সঙ্গমলিপ্সা, ঋতুর পর দারুণ দুর্ব্বলতা। রোগিণী নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে চাহে না, কেবল বসিয়া থাকিতে চাহে।

**ক্যালকেরিয়া-ফ্লুয়োর** ৩x, ১২x—অতিরজঃ; প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা সহ অতিরজঃ। কেলি-ফস্ সহ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগে জরায়ুর সঙ্কোচন শক্তি বাড়ে এবং রক্তভাঙ্গা থামে।

**কেলি-সাল্ফ** ৩x, ১২x—অতি বিলম্বে স্বল্পঋতু, পেট ভার বোধ, জিহ্বা হরিদ্রা লেপাবৃত।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ৬x—অম্লগন্ধবিশিষ্ট স্রাব, যেখানে লাগে সেখানেই হাজিয়া যায়। বৈকালে মাথাব্যথা, হাঁটুতে ব্যথা।

**সিলিকা** ৩x, ৬x—উগ্রগন্ধস্রাব, কোষ্ঠবদ্ধতা, ঠাণ্ডাভাব, অতিরজঃ, কামোন্মাদ।

## কর্ণমূল-স্ফীতি

( Mumps )

ইহাতে কানের নীচের গ্রন্থি ফোলে ও প্রদাহান্বিত হয়। জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য, দুর্ব্বলতা, বিবমিষা, প্রলাপ প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। ইহার জন্য গলদেশ ও গলগ্রন্থি প্রদাহযুক্ত হইতে পারে। সান্নিপাতিক জ্বর ও টাইফয়েডে কাহারও কাহারও কর্ণমূল ফুলিয়া থাকে। ঠাণ্ডা লাগান অনিষ্টকর।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থায় জ্বর যন্ত্রণা, প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণে।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—কর্ণমূল ফোলা, জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৩০x—প্রচুর লালাস্রাব; অণ্ডকোষ স্ফীত। কেলি-মিয়ুর সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে অনেক সময় ফল ভাল হয়।

## স্নায়ুশূল

( Neuralgia )

ইহা স্নায়ুবিধানের রোগ বিশেষ। ইহা শরীরের সর্ব্বস্থানের স্নায়ুকেই আক্রমণ করিতে পারে। এই বেদনা সঞ্চরণশীল এবং প্রায়ই হঠাৎ আসে ও হঠাৎ যায়। ঠাণ্ডা লাগা, স্যাঁতসেঁতে স্থানে বাস, আঘাত লাগা, অতিরিক্ত পরিশ্রম চিন্তা, অপ্রচুর খাদ্য, অর্ব্বুদ, বহুমূত্র প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—উৎকট স্নায়ুশূলের প্রধান ঔষধ; স্নায়ু-প্রদাহ। কিছু চিবাইলে বা নড়িলে চড়িলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। **রাত্রিকালে যাতনা, দিনের বেলা ভাল থাকে।** উত্তাপে উপশম; দক্ষিণ পার্শ্বের আক্রমণে অধিক ফলপ্রদ।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—স্বল্পরক্ত রোগী, যাহারা সহজে বিচলিত ও উত্তেজিত হয় ; বিষণ্ণভাব ও দুর্ব্বলতা সহ স্নায়ুশূল। **একলা থাকিলে বৃদ্ধি, মন প্রফুল্ল থাকিলে উপশম।**

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রাদাহিক অবস্থাজনিত স্নায়ুশূল। জ্বর, রক্তিমাভ মুখমণ্ডল, মস্তকের ভিতর পেরেকবিদ্ধবৎ অনুভূতি সহ তীব্র বেদনা।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৩০x—রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

**নেট্রাম-মিয়ুর** ৩x, ৩০x—অত্যধিক লালাক্ষরণ বা অনিচ্ছায় অশ্রুবর্ষণ বা চোখ দিয়া জলপড়া। প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—সাদা ও ধূসরবর্ণ জিহ্বা সহ তীব্র বেদনা।

# স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য

( Neurasthenia )

দুশ্চিন্তা, অপ্রচুর খাদ্য, অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরিচালনা, স্বপ্নদোষ, অজীর্ণ, অসম্পূর্ণ পরিপোষণ প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করা স্মৃতিশক্তির হ্রাস, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, অনিদ্রা, উদাস ও বিষাদভাব, কোষ্ঠবদ্ধতা, ভাল হজম না হওয়া, শীর্ণতা ও রক্তস্বল্পতা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

**কেলি-ফস্‌** ৬x, ১২x—( প্রধান ঔষধ ) মেরুদণ্ডের উপদাহ, উদ্বেগ, স্নায়বিক পীড়া।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৩০x—অবসন্নকর পীড়াসমূহের পর বিকৃত পরিপোষণক্রিয়া।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ৩০x—পাতলা জলবৎ রক্ত, হরিৎপীড়া।

# পক্ষাঘাত

( Paralysis )

ইহা স্নায়ু-বিধানের রোগ। ইহাতে রোগী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গীণ, অর্দ্ধাঙ্গীণ বা স্থানবিশেষের পক্ষাঘাত হইতে পারে। কাহারও কাহারও কম্পনশীল পক্ষাঘাতও হয়।

**কেলি-ফস** ৩x, ৩০x—সর্ব্বপ্রকার পক্ষাঘাতে, বিশেষতঃ কোন অঙ্গ বিশেষের এবং মুখমণ্ডলের আক্রমণে ইহা প্রথম ও প্রধান ঔষধ।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—পেশীর পক্ষাঘাত, মাথা বা হস্তদ্বয়ের কম্পন।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৩০x—শীতলতা, অসাড়তা, সঞ্চরণশীল পক্ষাঘাত।

**সাইলিসিয়া** এবং **নেট্রাম-ফসও** সময় সময় আবশ্যক হয়।

# অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ

( Peritonitis )

ইহাতে উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে, পেটে হাত দেওয়া যায় না; এত যন্ত্রণা যে, পেটে কাপড় রাখা পর্য্যন্ত অসহ্য হয়, রোগী চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে ও যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে। ইহাতে প্রদাহ জন্য জ্বর, দ্রুত নাড়ী, জিহ্বা লেপাবৃত, গাত্রোত্তাপ খুব বেশী, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। আঘাত, বীজ বা কাঁটা প্রভৃতি শক্ত দ্রব্য গিলিয়া ফেলা, **কোষ্ঠবদ্ধতা** প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রাথমিক অবস্থার প্রধান ঔষধ।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, পেট স্ফীত, শ্বেতলেপাবৃত জিহ্বা।

# বক্ষাবরক-ঝিল্লী-প্রদাহ

( Pleurisy )

ইহা সাধারণতঃ ঠাণ্ডা লাগিয়া হয়। আঘাত বা হ্যাঁচকা লাগিয়াও হইতে পারে। ইহাতে বুকে বেদনা হয়; এত বেদনা হয় যে, শ্বাস-প্রশ্বাসে বেদনা অনুভূত হয়। শীত, জ্বর, নাড়ী পূর্ণ দ্রুত ও কঠিন, সামান্য শুষ্ক কাসি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণ, প্রথম অবস্থায় শুষ্ক কাসি ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

**কেলি-মিয়ুর** ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, দেহতন্তু মধ্যে রসক্ষরণ ( plastic exudation )। ধূসর বা শ্বেতলেপাবৃত জিহ্বা।

**ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ** ৬x, ১২x—তৃতীয় অবস্থা, বক্ষঃ-গহ্বর মধ্যে পুঁজসঞ্চার।

# ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ

( Pneumonia )

ঠাণ্ডা লাগাই ইহার প্রধান কারণ; আঘাতাদি কারণেও ইহা হইতে পারে। জ্বর, শীত, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, শুষ্ক যন্ত্রণাদায়ক কাসি ইহার লক্ষণ; কিন্তু প্রথম অবস্থায় গয়ার উঠে না। পরে মরিচা বা লাল রঙের গয়ার উঠিতে থাকে। বুক সাঁটিয়া থাকে, কথা কহিতে গেলে কাসির বৃদ্ধি হয়। নাড়ী প্রথম প্রথম দ্রুত ও পূর্ণ, কিন্তু ক্রমে ইহা দ্রুত ক্ষীণ ও অনিয়মিত হইতে থাকে। ক্ষুধামান্দ্য, জিহ্বা শুষ্ক ও কাল্‌চে; রোগী পাশ ফিরিতে পারে না।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা ; জ্বর, বেদনা, রক্তাধিক্য, তরুণ থক্‌থকে কাসি, খুব অল্প শ্লেষ্মা উঠা, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, দ্রুত নাড়ী, গলায় সুড় সুড়ী, শ্লেষ্মায় রক্তকণা।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, ফুস্‌ফুস্‌ মধ্যে তন্তুময় রস-নিঃসরণ ; শ্লেষ্মা সাদা ও দুর্গন্ধযুক্ত। জিহ্বা সাধারণতঃ শ্বেতলেপাবৃত। হৃৎপিণ্ডের বিশৃঙ্খলা ও তৎসহ শোথ।

**কেলি-সালফ** ৬x, ১২x—শ্লেষ্মা সরল, ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ বিশিষ্ট বা হল্‌দে শ্লেষ্মা।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৬x—তরল স্বচ্ছ ফেনিল শ্লেষ্মা ; সুড়্‌সুড়ে কাসি, জিহ্বা পার্শ্বে ফেনিল নিষ্ঠীবন বুদ্বুদ্‌।

# সূতিকা-জ্বর

( Puerperal Fever )

সাধারণতঃ প্রসবের দু'তিন দিন পরে কোন কারণে রক্ত বিষাক্ততার ফলে এই ভয়ানক জ্বরের সূত্রপাত হয়। প্রথমে সামান্য শীত ও জ্বর হইয়া ক্রমশঃ রোগ উৎকট আকার ধারণ করিতে থাকে। প্রবল জ্বর, মাথা ব্যথা, দুর্ব্বল ও দ্রুত নাড়ী, পেটে ব্যথা, দুর্গন্ধ স্রাব, অস্থিরতা ; উত্তেজিত ভাব অথচ দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় ; সর্ব্বপ্রকার স্রাব ও স্তনদুগ্ধ ইত্যাদি বন্ধ হইয়া যায় ; উদরস্ফীতি, বিকার লক্ষণ, উদরাময় প্রভৃতি কখন কখনও দেখা যায়। প্রসবের পর ফুলের কিয়দংশ জরায়ুর ভিতরে থাকিয়া পচিয়া যাওয়া কিম্বা জরায়ুতে কোন প্রকার আঘাত লাগা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা লাগিয়াও হইতে পারে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৩০x—প্রধান ঔষধ।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—প্রলাপ, পচন অবস্থার উপসর্গচয়।

**ক্যালকে-ফস** ৩x, ৩০x—রোগাবস্থায় অন্যান্য নির্ব্বাচিত ঔষধসহ সময় সময় এবং রোগ আরোগ্যোন্মুখ কালে নিয়মিতরূপে সেবন বিধেয়।

**কেলি-সাল্ফ** ৩x, ৬x—ত্বক শুষ্ক ও খস্খসে, ঘর্ম্মের অভাব।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ১২x—জিহ্বা কাল।

# বাত

( Rheumatism )

সাধারণতঃ রক্তে ক্ষার ( Alkaline Salts )-এর ভাগ কমিয়া গিয়া অম্লের ভাগ বেশী হইলে বাত হয়। হঠাৎ ঘাম বন্ধ করা, ঠাণ্ডা লাগান, আর্দ্র স্থানে বাস, আর্দ্রবস্ত্র পরিধান, জলে ভিজা প্রভৃতি ইহার উত্তেজক কারণ। বাতে সন্ধি অথবা পেশীচয় আক্রান্ত হয়। তরুণ বাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা, আক্রান্ত স্থল স্ফীত উত্তাপযুক্ত এবং লাল হইতে পারে; সচরাচর ইহাতে জ্বর অস্থিরতা দ্রুত নাড়ী এবং শীত বা দাহ থাকে। পুরাতন বাতে অল্পবিস্তর এই সমস্ত লক্ষণ সহ আক্রান্ত স্থান আড়ষ্ট ও অসাড় মনে হয়, জ্বর প্রায়ই থাকে না। বাতে পরিপাক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে দেখা যায়।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রারম্ভিক অবস্থা, বাতজ-জ্বর, তরুণ আক্রমণ।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—স্ফীতিসহ তরুণ বা পুরাতন বাত, শ্বেত ক্লেদাবৃত জিহ্বা।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ৬x—তরুণ বা পুরাতন বাতে গ্রন্থিসমূহ আক্রান্ত হইলে; গ্রন্থিবাত, অম্ল উপসর্গচয়, সন্ধিস্থলের বাত।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—সন্ধিস্থলের বাত; আক্ষেপিক তীব্র বেদনা। গরম সেকে উপশম।

**নেট্রাম-সালফ** ৩x, ১২x—পিত্তজ উপসর্গচয়, পুরাতন গ্রন্থিবাতের প্রধান ঔষধ।

**কেলি-ফস** ৩x, ১২x—বাতসহ আক্রান্ত স্থানসমূহের শক্তভাব।

**কেলি-সাল্‌ফ** ৩x, ৬x—সঞ্চরণশীল বাত। সন্ধ্যাকালে ও গরম ঘরে বৃদ্ধি, শীতল ও মুক্ত বায়ুতে উপশম। পৃষ্ঠে, ঘাড়ে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা।

# আরক্ত জ্বর

## ( Scarlet Fiver )

উদ্ভেদ বা পীড়কাযুক্ত হামজ্বর প্রভৃতি জ্বরের ন্যায় "আরক্ত-জ্বর"-ও উদ্ভেদ সমন্বিত জ্বর। ইহা সংক্রামক ব্যাধি এবং প্রায়ই ব্যাপকরূপে প্রকাশ পায়। ইহা আমাদের দেশে কচিৎ হইয়া থাকে। গলক্ষত, শীত, অবসাদ প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। জ্বর হইবার একদিন বা দু'দিন পরেই লালবর্ণের ফুস্কুড়ির ন্যায় পীড়কাসকল প্রকাশ পায়, ক্রমে এই পীড়কাগুলি বড় হইতে থাকে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থায় প্রধান ঔষধ।

**কেলি-সাল্‌ফ** ৬x, ১২x—অকস্মাৎ পীড়কা বসিয়া গেলে।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—উৎকট বা সাংঘাতিক উপসর্গচয়।

# কটিস্নায়ু বাত

## ( Sciatica )

ইহাতে উরুর পশ্চাদ্ভাগের স্নায়ু বাতাক্রান্ত হয়; এই বাত হাঁটু বা পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। অসহ্য যাতনা, চলিতে কষ্ট, আক্রান্ত অংশ আড়ষ্ট প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

স্নায়ুবিধান উত্তেজিত হয় এরূপ যাবতীয় কাজ সর্ব্বথা পরিহার্য্য ; দুশ্চিন্তা, ক্রোধ প্রভৃতি পরিত্যাজ্য ; প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ, প্রাতর্ভ্রমণাদি সহজ ব্যায়াম, পুষ্টিকর লঘু পথ্য, মন প্রফুল্ল রাখা ইত্যাদি রোগারোগ্যের সহায়ক ; আক্রান্ত স্থানে ফ্লানেল জড়ান ভাল।

**কেলি-ফস** ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ।

**নেট্রাম-সাল্‌ফ** ৩x, ৬x—গাউট বা বাত লক্ষণে ইহা কেলি-ফসের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**ম্যাগ-ফস** ৩x, ৬x—আক্ষেপিক তীব্র অসহনীয় বেদনা ( উষ্ণ জলে সেব্য )।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৬x—ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ব্যর্থ হইলে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—সুস্পষ্ট জ্বর লক্ষণে।

## গলক্ষত

( Sore Throat )

ঠাণ্ডা লাগা, জলে ভেজা, সর্দ্দি, উচ্চৈস্বরে কথা বলা, গান গাওয়া বা বক্তৃতা করা প্রভৃতি কারণে গলকোষপ্রদাহ বা গলক্ষত হইয়া থাকে। পরিপাকক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, গলক্ষত রোগীর সংস্রবে থাকা প্রভৃতি কারণেও এই রোগ হইতে পারে।

গলায় ব্যথা, শীত শীতভাব, জ্বর, গলগ্রন্থিপ্রদাহ, কথা কহিতে বা কোনও জিনিষ গিলিতে কষ্ট, লালাস্রাব প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

**ফেরাম-ফস্‌** ৩x, ৬x—প্রদাহের প্রথম অবস্থায় জ্বর ও ব্যথা।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৬x—ফেরাম-ফসে উপশম না হইলে। গলার ভিতর শুষ্ক অথবা ফেনাময় স্বচ্ছ শ্লেষ্মাপূর্ণ ; জিহ্বার উপর ফেনিল লালার বুদ্‌বুদ্‌।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থা, গলগ্রন্থির স্ফীতি, শ্বেতবর্ণের রসক্ষরণ, জিহ্বা লেপাবৃত, গলায় ঘা, এবং তদুপরি সাদা দাগসমূহ।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৩০x—শ্বেত শ্লেষ্মাস্রাব, গলা খুস্‌খুস্‌ করা ও পুরাতন গলক্ষত। ক্ষতে দুর্গন্ধ।

**ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ** ৩x, ৩০x—পুঁজস্রাব ; সময়ে সময়ে রক্তমিশ্রিত পুঁজ।

**নেট্রাম-সাল্‌ফ** ৩x, ৬x—কিছু গিলিতে গেলে মনে হয় গলায় কি যেন আটকাইয়া আছে।

**নেট্রাম-ফস** ৬x, ১২x—কিছু গিলিতে গেলেই যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায়।

## শুক্রক্ষরণ

( Spermatorrhœa )

অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরিচালনার জন্য ক্রমে বীর্য্যধারণ ক্ষমতার হ্রাস হয়। তখন বীর্য্য তরল হইয়া পড়ে, সামান্য উদ্দীপনায় বা স্বপ্নাবেশে রেতঃস্খলন হইতে থাকে ; ইহাই "শুক্র-ক্ষরণ", "ধাতু-দৌর্ব্বল্য", "শুক্রমেহ" বা "স্বপ্নদোষ" নামে অভিহিত।

দৌর্ব্বল্য, অবসাদ, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, সলজ্জ সঙ্কোচভাব, শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। পরিণাম ফল **ধ্বজভঙ্গ**।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ৬x—রেতঃ পাতলা জলবৎ এবং দুর্গন্ধযুক্ত, রেতঃস্খলনের পরই দৌর্ব্বল্য ও কম্পন, অম্ল উপসর্গচয়।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা জনিত স্নায়বিক-উপসর্গচয়।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৩০x—সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্ব্বলতা ; সঙ্গমেন্দ্রিয়ের বল-বিধানার্থ এই ঔষধটী দেয়।

# মেরুদণ্ডের পীড়াচয়

( Spine, diseases of )

মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত, মেরুদণ্ডের উপদাহ ও প্রদাহ আদি মেরুদণ্ডের পীড়া। মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত প্রায়ই শিশুকালে হইয়া থাকে। ইহাতে অস্থি কোমল বিকৃত ও বক্র হয়।

মেরুদণ্ডের উপদাহ, প্রদাহ আঘাত ঠাণ্ডালাগান বা কোন বিষদুষ্ট রোগ হইতে জন্মিয়া থাকে। ইহাতে অস্থি কোমল হয় এবং মস্তিষ্ক ও হস্ত-পদাদি সঞ্চালক পেশীর ক্রিয়ার অল্পবিস্তর বৈলক্ষণ্য ঘটে।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৩০x—মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা বা নমনীয়তা ; স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের অসাড়তা।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—লিখিবার সময় হস্তকম্পন, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, টেরাদৃষ্টি ও তোৎলামি এবং সর্ব্ববিক আক্ষেপ ও খেঁচুনির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

# প্লীহার রোগসমূহ

( Spleen, diseases of )

প্লীহার প্রদাহ, প্লীহার বিবৃদ্ধি, প্লীহার নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতি প্লীহার রোগ। প্লীহার উপর ফোড়া, স্থানচ্যুত-প্লীহা প্রভৃতি প্লীহার অন্যান্য রোগ এই ক্ষুদ্র পুস্তকের বিষয়ীভূত নহে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগে অনেক দিন ভুগিলে প্লীহার ব্যথা হয় এবং প্লীহা শক্ত ও বড় হয়। জ্বর থাকে, রক্তস্বল্পতা প্রকাশ পায়, রক্তের লাল কণিকা কমিয়া যায়, রোগ পুরাতন হইলে শরীর শীর্ণ ও উদরী প্রভৃতি হইয়া থাকে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রাদাহিক অথবা জ্বর অবস্থা।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা; রসনিঃসরণ বা স্ফীতি, শ্বেতলেপাবৃত জিহ্বা, যকৃতের নিষ্ক্রিয়তা।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৩x, ৩০x—দূষিত বাষ্প বা বায়ুতাড়িত কীটাণু-জনিত রোগ। মৃদু বা ধীর রক্তসঞ্চালন।

## মুখগহ্বর-প্রদাহ

( Stomatitis )

"মুখগহ্বর-প্রদাহ" ও "মুখের ঘা" এই দু'টি কতকটা স্বতন্ত্র ব্যাধি। "মুখগহ্বর-প্রদাহ" সম্ভবতঃ জীবাণুদুষ্ট বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। উপদাহজনক অ্যাসিড প্রভৃতি মুখে লাগা, অতিরিক্ত ধূমপান, পারদ ব্যবহার, সর্দ্দি, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগ ইত্যাদি ইহার উত্তেজক কারণ। কখন কখনও দাঁতের মাঢ়ী হইতে ঘা আরম্ভ হইয়া সমস্ত মুখগহ্বরে ব্যাপ্ত হয়। দন্তমাঢ়ী হইতে পুঁজরক্ত স্রাব, ঠোঁটে ও জিহ্বায় ঘা, গলগ্রন্থি প্রদাহ, প্রচুর লালাস্রাব, দুর্গন্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহারে কষ্ট; দন্তমূলে শিথিলতা প্রভৃতি হইতে পারে। ঘায়ের উপর ধূসরবর্ণের পর্দ্দা পড়ে। ক্বচিৎ পচনশীল ক্ষতও হইতে পারে।

উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন আবশ্যক। এক বোতল গরম জলে পাঁচ গ্রেণ "কেলি-মিউর" মিশাইয়া মুখ ধুইলে সুফলের সম্ভাবনা। পুষ্টিকর তরল পথ্য উপযোগী। মিষ্ট, অম্ল প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x—প্রাথমিক অবস্থা, প্রদাহ, জ্বর।

**কেলি-মিয়ুর** ৩x, ৬x—মুখের ঘা, মুখগহ্বরে ক্ষত।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ৬x—সরের ন্যায় হল্‌দে স্রাবযুক্ত ক্ষত।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ৩০x—অত্যধিক লালা নিঃসরণ, জলপূর্ণ ফোস্কা।

**সিলিকা** ৬x, ৩০x—দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস, ধাতুদোষজনিত রোগ।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x—মুখে ঘা মুখে দুর্গন্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ; জিহ্বা পীতাভ কটা লেপাবৃত ও শুষ্ক; বিস্বাদ।

# সর্দ্দিগর্ম্মি

( Sun-stroke )

প্রচণ্ড রৌদ্র বা প্রখর অগ্নিসন্তাপে কাজ করা বা গুমট গ্রীষ্ম জন্য "সর্দ্দি-গর্ম্মি" হয়। কাহার কাহারও সর্দ্দি-গর্ম্মি হইবার পূর্ব্বে মাথা-ঘোরা, মাথাব্যথা, উদরোর্দ্ধ প্রদেশে কষ্ট বোধ, গা-বমি-বমি, বমন, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক ও গরম, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ, গরমে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কেহ হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। চক্ষু-তারকা আকুঞ্চিত, মুখমণ্ডল আরক্তিম, নাড়ী দ্রুত পূর্ণ ও লম্ফনশীল, সশব্দ শ্বাস-প্রশ্বাস, অত্যধিক গাত্রতাপ ( এমন কি ১১০°-১১২° ) প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অনেক সময় "সর্দ্দি-গর্ম্মি"কে "সন্ন্যাস" বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় সহজ। সর্দ্দি-গর্ম্মির নাড়ী দ্রুত ও **চক্ষুতারকা দু'টিই সমান**; কিন্তু সন্ন্যাসে নাড়ী মৃদুগতি ও **চক্ষুতারকা দু'টি অসমান।**

**নেট্রাম-মিয়ুর** ৩x, ৩০x—প্রথম ও প্রধান ঔষধ।

**কেলি-ফস** এবং **ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** লক্ষণানুসারে ব্যবহার্য্য।

# উপদংশ

( Syphilis )

সুস্থ ও উপদংশ-বিষদুষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সহবাসে উপদংশ-বিষ সংক্রামিত হইয়া সুস্থ ব্যক্তির জননেন্দ্রিয়ে সঞ্চিত হয়। কয়েকদিন এই বিষের ক্রিয়া কিছুই বুঝা যায় না; পরে লিঙ্গাগ্রভাগে একটি ফুস্কুড়ি উঠে, উহা ফাটিয়া ক্ষত হয় এবং ঐ ক্ষত হইতে পুঁজ প্রভৃতি রসস্রাব হইতে থাকে। ইহাই উপদংশের প্রথম অবস্থা। কঠিন ও কোমল ভেদে, ক্ষত দুই প্রকার। কঠিন ক্ষতে ঘা গভীর হয়, কোমল ক্ষতে ঘা গভীর হয় না, ক্ষতের চারিধার একটু উঁচু হয় মাত্র। কোমল ক্ষত রসস্রাবী ও উহাতে একটি, ক্বচিৎ দুইপার্শ্বে দুইটি বাগী হয় এবং সাধারণতঃ উহা পাকিয়া উঠে। ইহার বিষ আক্রান্ত স্থানেই আবদ্ধ থাকে। কঠিন ক্ষত প্রায়ই রসস্রাবী হয় না, কুঁচকির পার্শ্বে অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থি বেদনাযুক্ত হয়, কিন্তু পাকে না; ইহার বিষ সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়।

জননেন্দ্রিয় ব্যতীত মুখ প্রভৃতি স্থানেও উপদংশ হইয়া থাকে। অনেকে ইহা স্পর্শাক্রমক বলেন না।

**কেলি-মিয়ুর** ৩x, ৬x—বাগী কোমল-ক্ষত-উপদংশ এবং পুরাতন উপদংশে কার্য্যকরী। উপদংশ রোগের ইহা একটি প্রধান ঔষধ। ইহা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উভয় ভাবেই ব্যবহার্য্য।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৩০x—উপদংশের পুরাতন অবস্থা; পাতলা স্রাব।

**কেলি-ফস** ৩x, ৬x—বিস্তৃতিপ্রবণ ও পচনশীল ক্ষত; উৎকট উপসর্গচয়।

**ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ** ৩x, ৩০x—উপদংশ ও বাগীতে পুঁজোৎপত্তির অবস্থা।

**সিলিকা ৩x, ৩০x**—পুরাতন উপদংশ ; পুংজোৎপত্তি বা শক্তভাব ; বাগীতে পুঁজসঞ্চার এবং পারদ অপব্যবহার জনিত ক্ষতযুক্ত চর্ম্মরোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী।

**ক্যাল্কে-ফ্লুওর ৩x, ১২x**—কঠিন ক্ষত।

**ফেরাম-ফস ৩x, ৬x**।—বাগী উষ্ণ, স্পর্শাসহ ও স্পন্দনশীল এবং তৎসহ জ্বরভাব।

# অণ্ডকোষের পীড়াচয়

## ( Testicles, diseases of )

অণ্ডকোষ-প্রদাহ, অণ্ডকোষে পুঁজসঞ্চার, একশিরা, কোরণ্ড প্রভৃতি অণ্ডকোষের পীড়া। আঘাত, অবরুদ্ধ প্রমেহ, উপদংশ প্রভৃতি কারণে "অণ্ডকোষ-প্রদাহ" হইতে পারে। অণ্ডকোষে ব্যথা, জল বা পুঁজসঞ্চার, অণ্ডকোষস্ফীতি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

"একশিরা"য় অণ্ডকোষে জল জমে এবং কোষ ঝুলিয়া পড়ে। ইহাতে একটি, কখন কখনও তুইটি কোষই আক্রান্ত হয় ; আক্রান্ত কোষ বা কোষদ্বয় বড় ও ব্যথাযুক্ত হয়। কাহারও কাহারও অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় ব্যথা বাড়ে, জ্বর হয়, উঠিতে পারে না। অস্ত্রপ্রয়োগে আশু উপকার হয় ; অস্ত্রোপচারের পরও কাহার কাহারও পুনরায় একশিরা হইতে দেখা গিয়াছে। Suspensory bag ব্যবহার করা ভাল।

অণ্ডকোষে মাংস জমিয়া অণ্ডকোষ খুব বড় ও শক্ত হইলে তাহাকে কোরণ্ড বলে। কোরণ্ড ওজনে সাত-আট সের, কখন কখনও আরও বেশী হয় এবং হাঁটুর কাছ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। আক্রান্ত ব্যক্তির চলিতে কষ্ট হয়।

**ফেরাম-ফস্ ৩x, ৬x**—প্রদাহের প্রথম অবস্থা, উত্তাপ, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণে।

**নেট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x**—একশিরা, জল জমা, অণ্ডকোষ ব্যথাযুক্ত, অণ্ডকোষের উপর প্রবল কণ্ডুয়ন।

**কেলি-মিউর ৩x, ৬x**—প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থা; অণ্ডকোষ স্ফীতি। অবরুদ্ধ প্রমেহজনিত অণ্ডকোষের পীড়া।

**ক্যাল্‌কে-ফস ৩x, ৩০x**—নেট্রাম-মিউর ব্যর্থ হইলে। একশিরা, অণ্ডকোষ-প্রদাহ, অন্ত্রবৃদ্ধি।

**ক্যাল্‌কে-ফ্লুয়োর ৩x, ১২x**—একশিরা; অণ্ডকোষ ফোলা। অণ্ডকোষের শিথিল পেশীচয়ের সঙ্কোচ সাধন করে ও জলসঞ্চার রোধ করে।

**সিলিকা ৩x, ৩০x**—একশিরার ভাল ঔষধ। একশিরা রোগে অমাবস্যা পূর্ণিমায় অণ্ডকোষে প্রদাহ ও জ্বর। লক্ষণোপযোগী অন্যান্য ঔষধ ব্যবহারকালেও মধ্যে মধ্যে "সিলিকা" দেওয়া চলে।

# জিহ্বার পীড়া

( Tongue, diseases of the )

জিহ্বায় নানাবিধ পীড়ায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**কেলি-মিউর ৬x, ১২x**—জিহ্বার প্রদাহ ও স্ফীতি; জিহ্বায় সাদা ও পাঁশুটে লেপ এবং উহা শুষ্কবোধ করা লক্ষণে ফলপ্রদ।

**কেলি-ফস ৩x, ১২x**—জিহ্বায় অত্যন্ত বিস্বাদ এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ লক্ষণে কার্য্যকরী। রোগীর জিহ্বায় সরিষাবাটার মত লেপ।

**কেলি-সালফ ১২x**—হলুদবর্ণের আঠা আঠা শ্লেষ্মাদ্বারা জিহ্বা আবৃত; মুখে বিস্বাদ।

**ফেরাম-ফস** ৬x—প্রদাহ বা অপর কোন পীড়ায় জিহ্বার স্ফীতি ও আরক্ততায় উপযোগী।

**নেট্রাম-মিউর** ৬x, ১২x—পরিষ্কার আঠা আঠা শ্লেষ্মাদ্বারা জিহ্বা আবৃত লক্ষণে।

**নেট্রাম-ফস্** ৬x—জিহ্বার মূলদেশে এবং টন্‌সিলের উপর সাদা সরের ন্যায় বা কাঁচা সোনার বর্ণের লেপ।

**নেট্রাম-সাল্ফ** ৬x, ১২x—জিহ্বায় পাঁশুটে সবুজ বর্ণের লেপ। মুখে আঠা আঠা গাঢ় শ্লেষ্মা ; পিত্তাধিক্যজনিত মুখে তিক্তাস্বাদ ; কখনও তামাটে স্বাদ।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৬x—পুরু ও আরষ্ট জিহ্বা।

**ক্যাল্‌কে-ফ্লোর** ৬x—ফাটা ফাটা জিহ্বা, কোন প্রদাহের পর জিহ্বার শক্তভাব।

মাটির বর্ণের ন্যায় জিহ্বায় **ক্যাল্কে-সাল্ফ** এবং লোহিতবর্ণের পরিষ্কার শুষ্ক জিহ্বায় **ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ফলপ্রদ।

# তালুমূল-প্রদাহ

( Tonsillitis )

গলদেশে আল্‌জিহ্বার উভয় পার্শ্বে বাদামের আকৃতি বিশিষ্ট দুইটি গ্রন্থি আছে ; এই গ্রন্থি দুইটির নাম "তালুমূল" বা "টন্‌সিল্‌স্"। আঘাত, ঠাণ্ডা লাগা, পূতিবাষ্প বা দুর্গন্ধ আঘ্রাণ, পরিপাকক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য প্রভৃতি কারণে একটি বা দুইটি গ্রন্থিই প্রদাহযুক্ত হইতে পারে। প্রথমে গলায় ব্যথা হয় পরে গ্রন্থি লাল ও স্ফীত, জ্বর, গা মাথা ব্যথা, আরক্তিম মুখমণ্ডল, লেপাবৃত জিহ্বা স্বরভঙ্গ, গলাধঃকরণে কষ্ট, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, লালাস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত গ্রন্থি

থাকিতেও পারে। ফোড়া ফাটিয়া গেলে রোগী সুস্থ হয়। কাহার কাহারও ঠাণ্ডা লাগিলেই "তালুমূল-প্রদাহ" হইয়া থাকে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা। জ্বর, গ্রন্থি লাল, গলাধঃ-করণে কষ্ট।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—( দ্বিতীয় ঔষধ ) স্ফীতি, তালুমূলে সাদা বা ধূসরবর্ণের দাগ, শ্বেতক্লেদাবৃত জিহ্বা। ইহাতে পুঁজজনন নিবারিত হয়।

**ক্যালকে-সালফ** ৩x, ১২x—পুঁজ হইলে।

**ক্যালকে-ফস** ৩x, ৬x—তালুমূলের পুরাতন স্ফীতি। হাঁ করিতে বা গিলিতে কষ্ট। শিশু ও স্বল্পরক্ত ব্যক্তির তালুমূলের পুরাতন প্রদাহ।

**কেলি-ফস** ৩x, ১২x—দৌর্ব্বল্য, অবসাদ, চিন্তা ও পচন লক্ষণে।

# অর্ব্বুদ ও দূষিত অর্ব্বুদ

## ( Tumours and Ulcers )

যে সকল চাপ্যমান বা সীমাবদ্ধ ফুলা শরীরের উপত্বকে বা অন্য কোনও স্থানে দেখা যায় তাহাকে অর্ব্বুদ বলে। দূষিত অর্ব্বুদ মস্তিষ্ক স্কন্ধদেশ পাকস্থলী জরায়ু ডিম্বকোষ প্রভৃতি স্থানে জন্মিয়া থাকে, ইহাতে অসহ্য যন্ত্রণা, জ্বর, প্রদাহ ইত্যাদি থাকে। এই রোগের কারণ কুলব্যাধি, আঘাত, উত্তেজনা, জলবায়ুর দোষ ও সংক্রামক বিষ প্রভৃতি।

**ক্যালকে-ফ্লোর** ৬x, ১২x বা তদূর্দ্ধ—যে কোন স্থানের কঠিন অর্ব্বুদ বিশেষতঃ স্তনের কঠিন অর্ব্বুদে ফলপ্রদ। রক্তগুল্ম ( Blood tumour ), বিশেষতঃ শিশুদের, হনু-অস্থির উপর কঠিন অর্ব্বুদ প্রভৃতিতে ফলপ্রদ।

**ক্যালকে-ফস** ৬x, ১২x বা তদূৰ্দ্ধ—গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তদের অর্ব্বুদে, বিশেষতঃ গলগণ্ড রোগে উপযোগী।

**কালি-সালফ** ৬x, ১২x বা তদূৰ্দ্ধ—উপত্বক যথা, ওষ্ঠ, স্তনাগ্র এবং শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপরিস্থ পাতলা চর্ম্মে অর্ব্বুদ জন্মিয়া উহা হইতে পীতবর্ণের পুঁজস্রাবে ইহা ফলপ্রদ।

**কেলি-ফস** ৬x, ১২x বা তদূৰ্দ্ধ—অর্ব্বুদ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নিঃসরণ ও তৎসহ বিবর্ণ স্রাব লক্ষণে উপযোগী। অস্ত্রোপচারের পর ফলপ্রদ।

**সাইলিসিয়া** ১২x, ৩০x—জরায়ুর অর্ব্বুদে ফলপ্রদ। লিম্ফাটিক-গ্ল্যাণ্ডের পুরাতন স্ফীতিতে বা অর্ব্বুদে পুঁজ জন্মিবার সম্ভাবনায় কার্য্যকরী।

**কেলি-সালফ** ৬x, ১২x—সিষ্টিক টিউমারের জন্য ব্যবহার করা চলে।

**কেলি-মিউর** ১২x, ৩০x—স্তনের তরুণ অর্ব্বুদে স্পর্শকাতরতা বিদ্যমানে উপযোগী।

**নেট্রাম-মিউর** ১২x, ৩০x বা তদূৰ্দ্ধ—জিহ্বার নিম্নে একপ্রকার অস্বচ্ছ অর্ব্বুদ ( রেমুলা ) রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

# সান্নিপাতিক বিকার বা আন্ত্রিক জ্বর

## ( Typhoid Fever )

ইহাতে অন্ত্র আক্রান্ত হয় বলিয়া ইহাকে “আন্ত্রিক জ্বর” ও বলে। একপ্রকার জীবাণুই নাকি এই রোগের মূল কারণ; এই অনুমান সর্ব্ববাদীসম্মত নহে। তীব্র পচা গন্ধ আঘ্রাণ, পচা জলপান, বদ্ধবায়ু সেবন প্রভৃতি ইহার প্রত্যক্ষ কারণ।

রোগের সূচনায় শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, ক্ষুধামান্দ্য, জ্বরভাব, সর্দ্দি, মৃদুপ্রকৃতির উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিছুদিন পরে রোগের পূর্ণ বিকাশ হয়। হঠাৎ প্রবল জ্বর, অত্যন্ত মাথাব্যথা, গা হাতে ব্যথা, তৃষ্ণা, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধতা, অক্ষুধা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয় এবং রোগী শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। শারীরিক উষ্ণতা ১০২° হইতে ১০৫°; দিনের মধ্যে **অনেকবার জ্বরের হ্রাস-বৃদ্ধি**, জিহ্বা লেপযুক্ত, দাঁত অপরিষ্কার. ঠোঁটের চামড়া উন্মোচন, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র, তন্দ্রাভাব, ভুলবকা, সর্ব্বদাই পেট ফাঁপিয়া থাকা, কষ্টকর স্বল্পমূত্র; গাত্রে ফুস্কুড়ির ন্যায় উদ্ভেদ, কাহার কাহারও রক্তস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে। এই জ্বরসহ অনেক সময় নিউমোনিয়া দেখা যায়। তৃতীয় সপ্তাহে হয় রোগ কমিতে থাকে, নয় বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। ভোগকাল ছয় সপ্তাহ, কেহ কেহ দুই তিন মাসও ভোগিয়া থাকে।

রোগীর শয্যা ও বস্ত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা এবং দিনের মধ্যে তিন চারিবার বেশ করিয়া রোগীর মুখ ধোয়ান আবশ্যক। রোগীকে তাহার ইচ্ছামত জলপান করিতে দেওয়া ভাল। মাঝে মাঝে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া গরম জলে রোগীর গা মুছান উপকারী। রোগীকে শয্যা হইতে উঠিতে দেওয়া বা বেশী নাড়াচাড়া করায় অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। ফলের রস, ছানার জল, মিছরির জল (তালমিছরি হইলে ভাল হয়) ইত্যাদি তরল পথ্য ব্যবস্থা। আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায়ও পথ্যাদির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। জ্বর ছাড়িবার পর এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তরল পথ্য দিতে হইবে। এই সময় রোগীর খুব ক্ষুধা হয়; কিন্তু **সাবধান** রোগীকে যেন এককালীন বেশী খাওয়ান না হয়। বারে বারে অল্প অল্প খাওয়ানই ভাল।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রাথমিক অবস্থা; (প্রাদাহিক উপসর্গচয় বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে এই ঔষধটি নির্ব্বাচিত অন্য ঔষধ সহ প্রযোজ্য)। অবসাদ, রক্তস্রাব।

**কেলি-মিয়ুর** ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ; ঈষৎ হল্‌দে ভেদ, পেট ফাঁপা; কাল্‌চে চাপ চাপ রক্তস্রাব। জিহ্বায় কটা বা সাদা লেপ।

**কেলি-ফস্‌** ৩x, ১২x—উৎকট বা সাংঘাতিক উপসর্গচয়, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া সাময়িক উন্মাদভাব ও ভ্রান্তি। অনিদ্রা, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ। দুর্গন্ধ ভেদ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, পুরাতন সরিষাবাটার ন্যায় ক্লেদাবৃত শুষ্ক জিহ্বা; কথা অস্পষ্ট।

**নেট্রাম-সাল্‌ফ** ৩x, ৩০x—পৈত্তিক উপসর্গচয়।

**ক্যাল্কে-ফস** ৬x, ৩০x—রোগান্তে দুর্ব্বলতা লক্ষণে।

**নেট্রাম-মিয়ুর** ৬x, ৩০x—মারাত্মক উপসর্গচয়, জলবৎ বমন, শুষ্ক জিহ্বা, তন্দ্রাভাব, রক্তস্রাব ইত্যাদি।

## ক্ষত

### ( Ulceration )

পড়িয়া যাওয়া, আঘাত লাগা, পুড়িয়া যাওয়া, কাটিয়া যাওয়া, ফোড়া প্রভৃতি নানা কারণে ক্ষত বা ঘা হয়। কতকগুলি ক্ষত গভীর হয়। কতকগুলি আদৌ গভীর হয় না। ক্ষতে রস-রক্ত-পুঁজ প্রভৃতি জন্মে এবং ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা জ্বর প্রভৃতি থাকিতে পারে।

**কেলি-মিয়ুর** ৩x, ৬x—গাঢ় সাদা স্রাব। সূত্রবৎ স্রাব নিঃসরণ। স্রাব দাহকর বা জ্বালাজনক নহে। জিহ্বা সচরাচর শ্বেতলেপাবৃত। জরায়ুগ্রীবার ক্ষত।

**সিলিকা** ৩x, ৩০x—গভীর ক্ষত; ক্ষত অস্থি পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। পাতলা দুর্গন্ধ হল্‌দে স্রাব, নালী-ঘা, গ্রন্থি মধ্যে পুঁজসঞ্চার। অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিলে স্ফীতিগুলি কঠিন বোধ হয়।

**ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ** ৩x, ৩০x—ক্ষত হইতে অনেকদিন ধরিয়া স্রাব নিঃসরণ; (সিলিকার পর)। হল্‌দে পুঁজের ন্যায় স্রাব। গ্রন্থি ক্ষত। পুড়িয়া যাওয়া বা আঘাতাদি জনিত ক্ষতে পুঁজসঞ্চয়।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণ, উত্তাপ, প্রদাহ, জ্বালা, যন্ত্রণা রক্তস্রাব প্রভৃতি।

**ক্যাল্‌কে-ফ্লুয়োর** ৩x, ১২x—অস্থি আক্রান্ত হইলে। গাঢ় হল্‌দে পুঁজস্রাব, স্রাবসহ ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড নির্গমন।

**নেট্রাম-ফস্‌** ৩x, ৬x—পাকস্থলী বা অন্ত্রে ক্ষত; অম্লবমন; জিহ্বা হরিদ্রা লেপাবৃত।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৩০x—ক্ষত হইলে সব সময় মাঝে মাঝে দেওয়া ভাল।

# বসন্ত

## ( Small-pox )

বসন্ত ছোঁয়াচে রোগ। বসন্ত রোগীর সংস্রবে আসা, তাহার পুঁজ, রক্ত প্রভৃতি ঘাটা ইত্যাদি কারণে সুস্থ ব্যক্তি বসন্ত-রোগাক্রান্ত হইতে পারে; কিন্তু অনেক স্থলেই ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়। যাহারা রোগীর পরিচর্য্যা করে বা সর্ব্বদা রোগীর নিকট যাওয়া আসা করে, তাহারা অনেকেই প্রায় রোগমুক্ত থাকে, তবে সকলেরই সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল। রোগীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা আবশ্যক; শুশ্রূষাকারী ব্যতীত অন্য লোকের রোগীর ঘরে না যাওয়াই নিরাপদ। রোগ সময়ে সময়ে ব্যাপকরূপে প্রকাশ পায়।

প্রথমে জর, শীত, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মাথাব্যথা, সর্দ্দি কাসি, লালাস্রাব, বুকে ব্যথা, অক্ষুধা, বমন বা বমনেচ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ পায়; দু'তিন দিন পরে মুখে ও মাথায় লাল ফুস্কুড়ির স্থায় উদ্ভেদ বাহির হয়; ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে এমন কি চক্ষু ও গলার ভিতরেও উদ্ভেদ উঠে। সাত আট দিন মধ্যেই পীড়কাগুলি পরিপুষ্ট হয় ও পাকিতে থাকে। চক্ষুমধ্যস্থ উদ্ভেদে চক্ষু নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেহের স্থানে স্থানে কয়েকটি করিয়া গুটিকা মিলিত হইয়া খুব বড় হয় এবং অনেকটা স্থান জুড়িয়া থাকে, এগুলিকে "সংযুক্ত-বসন্ত" বলে।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থার ঔষধ; প্রবল জরাদি।

**কেলি-মিয়ুর** ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ।

**কেলি-সালফ** ৩x, ১২x—এই ঔষধ প্রয়োগে চর্ম্মনির্মোচন বা খোলস উঠার সহায়তা করে।

**ক্যাল্কে-সালফ** ৩x, ৩০x—গুটিকাচয়ে পুঁজসঞ্চার হইলে।

# শিরার রোগ

( Veins, diseases of the )

শিরাপ্রদাহ, শিরার প্রসারণ, শিরা-বৃদ্ধি বা স্ফীতি প্রভৃতি শিরার রোগ।

আঘাত লাগা, ক্ষত, বিসর্প প্রভৃতি কারণে শিরা প্রদাহযুক্ত হয়। শরীরের কোনও যন্ত্র প্রদাহান্বিত হইলেও সেই সেই যন্ত্রের বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের শিরাগুলি ফোলে এবং লাল ও যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে হাত-পা প্রভৃতি স্থানে শিরা ফুলিয়া মোটা হয়, ইহাকেই শিরার প্রসারণ বলে।

**ক্যাল্‌কে-ফ্লুয়োর** ৩x, ১২x—শিরাপ্রসারণের প্রধান ঔষধ ; শিরা-সমূহের স্ফীতি, পুঁজময় বা শিথিল অবস্থা।

**ফেরাম-ফস্‌** ৩x, ৬x—প্রাদাহিক অবস্থাচয় ; ধমনিসমূহের প্রবল চাপ।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৩x, ৩০x—অন্যান্য নির্ব্বাচিত ঔষধসহ ইহা মধ্যে মধ্যে সেব্য।

# হুপকাসি

( Whooping cough )

হুপকাসি সাধারণতঃ শিশুদেরই হইয়া থাকে। ইহা ছোঁয়াচে রোগ ; কোন বাড়ীতে একটি ছেলের হুপকাসি হইলে প্রায়ই সেই বাড়ীর অন্যান্য ছেলেদেরও হুপকাসি হইতে দেখা যায়।

প্রথম অবস্থায় প্রবল কাসি তৎসহ সামান্য জ্বরও থাকিতে পারে। কাসিতে কাসিতে দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, সামান্য গয়ার উঠিলে বা বমি হইয়া গেলে কাসির বেগ কমিয়া যায় ; দু'চার ঘণ্টা আর কাসির কোনও বেগ বা ঝোঁক থাকে না, আবার কাসি হইতে থাকে। কাসি খুব প্রবল হইলে কাসির সময় নাক বা মুখ দিয়া রক্তক্ষরণ হইতেও পারে। রাত্রিকালেই কাসি বেশী হয়। রোগ পুরাতন হইলে জ্বর নাও থাকিতে পারে, কিন্তু রোগী ক্রমেই দুর্ব্বল হইতে থাকে। হুপকাসি সহজে ভাল হয় না। এমন কি অনেক শিশুকে ছ'মাস পর্য্যন্ত ভুগিতে দেখা গিয়াছে।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ, জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত, গয়ার গাঢ় সাদা ; আক্ষেপিক কাসি।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—পুরাতন কাসি। কাসির ঝোঁক খুব প্রবল হইলে গরম জলসহ ব্যবহারে ফল হয়।

**কেলি-ফস** ৩x, ১২x—অবসাদ বা দৌর্বল্য।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—জ্বর লক্ষণে বা নাক মুখ দিয়া রক্তক্ষরণে।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৩০x—তরল স্রাব, চোখ দিয়া জল পড়া।

**কেলি-সালফ** ৬x, ১২x—রজ্জুবৎ বা পাতলা চট্‌চটে স্রাব। হল্‌দে গয়ার।

**ক্যালকেরিয়া-ফস্‌** ৩x, ৩০x—রক্তস্বল্পতা, রোগ সহজে সারিতে চায় না, গয়ার ডিমের শ্বেতাংশের ন্যায়।

# ক্রিমি

## ( Worms )

ক্রিমি অনেক প্রকার; তাহাদের মধ্যে সূত্রবৎ ক্রিমি, কেঁচোর ন্যায় ক্রিমি ও ফিতার ন্যায় চেপ্টা ক্রিমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সূত্রবৎ ক্রিমি খুব ছোট, আধ ইঞ্চি বা তদপেক্ষা ছোট। ইহারা প্রায়ই মলদ্বারের নিকট দল বাঁধিয়া থাকে।

কেঁচোর মত ক্রিমি গোল ও লম্বা, প্রায় আধ হাত বা তদপেক্ষা কিছু বড়। ইহারা অন্ত্র মধ্যে থাকে। সময় সময় ইহারা গুহ্যদ্বার দিয়া মলত্যাগকালে বাহির হয়, আবার কখন কখনও মুখ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে।

ফিতার ন্যায় ক্রিমিও অন্ত্র মধ্যে থাকে। ইহারা ৬ হাত হইতে ১০০ হাত বা ততোধিক দীর্ঘ হইতে পারে। ইহারা দেহ হইতে সম্পূর্ণ বাহির হয় না, একটু একটু করিয়া গাঁট গাঁট হইয়া খসিয়া পড়ে।

**স্ত্রী পুরুষ ছেলে বুড়ো সকলেরই ক্রিমি হইয়া থাকে, তবে ছেলেদেরই বেশী হয়।**

বেশী কাঁচা ফলমূল, বেশী পাকা কলা ও বেশী মিষ্টান্ন ভোজন, আহারের দোষ, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস প্রভৃতি কারণে ক্রিমি হয়।

ক্রিমি হইলে মলদ্বার ও নাক চুলকায়; অম্ল অজীর্ণ অতিক্ষুধা বা ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা উদরাময়, নিদ্রার ব্যাঘাত, বিছানায় মোতা, খড়িগোলার ন্যায় প্রস্রাব, খিটখিটে মেজাজ, শীর্ণ শরীর, বড় ও শক্ত পেট প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। ক্রিমি জন্য অঙ্গ বিশেষের কম্পন, মৃগী, বিকার প্রভৃতি হইতে পারে।

**নেট্রাম-ফস্** ৩x, ৬x—প্রধান ঔষধ; কিছুদিন ধরিয়া ব্যবহার আবশ্যক। ৩x ব্যবহারে বেশ ফল হয়।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—সূত্রক্রিমি; মলদ্বার চুলকান; জিহ্বা সাদা লেপাবৃত।

**ফেরাম-ফস্** ৩x, ৬x—অন্ত্রস্থ ক্রিমি; অজীর্ণ মলত্যাগ; ক্রিমিসহ জ্বর লক্ষণে ব্যবহার্য্য।

# শিরোঘূর্ণন

( Vertigo )

ইহা নিজে বিশেষ কোন রোগ নহে, অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র। ইহা দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। অম্ল, অজীর্ণ, রাত্রিজাগরণ, অতিমাত্রায় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অনাহার প্রভৃতি কারণে মাথা ঘোরে। হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিয়া পড়ে, রোগী চোখে অন্ধকার দেখে; রোগীর মনে হয় যেন সব ঘুরিতেছে, তাহার দেহ দুলিতেছে।

**কেলি-ফস** ৩x, ৩০x—স্নায়বিক কারণ বা দুর্ব্বলতাজনিত।

**ফেরাম-ফস** ৩x, ৬x—রক্তাধিক্য জনিত মস্তকে রক্ত বেগে প্রবাহিত হইলে।

**নেট্রাম-সালফ** ৩x, ১২x—পৈত্তিক গোলযোগ হেতু শিরোঘূর্ণন।

## বমন

### ( Vomiting )

ইহা নিজে কোনও রোগ নহে, অন্য রোগের উপসর্গ মাত্র। অজীর্ণ, ক্রিমি, ওলাউঠা, কাসি, মাথাধরা, পিত্তাধিক্য, যানাদিতে ভ্রমণ, স্ত্রীঋতু বা গর্ভাবস্থা প্রভৃতি কারণে বমন হইয়া থাকে। অজীর্ণ হইলে বমনে উপকার হয়। গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ প্রাতঃকালে বমনোদ্বেগ বা বমন হইয়া থাকে; ইহা সারিতে বিলম্ব হয়।

**ফেরাম-ফস্‌** ৩x, ৬x—ভুক্তদ্রব্য বমন, অম্লজলবৎ বমন, ঋতুকালে বমন; বমনসহ মাথাধরা, উজ্জ্বল লাল রক্ত বমন।

**কেলি-মিউর** ৩x, ৬x—সাদা গাঢ় শ্লেষ্মা বমন, জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত; কাল রক্ত বমন।

**নেট্রাম-মিউর** ৩x, ৬x—অন্নবমন, ফেনাযুক্ত কফ; **ক্ষুধা আছে, কিন্তু রুচি নাই।**

**কেলি-ফস্‌** ৩x, ১২x—কালরঙের বমন।

**নেট্রাম-ফস** ৩x, ৬x—অম্ল বমন। জিহ্বাতে সর পড়া।

**নেট্রাম-সালফ** ৩x, ১২x—পিত্তবমন, মুখে তিক্তাস্বাদ। সর্ব্বদা বমি-বমি ভাব।

**ক্যাল্‌কে-ফস** ৬x, ৩০x—শিশুগণের বমন, হজম না হওয়ায় বমন; দন্তোদ্গমকালীন বমন।

**ম্যাগ্নেসিয়া-ফস** ৩x, ৬x—কষ্টকর বমন, পেটে খুব ব্যথা।

**ক্যাল্‌কে-ফ্লুওর** ৬x, ১২x—ভুক্তদ্রব্য বমন; দাঁত উঠার সময় বমন। ফেরাম-ফসে উপকার না হইলে কার্য্যকরী।

# রেপার্টরী বা চিকিৎসা-নির্ঘণ্ট

## ফোড়া

( Abscess—অ্যাবসেস্ )

স্ফোটক—কেলি-মিউর, সাইলি, কেলি-ফস, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

„ প্রদাহ প্রভৃতির প্রারম্ভে বা অত্যন্ত জ্বর সহ—ফেরাম-ফস।

„ দ্বিতীয় অবস্থায় বেদনাদির অভাব, কিন্তু ফুলা বিদ্যমানে—কেলি-মিউর।

„ দীর্ঘকালস্থায়ী নালীক্ষতে, নিম্নাঙ্গের জলবৎ পুঁজস্রাব—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

„ অতিশয় দুর্গন্ধ ক্ষত, পচা রক্তাক্ত পুঁজ নিঃসরণে—কেলি-ফস্।

## রজোরোধ

( Amenorrhœa )

রজঃরোধ—কেলি-মিউর, কেলি-ফস, কেলি-সাল্‌ফ, নেট্রাম-মিউর, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।

„ ঋতু পরিবর্ত্তন বশতঃ—সাইলি, ক্যাল্‌কে-ফস্।

„ মানসিক আঘাত বশতঃ—কেলি-ফস্।

„ রক্তহীনতার জন্য—ক্যাল্‌কে-ফস, নেট্রাম-মিউর।

„ তৎসহ বুক ধড়্‌ফড়্ করা, বুকের যাতনা ও মাথার যন্ত্রণায়—কেলি-ফস্।

„ তৎসহ জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত—কেলি-মিউর।

## রক্তহীনতা

( Anæmia—এনিমিয়া )

রক্তহীনতা, পোষণক্রিয়ার অভাব জনিত—ক্যাল্‌কে-ফস, নেট্রাম-ফস্‌।

„ তরুণীদের ঋতুস্রাব অনিয়মিত ও অপরিমিত হইবার জন্য নেট্রাম-মিউর।

„ কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত—নেট্রাম-মিউর।

„ সাংঘাতিক পীড়ার পর—ক্যাল্‌কে-ফস, কেলি-ফস্‌।

„ অজীর্ণাদি রোগের পর—নেট্রাম-ফস্‌।

„ স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য—কেলি-ফস্‌।

„ ক্ষয়কর পীড়ার পর, তৎসহ কাসি—নেট্রাম-মিউর।

„ তৎসহ সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য, হাঁটিলে ও চলাফেরা করিলে ক্লান্তি বোধ—নেট্রাম-ফস্‌।

## হৃৎশূল

( Angina Pectoris—এঞ্জাইনা পেক্টোরিস্‌ )

হৃৎশূল—ম্যাগ-ফস, ফেরাম-ফস, কেলি-ফস্‌।

„ অত্যধিক—ম্যাগ-ফস্‌ ( ঘন ঘন প্রয়োগ বিধি )।

„ তৎসহ মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা—ম্যাগ-ফস, ফেরাম-ফস্‌।

„ „ বক্ষে অত্যন্ত সঙ্কোচন—ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-মিউর।

„ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা সহ—ম্যাগ-ফস, কেলি-ফস্‌।

„ তৎসহ হৃদ্‌কম্প এবং মস্তিষ্কের গোলযোগ প্রভৃতিতে—কেলি-ফস, নেট্রাম-ফস্‌।

## স্বরভঙ্গ

( Aphonia—এফোনিয়া )

স্বরভঙ্গ—কেলি-ফস, ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফ্লু, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, সাইলি।

প্রদাহিক বেদনায়—ফেরাম-ফস্‌।

স্বরভঙ্গের সহিত স্বরলোপ, বেদনা ও জ্বর—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-মিউর।

জিহ্বায় সাদা লেপ—ফেরাম-ফস্‌ ( কেলি-মিউর সহ পর্য্যায়ক্রমে )।

ঠাণ্ডায়—কেলি-সাল্‌ফ।

দুরারোগ্য স্বরভঙ্গে—কেলি-মিউর।

## মুখে ঘা

( Aphthæ—এফ্‌থি )

প্রদাহান্বিত—ফেরাম-ফস্‌।

মুখের ভিতর সাদাবর্ণের ক্ষত—কেলি-মিউর।

অত্যন্ত লালাস্রাবী—নেট্রাম-মিউর।

দুর্গন্ধ শ্বাস-প্রশ্বাসস্রাবী—সাইলিসিয়া।

তিক্ত স্বাদ—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

মুখে দুর্গন্ধ বা পচা গন্ধযুক্ত—কেলি-ফস্‌।

ক্ষত হইতে হল্‌দে স্রাব—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

ছোট বালক-বালিকাদের মুখে সাদা ক্ষত—কেলি-মিউর।

মুখের কোণে ও চোয়ালে হরিদ্রাভ লেপ—নেট্রাম-ফস্‌।

মুখের ভিতর লাল ও ছাল উঠা—নেট্রাম-ফস্‌।

মাঢ়ী লাল ও প্রদাহান্বিত—ফেরাম-ফস।

ঠোঁটের ভিতর ক্ষত—ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।

স্তন্যদায়িনী মাতার মুখে ক্ষত—কেলি-মিউর।

## উপাঙ্গ-প্রদাহ

( Appendicitis—এপেণ্ডিসাইটিস্ )

রোগের প্রথম অবস্থায়—ফেরাম-ফস্ ও কেলি-মিউর পর্য্যায়ক্রমে ঘন ঘন ব্যবহার্য্য।

পেট ফুলিয়া উঠিলে ও তৎসহ অত্যন্ত বেদনা বিদ্যমানে—ম্যাগ-ফস্ ৬x, ক্যাল্‌কে-ফস্ ৬x।

পেট ফুলিয়া উঠিলে—কেলি-মিউর।

উপাঙ্গ পাকিয়া পুঁজ হইবার উপক্রমে—সাইলিসিয়া।

পাকিয়া পুঁজ নির্গত হইতে থাকিলে—সাইলিসিয়া সহ ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ পর্য্যায়ক্রমে।

মুখে পচা ক্ষত—কেলি-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-মিউর।

মুখের ক্ষত গ্যাংগ্রিণ আকার ধারণ করিলে—কেলি-ফস, সাইলিসিয়া।

দাঁত মাজিবার সময় রক্তপাত লক্ষণে—ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।

শিশুদিগের সাদা বর্ণের মুখক্ষতে—কেলি-মিউর।

শ্বাস-প্রশ্বাসের দুর্গন্ধ—কেলি-ফস্।

## সন্ধি-প্রদাহ

( Arthritis—আর্থ্রাইটিস্ )

প্রথম অবস্থায় জর ও বেদনাসহ—ফেরাম-ফস্।

কেবল সঞ্চালনে বেদনা—ফেরাম-ফস, কেলি-সাল্‌ফ।

পুরাতন সন্ধিপ্রদাহে—ক্যাল্‌কে-ফস, কেলি-মিউর, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ফ, কেলি-সাল্‌ফ, সাইলিসিয়া, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।

সন্ধির ভয়ানক বেদনায়—ফেরাম-ফসসহ ম্যাগ-ফস পর্য্যায়ক্রমে, কেলি-সালফ, ক্যালকে-ফস, নেট্রাম-মিউর।

স্থানপরিবর্ত্তনশীল—কেলি-সালফ, ক্যালকে-ফস।

সন্ধিবাত ও তৎসহ অম্লরোগে—নেট্রাম-ফস, কেলি-ফস।

সন্ধির আড়ষ্টতা, ঠাণ্ডা লাগিবার পর—ফেরাম-ফস।

বিশ্রামের পর—কেলি-ফস।

## হাঁপানি

( Asthma—এজ্‌মা )

প্রথম আক্রমণে—কেলি-ফস।

ঘন হল্‌দে বা পরিষ্কার শ্লেষ্মাযুক্ত গয়ার—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস।

ব্রঙ্কিয়েল এজ্‌মা—কেলি-ফস, কেলি-মিউর।

গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি—কেলি-ফস, কেলি-সাল্‌ফ।

সহজেই ডেলা ডেলা গয়ার উঠে, গরমে বৃদ্ধি—কেলি-সালফ।

হাঁপানি, শিশুদিগের—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

„ সামান্য খাদ্যেই বৃদ্ধি—কেলি-ফস।

„ স্নায়বীয় ব্যক্তির—ম্যাগ-ফস।

„ সেই সঙ্গে পাকস্থলীর গোলযোগ—কেলি-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ফ।

„ তৎসহ প্রচুর জলের ন্যায় শ্লেষ্মা—নেট্রাম-মিউর।

„ বর্ষার সময় বৃদ্ধি—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

„ রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত—ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস

হাঁপানি রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস আস্তে আস্তে—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস, কেলি-সাল্‌ফ, নেট্রাম-মিউর।

„ তৎসহ পেটফাঁপা থাকিলে—ম্যাগ-ফস।

„ „ পাকস্থলীর গোলযোগে—নেট্রাম-সাল্‌ফ, কেলি-মিউর, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।

## সংন্যাস রোগ

( Apoplexy—এপোপ্লেক্সি )

সংন্যাস রোগ—ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, ম্যাগ-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-সাল্‌ফ, সাইলিসিয়া।

„ মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, তৎসহ মুখমণ্ডলের আরক্ততা—ফেরাম-ফস।

„ রক্তবহা নাড়ীর বৃত্তাকার পেশীর সঙ্কোচন—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, ফেরাম-ফসসহ পর্য্যায়ক্রমে।

„ পেশীর অত্যধিক আক্ষেপ—ম্যাগ-ফস, ফেরাম-ফস।

„ আক্রমণের পূর্ব্বে নিদ্রাহীনতা ও পক্ষাঘাতের লক্ষণে—কেলি-ফস, ফেরাম-ফস।

„ „ মস্তকে প্রবল রক্তসঞ্চয়, পৈত্তিক লক্ষণে—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

„ „ „ রক্তের জলীয়াংশ হ্রাস করিতে—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

সংন্যাস রোগে ধমনির স্ক্লিরোটিক অবস্থায়—সাইলিসিয়া।

„ সহসা অচেতন হইয়া পড়িয়া যাওয়ায়—ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

„ সহসা অঙ্গাদির আক্ষেপ ও মস্তিষ্কে ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনায়—ফেরাম-ফস ও ম্যাগ-ফস।

সংন্যাস রোগে অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত, তৎসহ জ্বর ও শ্বাসে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ—
ফেরাম-ফস, কেলি-ফস।

" পক্ষাঘাত লক্ষণে—কেলি-ফস।

সংন্যাস রোগের পূর্ব্বাবস্থায় শিরোঘূর্ণন, মাথাব্যথা, হাত-পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরা লক্ষণে—ক্যাল্‌কে-ফস।

" " মস্তকে রক্তাধিক্য, শিরঃপীড়া, পিত্তবমন, শিরোঘূর্ণন—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

## একাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গের শীর্ণতা

( Atrophy—এট্রফি )

এই পীড়ায় কেলি-ফসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

মুখমণ্ডলের শীর্ণতা—কেলি-ফস।

শৈশবকালীন শীর্ণতা—কেলি-ফস।

সর্ব্বাঙ্গের কম্পনসহ—ম্যাগ্‌-ফস।

স্তন্যদুগ্ধের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম দুগ্ধপানের পর শিশুদের শীর্ণতায়—নেট্রাম-ফস।

কৌলিক প্রমেহ দোষ জনিত শীর্ণতায়—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

শরীরের শীর্ণতা, কিন্তু মস্তকের বৃহত্ত্বতায়—সাইলি।

শিশুদিগের গ্রীবার শীর্ণতায়—নেট্রাম-মিউর।

## কটি-বেদনা

( Back-ache—ব্যাক-এক্ )

কটিবেদনা, তরুণ—ফেরাম-ফস।

" কোষ্ঠবদ্ধসহ এবং সঞ্চালনের উপক্রমেই বেদনার বৃদ্ধি, অনবরত হাঁটিতে থাকিলে বেদনার উপশম—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর ( হোমিও—রাস-টক্সের ন্যায় )।

কটিবেদনা, গরম ঘরে ও বৈকালের দিকে বৃদ্ধি—কেলি-সাল্ফ।

„ ঘন ঘন আবির্ভাব, তীরবিদ্ধবৎ ও চিড়িকমারা বেদনা, গরমে উপশম—ম্যাগ-ফস।

কটিবেদনায়—ক্যাল্কে-ফস, কেলি-সাল্ফ, নেট্রাম-সালফ, সাইলিসিয়া, ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-ফ্লোর, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-মিউর, কেলি-ফস।

কটিবেদনা, সমস্ত রাত্রি রোগীর কোমরে ক্ষতবৎ বেদনা, তৎসহ উদরাময়—নেট্রাম-সাল্ফ।

## কীটাদির হুল-ফুটান

( Bites of Insects )

নেট্রাম-মিউর—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যপ্রয়োগ।

## অস্থির রোগ

( Bones, diseases of )

অস্থির রোগ—ম্যাগ-ফস, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-ফ্লোর, ফেরাম-ফস, সাইলি, কেলি-মিউর, কেলি-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, ক্যাল্কে-সাল্ফ।

## মস্তিষ্কের রোগ

( Brain Diseases—ব্রেইন ডিজিজেস্ )

মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়—ক্যালকে-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর।

„ রক্তসঞ্চয়জনিত-শিরঃপীড়া—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সালফ, সাইলিসিয়া।

মস্তিষ্কের কোমলতা—কেলি-ফস।

„ দৌর্ব্বল্য—ক্যালকে-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, সাইলি।

মস্তিষ্ক-প্রদাহ—ফেরাম-ফস্।

মস্তিষ্কের ক্ষয়রোগ—ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।

„ রক্তহীনতা—কেলি-ফস।

মস্তিষ্কের অতিরিক্ত চালনার জন্য অবসন্নতা—কেলি-ফস।

মস্তিষ্কের প্রাদাহিক রোগের প্রথম অবস্থায় জ্বর, ব্রেইন-ফিভার, মেনিঞ্জাইটিস প্রভৃতিতে—ফেরাম-ফস।

মস্তিষ্কের উপঘাতের পর মস্তিষ্কের ক্রিয়ার অভাব, মস্তিষ্কে ও তৎপশ্চাৎ-স্থানে বেদনায়—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

মস্তিষ্কের অস্থিতে টিউমার, রক্তগুল্ম—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

## মস্তিষ্কের অবসন্নতা

( Brain-fag —ব্রেইন্-ফ্যাগ্ )

মস্তিষ্কের অবসন্নতা—ক্যাল্‌কে-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, ম্যাগ-ফস, সাইলি।

মস্তিষ্কের স্নায়বিক শক্তি পুনঃ সক্রিয় করিয়া সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দূরীকরণার্থ—কেলি-ফস্।

## ব্রাইট পীড়া

( Bright's Diseases—ব্রাইটস্-ডিজিজেস )

ব্রাইট পীড়ার এল্‌বুমেন হ্রাস করিতে—ক্যাল্‌কে-ফস, কেলি-ফস।

„ প্রবল জ্বরে—ফেরাম-ফস্।

„ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হ্রাস করিতে—কেলি-ফস্।

„ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ—ক্যাল্‌কে-ফস্ ও কেলি-ফস্, অবস্থাভেদে নেট্রাম-মিউর ও নেট্রাম-ফস্ ব্যবহার্য্য।

## বায়ুনলী-প্রদাহ

( Bronchitis—ব্রঙ্কাইটিস )

বায়ুনলী-প্রদাহে—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, নেট্রাম-সাল্‌ফ, কেলি-সাল্‌ফ, নেট্রাম-মি, ম্যাগ-ফস্‌।

„ ( পুরাতন )—নেট্রাম-মি, সাইলি।

বায়ুনলী-প্রদাহে আক্ষেপিক কাসি—ম্যাগ্‌-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-মিউর, ফেরাম-ফস্‌।

„ কাসি উচ্চ শব্দযুক্ত—কেলি-মিউর।

„ „ কঠিন—ফেরাম-ফস, কেলি-সাল্‌ফ।

„ „ থক্‌থকে—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

„ „ বেদনাদায়ক—ফেরাম-ফস্‌।

„ „ শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি—ম্যাগ্‌-ফস, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

„ „ „ হ্রাস—ক্যাল্‌কে-ফস্‌।

## অগ্নিদাহ

( Burns—বার্ণস্‌ )

অগ্নিদাহের (প্রথম অবস্থায়)—ফেরাম-ফস (আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য-প্রয়োগ)।

„ গাত্র-চর্ম্ম ঝল্‌সিয়া গেলে—কেলি-মিউর।

„ ফোস্কা পড়িলে—নেট্রাম-মিউর।

„ ফোস্কা পড়িয়া ঘায়ে পরিণত হইলে—ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।

## কর্কট-রোগ

( Cancer—ক্যান্‌সার )

ক্যান্‌সারে—কেলি-সাল্‌ফ, ক্যাল্‌কে-ফস, নেট্রাম-ফস, কেলি-ফস।

" অতিশয় বেদনা ও দুর্গন্ধ স্রাব লক্ষণে—কেলি-সালফ।

" স্ক্রফিউলাগ্রস্ত রোগীদিগের—ক্যাল্‌কে-ফস।

ক্যানসার, উপত্বকের—কেলি-সাল্‌ফ।

" জরায়ুর—সাইলিসিয়া।

" জিহ্বার নিম্নস্থ ( রেণুলা )—নেট্রাম-মিয়ুর।

" স্তনের—কেলি-মিয়ুর।

" সিষ্টিক-টিউমার—ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।

## কার্ব্বাঙ্কল

( Carbuncle—কার্ব্বাঙ্কল )

কার্ব্বাঙ্কল, কোন স্থান শক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠিলে—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

" জ্বর ও দপ্‌দপানি—ফেরাম-ফস, কেলি-মিয়ুর।

" বহুমুখ, অত্যন্ত ফুলা, প্রলাপ বকা—কেলি-মিয়ুর, ফেরাম-ফস।

" পুঁজ জন্মিলে—সাইলি।

" ক্ষত আরোগ্য করিতে—সাইলি, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।

## ছানি

( Cataract—ক্যাটারেক্ট )

ছানি—ক্যালকে-ফ্লোর, ক্যাল্‌কে-ফস, কেলি-ফস, কেলি-সাল্‌ফ, কেলি-মিয়ুর, সাইলি।

পায়ের ঘাম হঠাৎ বন্ধ হইয়া—সাইলিসিয়া।

ছানি, প্রথম অবস্থায় শিরঃপীড়া, ডানদিকের চক্ষুর বেদনা, চক্ষুর আড়ষ্টতা প্রভৃতি লক্ষণে—ক্যাল্‌কে-ফস (রোগের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দেয়)।

„ কঠিন হইলে—কেলি-মিউর সহ ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

„ কোমল বা আঘাতজনিত—কেলি-মিউর।

„ যুবকদিগের হঠাৎ পায়ের ঘাম বন্ধ হইয়া জন্মিলে—সাইলি।

## সর্দ্দি

( Catarrh—ক্যাটার )

সর্দ্দি—ফেরাম-ফস নেট্রাম-মিয়ুর, কেলি-মিয়ুর, ক্যাল্‌কে-ফস, কেলি-সাল্‌ফ, সাইলি।

„ নাসাপথ ও গলায়—নেট্রাম-ফস।

„ নাসিকা বন্ধ হইয়া—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, কেলি-মিয়ুর, নেট্রাম-সাল্‌ফ, কেলি-সাল্‌ফ।

„ জ্বর—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-সাল্‌ফ।

„ প্রবণতা—ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস।

„ স্রাব আঠাল—কেলি-সাল্‌ফ।

„ „ অণ্ডলালবৎ—ক্যাল্‌কে-ফস।

„ „ একদিকের—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, ক্যালকে-সাল্‌ফ, কেলি-মিয়ুর, কেলি-সাল্‌ফ, কেলি-ফস।

„ „ শক্ত ডেলার ন্যায়—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

„ „ তারবৎ বা দড়িবৎ—কেলি-সাল্‌ফ।

„ „ দুর্গন্ধ—কেলি-ফস, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, সাইলি।

„ „ পুঁজবৎ—ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, সাইলি।

সর্দ্দি, স্রাব রক্তমাখা—ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।

" " হলুদবর্ণের—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, নেট্রাম-ফস, কেলি-ফস।

" " প্রচুর হড়হড়ে—ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর।

" হাঁচি সহ—ক্যাল্‌কে-ফস, ফেরাম-ফস, সাইলি।

" হাঁচির জন্য বৃথা প্রয়াস—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

## পানি-বসন্ত

( Chicken-Pox—চিকেন-পক্স )

পানি-বসন্ত—কেলি-ফস, ফেরাম-ফস, কেলি-মিয়ুর, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, কেলি-সাল্‌ফ, সাইলি, নেট্রাম-ফস।

" গুটিকা বসিয়া গেলে—কেলি-সাল্‌ফ।

" জ্বর ও প্রলাপাদিতে—ফেরাম-ফস।

" লালাস্রাবে—নেট্রাম-মিয়ুর।

" জলবৎ স্রাবে—নেট্রাম-মিয়ুর, নেট্রাম-সাল্‌ফ।

## শিশু-ওলাউঠা

( Cholera Infantum—কলেরা-ইন্‌ফেণ্টাম )

শিশু-ওলাউঠা—ক্যাল্‌কে-ফস, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-ফস, ম্যাগ্নেসিয়া-ফস, কেলি-ফস।

" দাঁত উঠিবার সময় অসাড়ে বাহ্যে—ক্যাল্‌কে-ফস।

" প্রধান ঔষধ—ক্যাল্‌কে-ফস।

" জ্বর লক্ষণ সহ প্রলাপ বকা, পুনঃ পুনঃ জলের ন্যায় ও রক্ত-মিশ্রিত বাহ্যে—ফেরাম-ফস।

শিশু-ওলাউঠা, ক্রিমি উপসর্গ সহ—নেট্রাম-ফস।

„ খিলধরা ও আক্ষেপ, তৎসহ পাতলা বাহ্যে-বমি—ম্যাগ-ফস।

„ প্রস্রাব বন্ধ, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, নাড়ী ক্ষীণ—কেলি-ফস।

## কলেরা বা ওলাউঠা

( Cholera—কলেরা )

কলেরা—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, ম্যাগ-ফস; কেলি-সাল্‌ফ, ক্যাল্‌কে-ফস, নেট্রাম-ফস, কেলি-সাল্‌ফ, নেট্রাম-সাল্‌ফ।

„ হঠাৎ আক্রমণ, পুনঃ পুনঃ প্রচুর ভেদ-বমন—ফেরাম-ফস্।

„ ভেদ-বমন সহ অত্যন্ত অবসন্নতা ও সর্ব্বাঙ্গ শীতলতায়—কেলি-ফস।

„ অত্যন্ত আক্ষেপ ও খিলধরায়—ম্যাগ-ফস।

„ অত্যন্ত জল-পিপাসায়—কেলি-সাল্‌ফ।

„ সহ ক্রিমির লক্ষণে—নেট্রাম-ফস্।

„ পেটফাঁপা—কেলি-সাল্‌ফ।

„ পেটে জ্বালা—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

„ তৎসহ জ্বরে—ফেরাম-ফস সহ কেলি-সাল্‌ফ।

„ প্রস্রাব বন্ধে—ফেরাম-ফস, বিফলে কেলি-ফস ও সাইলি।

„ মল অতিশয় টকগন্ধযুক্ত—নেট্রাম-ফস।

„ „ „ খারাপ গন্ধযুক্ত—সাইলি।

„ „ অত্যধিক—ক্যাল্‌কে-ফস্।

„ „ অভুক্ত দ্রব্য সহ—ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস্।

„ „ অল্প পরিমাণে—নেট্রাম-ফস্।

„ „ গরম ও ছিট্‌কাইয়া পড়ে—ক্যাল্‌কে-ফস্।

„ চাউলধোয়া জলের ন্যায়—কেলি-ফস্।

কলেরা, মল জলের স্থায় বর্ণ বিশিষ্ট—ফেরাম-ফস্, নেট্রাম-মিয়ুর, নেট্রাম-সাল্ফ, ম্যাগ-ফস, কেলি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-ফস, কেলি-ফস।

" " জেলির ন্যায়—নেট্রাম-ফস্।

" " পচা দুর্গন্ধযুক্ত—কেলি-ফস্।

" " পুনঃ পুনঃ—নেট্রাম-ফস্।

" " অত্যধিক মাত্রায়—ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-ফস্।

" " বেগধারণে অক্ষমতা—নেট্রাম-ফস্।

## তাণ্ডব রোগ

( Chorea—কোরিয়া

তাণ্ডব রোগ—ম্যাগ-ফস, ক্যাল্কে-ফস, নেট্রাম-মি, নেট্রাম-ফস, সাইলি।

তাণ্ডব রোগের প্রধান ঔষধ—ম্যাগ-ফস।

ক্রিমিজনিত রোগের জন্য—নেট্রাম-ফস।

হঠাৎ তাণ্ডব রোগের আবির্ভাবে—ফেরাম-ফস।

## শূলবেদনা

( Colic —কলিক )

শূলবেদনা—ম্যাগ-ফস, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-ফস, ক্যাল্কে-ফস, সাইলি।

" আক্ষেপিক—ম্যাগ্-ফস্।

" পেট বড় হওয়া সহ—নেট্রাম-ফস, ' ম্যাগ-ফস, কেলি-সাল্ফ, নেট্রাম-সাল্ফ।

" কুক্ষি প্রদেশে—কেলি-ফস।

" ক্রিমিজনিত—নেট্রাম-ফস, সাইলি।

" থাকিয়া থাকিয়া—ম্যাগ-ফস্।

শূলবেদনা, নাভির নিকট হইতে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে—
ম্যাগ-ফস।

" সবিরাম—ম্যাগ-ফস।

" উপশম, গরম প্রয়োগে—ম্যাগ-ফস।

" " ঘষিয়া দিলে—ম্যাগ-ফস্।

" " সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে—ম্যাগ-ফস।

" প্রত্যেকবার খাইবার সময়—ক্যাল্কে-ফস্।

" কোমরে কাপড় কষিয়া পরিতে পারে না—নেট্রাম-সাল্ফ।

" চাপনে বৃদ্ধি—ফেরাম-ফস।

" ক্রিমির জন্য—নেট্রাম-ফস।

" ঠাণ্ডা লাগার জন্য—ফেরাম-ফস।

" ভয় বা উত্তেজনার জন্য—কেলি-ফস।

" কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য—কেলি-মিয়ুর।

" পেট ডাকা সহ—কেলি-মিয়ুর।

" সহ উদরাধ্মান—ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-সাল্ফ।

## কোষ্ঠকাঠিন্য

( Constipation—কনষ্টিপেশন্ )

কোষ্ঠকাঠিন্য—কেলি-মিয়ুর, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর, ক্যাল্কে-ফ্লোর,
সাইলি।

" অন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তার জন্য—নেট্রাম-মিয়ুর, কেলি-সাল্ফ।

" দীর্ঘকালের—নেট্রাম-মিয়ুর, কেলি-সাল্ফ।

" অর্শের জন্য—নেট্রাম-মিয়ুর।

" জলীয় দ্রব্যের অভাব জন্য—নেট্রাম-মিয়ুর।

" সাংঘাতিক—কেলি-সাল্ফ, নেট্রাম-মিয়ুর।

কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাময়, পর্য্যায়ক্রমে—নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-ফস্।
" জন্য মলদ্বার ছিঁড়িয়া যাওয়া—ক্যাল্কে-ফ্লোর।
" মল নিঃসরণে অক্ষমতা—ক্যাল্কে-ফ্লোর।
" তৎসহ মেরুদণ্ডের রোগ—সাইলি।
" বৃদ্ধদিগের মল অত্যন্ত শক্ত—ক্যাল্কে-ফস্।
" শিশুদিগের—ম্যাগ-ফস।
" সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা জন্য—নেট্রাম-মিউর।
" তৎসহ ঘুষঘুষে জ্বর—ক্যাল্কে-সাল্ফ।

## আক্ষেপ

( Convulsion, Spasms—কন্‌ভাল্‌সান, স্পেজম্ )

আক্ষেপ—ম্যাগ-ফস, ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-ফস্, কেলি-মিউর, নেট্রাম-ফস্।
" ক্রিমির জন্য—নেট্রাম-ফস।
" স্বরযন্ত্রের—ক্যাল্কে-ফস, ম্যাগ-ফস।
" ধনুষ্টঙ্কারের—ম্যাগ-ফস, ক্যাল্কে-ফস, নেট্রাম-মিউর।
" মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় হেতু—ফেরাম-ফস, ম্যাগ-ফস।
" লিখিবার সময় বা বাজাইবার সময়—ম্যাগ-ফস, ক্যাল্কে-ফস।
" শরীর বর্দ্ধন সময়—ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-ফস।
" শিশুদের দাঁত উঠিবার সময়—ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-ফস।
" তৎসহ দীর্ঘশ্বাস ও ফোঁপাইয়া কাঁদা—ম্যাগ-ফস।
" সামান্য উত্তেজনায় উৎপত্তি—সাইলি।

## কাসি

( Cough—কফ )

কাসি—ফেরাম-ফস, ম্যাগ-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্‌ফ, সাইলি।

„ আক্ষেপিক—ম্যাগ-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, ফেরাম-ফস।

„ উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট—কেলি-মিউর।

„ কঠিন ঠন্‌ঠনে—ফেরাম-ফস, কেলি-সাল্‌ফ।

„ গলায় সুড় সুড়িযুক্ত—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

„ কর্কশ—কেলি-মিউর।

„ কুকুরের ডাকবৎ—কেলি-মিউর।

„ গলা খাঁকারিযুক্ত—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

„ থক্‌থকে—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

„ ঠন্‌ঠনে ও শুষ্ক—ফেরাম-ফস, কেলি-সাল্‌ফ।

„ তরল ও গলায় ঘড়ঘড়ে শব্দযুক্ত—কেলি-সাল্‌ফ, সাইলি, নেট্রাম-মিউর।

„ তরুণ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর।

„ ঠিক ঘড়িধরা সময়ে—নেট্রাম-মিউর।

„ পুরাতন যক্ষ্মারোগীদের—ক্যাল্‌কে-ফস, সাইলি।

„ বৃদ্ধি, প্রাতে—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

„ বেদনাদায়ক—ফেরাম-ফস্।

„ মধ্যে মধ্যে—নেট্রাম-মিউর।

„ মাথাধরাসহ—নেট্রাম-মিউর।

„ শুইয়া থাকিলে—ম্যাগ-ফস, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, সাইলি।

কাসি, শুষ্ক—ফেরাম-ফস, ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-মিউর।

„ স্বরভঙ্গযুক্ত—কেলি-সাল্‌ফ।

„ হুপিং বা হুপশব্দকারী—ফেরাম-ফস, ম্যাগ-ফস, কেলি-সাল্‌ফ, কেলি-ফস্।

## ঘুংড়ি-কাসি

( Croup—ক্রুপ )

ঘুংড়ি-কাসি—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-ফস, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, নেট্রাম-মিউর।

„ তৎসহ কথা বলিবার সময় ক্লান্তি অনুভব—কেলি-সাল্‌ফ।

„ খুস্‌খুসে—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

„ তৎসহ ফ্যারিংস্-এ দুর্ব্বলতা অনুভব—কেলি-সাল্‌ফ।

„ অনবরত গলা খেকারি—ক্যাল্‌কে-ফস্।

„ তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্‌ফ, ক্যাল্‌কে-ফস, কেলি-ফস।

„ গলায় সুড়্‌সুড়ি—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

„ শ্বাসনলীতে সুড়্‌সুড়ি—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, সাইলি।

„ তৎসহ দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্‌ফ।

## যক্ষ্মাকাস

( Consumption—কন্‌জাম্পসন্ )

যক্ষ্মাকাস—ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, কেলি-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্‌ফ, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ফ।

যক্ষ্মাকাস, রক্তমিশ্রিত কাসি, কথনও বা তৎসহ জ্বর—ফেরাম-ফস।

" অণ্ডলালার ন্যায় কাসি, তৎসহ দুর্ব্বলতা, শীর্ণতা, ঘর্ম্ম ও অজীর্ণ —ক্যাল্‌কে-ফস।

" দুই-তিনমাস অন্তর রক্তমিশ্রিত কাসি—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

" দুর্গন্ধ গয়ার, নৈশ-ঘর্ম্ম ও অবসাদ—কেলি-ফস।

" ঘন সাদা গয়ার, শ্বেত-লেপাচ্ছাদিত জিহ্বা—কেলি-মিউর।

" হলুদবর্ণের পাতলা কাসি—কেলি-সাল্‌ফ।

" ঘড়ঘড়িযুক্ত কাসি ও দুর্ব্বলতা—নেট্রাম-মিউর।

" হাতে ও পায়ে অত্যন্ত জ্বালা—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

" দুর্গন্ধযুক্ত গয়ার এবং নৈশঘর্ম্ম—সাইলি।

ক্ষয়রোগীর গয়ার অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত—সাইলি।

" " অল্প রক্ত সংযুক্ত—ফেরাম-ফস।

" " আঠাল—কেলি-সাল্‌ফ।

" " অতিকষ্টে বাহির করিতে হয়—নেট্রাম-মিউর।

" " গাঢ়—নেট্রাম-সাল্‌ফ, সাইলি, কেলি-মিউর, কেলি-ফস।

" " জলের ন্যায় তরল—নেট্রাম-মিউর, সাইলি, কেলি-সাল্‌ফ।

" " ডেলা ডেলা—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

" " দড়ির ন্যায়—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

" " দুধের ন্যায়—কেলি-মিউর।

" " পুঁজের ন্যায়—নেট্রাম-সালফ, ক্যালকে-সালফ, সাইলি।

" নৈশঘর্ম্ম, অত্যন্ত কাসিযুক্ত—সাইলি, ক্যালকে-ফস।

## প্রলাপ

( Delirium—ডেলিরিয়াম )

প্রলাপ—কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, ফেরাম-ফস।

## দন্তোদ্গম

( Dentition—ডেণ্টিশন )

দন্তোদ্গম—ক্যাল্‌কে-ফস, ম্যাগ-ফস, ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ক্লোর, সাইলি, নেট্রাম-মিউর।

দন্তোদ্গমে কষ্ট—সাইলি।

বিলম্ব—সাইলি।

দন্তোদ্গমকালীন নানাবিধ পীড়া—ক্যাল্‌কে-ফস্।

## বহুমূত্র

( Diabetes Mellitus—ডায়েবিটিস্ মিলিটাস )

বহুমূত্র—নেট্রাম-সাল্‌ফ, কেলি-ফস, ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-মিউর।

বহুমূত্র রোগীর অত্যধিক মূত্র—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-সাল্‌ফ।

" অনৈচ্ছিক মূত্র—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর।

" অনবরত মূত্র—নেট্রাম-মিউর, কেলি-ফস।

" অণ্ডলালিক মূত্র—কেলি-সাল্‌ফ, কেলি-মিউর, কেলি-ফস।

" ইউরিক-এসিডের আধিক্য—কেলি-মিউর, সাইলি।

" ইষ্টকচূর্ণের ন্যায় তলানিযুক্ত—নেট্রাম-সাল্‌ফ, সাইলি।

" চিনিসংযুক্ত মূত্র—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

" বালুকণার ন্যায় তলানিবিশিষ্ট—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

" বেগ ধারণে অসামর্থ্য—ক্যাল্‌কে-ফস, ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-মিউর।

## উদরাময়

( Diarrhœa—ডায়োরিয়া )

উদরাময়—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, ক্যাল্কে-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-ফস, কেলি-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর, ক্যাল্কে-সাল্ফ, ম্যাগ-ফস, সাইলি।

" অতিরিক্ত অম্ল সঞ্চিত হইবার জন্য—নেট্রাম-ফস।

" অতিরিক্ত অবসাদ জন্য—কেলি-ফস, ক্যাল্কে-ফস্।

" অজীর্ণ মলযুক্ত—ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-ফস্।

" বর্ষাকালীন—নেট্রাম-সাল্ফ, ক্যাল্কে-সাল্ফ।

" ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়—ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-সাল্ফ।

" চাউলধোয়া জলের ন্যায়—কেলি-ফস্।

" জলের ন্যায় বর্ণহীন—নেট্রাম-মিউর, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, ক্যাল্কে-সাল্ফ, ম্যাগ-ফস, কেলি-ফস্।

" টিকা লইবার পর—সাইলি, কেলি-মিউর।

" ফল ভক্ষণের পর—ক্যাল্কে-ফস্।

" শিশুদিগের—ক্যাল্কে-ফস, নেট্রাম-ফস, সাইলি।

" " সাদা সাদা মল—নেট্রাম-ফস, কেলি-মিউর।

" " সবুজবর্ণের—নেট্রাম-ফস, ক্যাল্কে-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ।

" খারাপ গন্ধযুক্ত—সাইলি।

## ঝিল্লীক-প্রদাহ

( Diphtheria—ডিফ্থিরিয়া )

ঝিল্লীক-প্রদাহ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-ফস, ক্যাল্কে-ফ্লোর, ক্যাল্কে-ফস, নেট্রাম-ফস।

ঝিল্লীক-প্রদাহ, কোমল তালু বা উপজিহ্বার—ক্যাল্‌কে-ফস।

„ কৃত্রিম—নেট্রাম-ফস।

„ জলবৎ উদরাময়সহ—নেট্রাম-মিয়ুর।

„ নিদ্রালুতা সহ—নেট্রাম-মিয়ুর।

„ প্রথম অবস্থায়—ফেরাম-ফস, কেলি-মিয়ুর।

„ ঢোক গিলিতে বেদনা—ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস, কেলি-মিয়ুর।

„ অনবরত ঢোক গিলিবার ইচ্ছা—কেলি-ফস, ম্যাগ-ফস।

„ রোগীর তালুতে হলুদবর্ণের লেপ—নেট্রাম-ফস।

„ থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি—সাইলি, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, নেট্রাম-মিয়ুর।

„ শিশুর নাকীস্বরে কথা বলায়—কেলি-ফস।

„ রোগীর পক্ষাঘাতে—নেট্রাম-মিয়ুর, কেলি-ফস।

ডিপ্‌থিরিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ—**কেলি-মিয়ুর**।

## শোথ

( Dropsy—ড্রপসি )

শোথ—নেট্রাম-সাল্‌ফ, কেলি-মিয়ুর, ফেরাম-ফস, ম্যাগ-ফস, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, কেলি-সাল্‌ফ।

শোথ, সাধারণ—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

„ হৃদ্‌রোগ, যকৃতের দোষ, কিড্‌নির রোগ হইতে—নেট্রাম-মি।

„ রোগে—নেট্রাম-সাল্‌ফের সহিত পর্য্যায়ক্রমে নেট্রাম-মিয়ুর ব্যবহার্য।

„ রক্তহীনতা, অত্যন্ত রক্তস্রাব এবং পরিপোষণের অভাবের জন্য হইলে—ক্যালকে-সাল্‌ফ, ফেরাম-ফস।

## রক্তামাশয়

( Dysentery—ডিসেণ্ট্রি )

রক্তামাশয়—ম্যাগ-ফস, কেলি-ফস, ফেরাম-ফস, কেলি-মিয়ুর, ক্যালকে-সাল্‌ফ, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নেট্রাম-ফস, সাইলি।

„ পেটে অতিশয় যন্ত্রণাসহ—ম্যাগ-ফস।

„ রোগীর পেটের যন্ত্রণা গরমে উপশম—ম্যাগ-ফস।

„ টাট্‌কা রক্তস্রাব—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস।

„ পিচ্ছিল আমযুক্ত—কেলি-মিয়ুর।

„ পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ—কেলি-মিয়ুর।

„ রোগীর পুঁজের স্থায় মল—ক্যালকে-সাল্‌ফ।

„ প্রথম অবস্থায় জ্বরযুক্ত—ফেরাম-ফস।

„ পেটবেদনা, সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে উপশম—ম্যাগ-ফস।

## বাধক-বেদনা বা ঋতুশূল

( Dysmenorrhœa—ডিস্‌মনোরিয়া )

বাধক-বেদনা—ম্যাগ-ফস, ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, ক্যালকে-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর।

„ অল্প অল্প স্রাবসহ অতিশয় উদরবেদনা—ম্যাগ-ফস, কেলি-ফস, ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস।

„ প্রতিষেধক হিসাবে—ফেরাম-ফস।

„ সহ অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন—ফেরাম-ফস।

„ „ রোগিণীর পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ—ফেরাম-ফস।

„ „ শরীর বরফের স্থায় শীতল—সাইলি।

বাধক-বেদনা, অল্প বয়স্কাদের, যাহাদের হস্তমৈথুনের অভ্যাস আছে —ক্যাল্‌কে-ফস।

জরায়ুতে অত্যধিক বেদনা—ম্যাগ্‌-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর।

## অজীর্ণ

( Dyspepsia—ডিস্‌পেপ্‌সিয়া )

অজীর্ণ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিয়ুর, নেট্রাম-মিয়ুর, নেট্রাম-ফস, ক্যালকে-ফস, কেলি-ফস, ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-সাল্‌ফ।

„ অম্ল লক্ষণ সহ—নেট্রাম-ফস, সাইলি।

„ রোগীর খাবার পর পাকযন্ত্রে বেদনা—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-সালফ।

„ „ জিহ্বায় সাদা বা ধূসরবর্ণের লেপ—কেলি-মিয়ুর।

„ পাকস্থলীতে ভার বোধ—কেলি-সাল্‌ফ।

„ পুরাতন—সাইলি।

„ রোগীর পেটফাঁপা—ম্যাগ্‌ফস, ক্যাল্‌কে-ফস।

„ „ বুক-জ্বালা ও শীত শীত অনুভব—সাইলি।

„ „ মুখ দিয়া জল উঠা—নেট্রাম-মিয়ুর।

„ স্নায়বিক কারণে উৎপন্ন হইলে—কেলি-ফস।

„ চর্ব্বি বা গুরুপাক দ্রব্য খাওয়ার ফলে—কেলি-মিয়ুর।

„ রোগীর অত্যধিক ক্ষুধা—কেলি-ফস, সাইলি, ক্যাল্‌কে-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর।

„ „ খাইবার পরই ক্ষুধা বোধ, অত্যধিক ক্ষুধা—কেলি-ফস।

„ „ ভুক্তদ্রব্য অপরিপাচিত অবস্থায় বমন—ফেরাম-ফস, ক্যালকে-ফস, ক্যালকে-ক্লোর।

# কর্ণ-রোগ

( Diseases of the Ear—ডিজিজেস্-অব-দি-ইয়ার )

কর্ণরোগ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিয়ুর, কেলি-ফস, ম্যাগ-ফস, কেলি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর, ক্যালকে-সাল্ফ, নেট্রাম-ফস, সাইলি।

„ আমবাতের রোগীদের—ক্যালকে-ফস।

„ রক্তহীন ব্যক্তিদিগের—ফেরাম-ফস।

„ জলের ন্যায় পুঁজস্রাব—কেলি-সাল্ফ।

„ রোগীর দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ—কেলি-ফস।

„ „ কান হইতে পুঁজস্রাব—ক্যাল্কে-ফস, কেলি-সাল্ফ. নেট্রাম-মিয়ুর।

„ „ পুঁজ-রক্ত মিশ্রিত স্রাব—ক্যালকে-সাল্ফ, কেলি-ফস।

„ „ প্রচুর রক্তস্রাব ( কর্ণ হইতে )—ফেরাম-ফস।

„ „ শ্লেষ্মামিশ্রিত পুঁজস্রাব—ফেরাম-ফস।

# বধিরতা

( Deafness—ডিফ্‌নেস )

বধিরতা—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, সাইলি।

„ ইউষ্টেশিয়ান-টিউবের স্ফীতি জন্য—কেলি-মিয়ুর, কেলি-সাল্ফ, সাইলি, নেট্রাম-মিয়ুর।

„ উষ্ণগৃহে বৃদ্ধি—কেলি-সাল্ফ।

„ কর্ণমূল-গ্রন্থির বৃদ্ধির জন্য—কেলি-মিয়ুর।

„ কানের ভিতর ফুলিয়া—কেলি-সালফ।

বধিরতা, কানের মধ্যে পুঁজ জমিয়া—ক্যালকে-সাল্‌ফ, ফেরাম-ফস, সাইলি, কেলি-মি, কেলি-ফস।

„ সর্দ্দির জন্য—কেলি-সাল্‌ফ।

„ সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি—কেলি-সাল্‌ফ।

„ স্নায়ুর দুর্ব্বলতা জন্য—কেলি-ফস।

„ বোধশক্তির বিলোপ জনিত—কেলি-ফস।

„ কানের মধ্যে পাতলা লেপাবৃত পদার্থের উৎপত্তি জন্য—নেট্রাম-ফস।

## অন্ত্র-প্রদাহ

( Enteritis—এণ্টারাইটিস্ )

অন্ত্র-প্রদাহ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিয়ুর, ক্যালকে-ফস, ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-ফস।

## মৃগী-রোগ

( Epilepsy—এপিলেপ্সি )

মৃগী রোগ—কেলি-মিয়ুর, ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-সাল্‌ফ, সাইলি।

„ প্রধান ঔষধ—কেলি-মিয়ুর।

„ চর্ম্মরোগাদি বসিয়া যাইবার ফলে—কেলি-মিয়ুর।

„ মস্তকে রক্তের প্রধাবন হেতু—ফেরাম-ফস।

„ আক্ষেপ ও হস্ত-পদাদির খেঁচুনি—কেলি-ফস।

„ অতিরিক্ত হস্তমৈথুনাদির ফলে—ম্যাগ-ফস।

„ ক্রিমির জন্য—নেট্রাম-ফস, কেলি-মিয়ুর।

„ রাত্রিতে ও শুক্লপক্ষে উপস্থিত হইলে—সাইলি।

## নাসিকা হইতে রক্তপাত

( Epistaxis—ইপিষ্টেক্সিস্ )

নাসিকা হইতে রক্তপাত, মাথা সম্মুখে অবনত করিলে—নেট্রাম-মিয়ুর।
" " " উজ্জ্বল আরক্ত—ফেরাম-ফস।
" " " ঋতুকালে—নেট্রাম-সাল্ফ।
" " " কাসিবার সময়—নেট্রাম-মিয়ুর।
" " " শিশুদিগের—ফেরাম-ফস।
" " " সহজেই—কেলি-ফস।
" " " কাসিলেই—নেট্রাম-মিয়ুর।
" " " প্রবণতা—কেলি-ফস।
" " " রক্তহীন ব্যক্তিদিগের—ক্যাল্কে-ফস।

## বিসর্প

( Erysipelas—ইরিসিপেলাস )

বিসর্প—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-মিয়ুর, নেট্রাম-ফস।
" আরক্ত, মসৃণ ও চক্চকে—নেট্রাম-সাল্ফ, ফেরাম-ফস।
" সাংঘাতিক—সাইলি, ফেরাম-ফস।
" ফোস্কার ন্যায়—কেলি-সাল্ফ।
" মধ্যে মধ্যে উপস্থিতি—ক্যালকে-ফ্লোর।
" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ বা ফুস্কুড়ি বিশিষ্ট—কেলি-মিয়ুর।
" জ্বালা ও চুলকানিযুক্ত—কেলি-সালফ, কেলি-ফস।
" নিরক্ত রোগীদিগের—ক্যালকে-ফস।
" গণ্ডমালা দোষযুক্ত রোগীদিগের—ক্যাল্কে-ফস, সাইলি।
" হঠাৎ বসিয়া যাওয়া—কেলি-সাল্ফ।

## সাধারণ জ্বর

( Fever, simple—সিম্পিল-ফিভার )

সাধারণ জ্বর—ফেরাম-ফস, কেলি-মিয়ুর, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর, নেট্রাম-সাল্ফ।

„ অম্ল-বমন সহ—নেট্রাম-ফস।

„ আক্ষেপ সহ—ম্যাগ-ফস।

„ কুইনাইন সেবনের পর—নেট্রাম-মিয়ুর।

„ দৌর্ব্বল্যকর ঘর্ম্ম সহ—কেলি-ফস।

„ ভুক্তদ্রব্য বমন সহ—ফেরাম-ফস।

„ স্নায়বিক—কেলি-ফস।

„ সর্দ্দিযুক্ত—ফেরাম-ফস, কেলি-মিয়ুর, নেট্রাম-সাল্ফ।

## ভগন্দর

( Fistula-in-ano—ফিষ্টুলা-ইন্-এনো )

ভগন্দর—সাইলি, ক্যাল্কে-সাল্ফ, ক্যাল্কে-ফস।

„ অবরুদ্ধ, তৎসহ যন্ত্রণা—ম্যাগ-ফস।

„ গন্ধকের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট—কেলি-সাল্ফ।

„ তৎসহ পেট ফুলা—নেট্রাম-সাল্ফ।

„ „ পেটে কাটিবার ন্যায় বেদনা—নেট্রাম-সাল্ফ।

„ „ হৃদ্পিণ্ডে যন্ত্রণা বোধ—কেলি-ফস।

„ „ দুর্গন্ধযুক্ত মল সশব্দে নিঃসরণ—কেলি-ফস, ক্যাল্কে-ফস।

## পিত্ত-পাথরী

( Gall-stone—গল-ষ্টোন )

পিত্ত-পাথরী বা পিত্তশূল—ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-ফস, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, ক্যাল্কে-ফস, সাইলি।

পিত্ত-পাথরী, অম্লজনিত শূলবেদনা—ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-ফস।

" পিত্তশূল—ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-সাল্‌ফ।

" শূল—ম্যাগ-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস।

" বা পিত্তশূলের প্রতিষেধক হিসাবে—কেলি-ফস উত্তম কার্য্য করে।

" গ্রন্থিবাত ধাতুবিশিষ্ট লোকের—কেলি-সাল্‌ফ।

## অসাড়ে মূত্রস্রাব

( Enuresis—এনিউরেসিস্ )

অসাড়ে মূত্র—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর।

" বেগ ধারণে অসামর্থ্য—ক্যাল্‌কে-ফস।

" মূত্রাশয়গ্রীবা-পেশীর দুর্ব্বলতা জন্য—ফেরাম-ফস।

" " " পক্ষাঘাত জন্য—কেলি-ফস।

" শিশুদের অম্ল লক্ষণ সহ—নেট্রাম-ফস।

" স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জন্য—কেলি-ফস।

" হাঁসিবার বা কাসিবার সময়—নেট্রাম-মিয়ুর।

## চর্ম্মরোগ

( Diseases of the Skin—ডিজিজেস্-অভ্-দি-স্কিন )

চর্ম্মরোগ—নেট্রাম-সাল্‌ফ, নেট্রাম-মিয়ুর, কেলি-সাল্‌ফ, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, ক্যাল্‌কে-ফস, কেলি-ফস, সাইলি, ফেরাম-ফস।

" ঠাণ্ডা তরল পদার্থস্রাবী—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

" জলের ন্যায় পদার্থস্রাবী—নেট্রাম-মিয়ুর।

" পুরাতন—নেট্রাম-মিয়ুর।

" ফাঁটা ফাঁটা—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

চর্ম্মরোগ, গায়ের ছাল উঠিয়া যাওয়া—ক্যাল্‌কে-ফস, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-সালফ, কেলি-সালফ, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর, কেলি-মিয়ুর।

" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ফোস্কা—নেট্রাম-মিয়ুর।

" ফোস্কা বিশিষ্ট—কেলি-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর।

## গ্রন্থির পীড়াচয়

( Glandular affections—গ্ল্যাণ্ডুলার-এফেক্‌সন্‌স্ )

গ্রন্থির পীড়া—কেলি-মিয়ুর, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, নেট্রাম-মিয়ুর, ক্যাল্‌কে-ফস, সাইলি, নেট্রাম-ফস।

" গণ্ডমালা জনিত গ্রন্থি বৃদ্ধি—কেলি-মিয়ুর। ( কেলি-মিয়ুর গ্রন্থিস্ফীতির শ্রেষ্ঠ ঔষধ )।

" গ্রন্থিগুলি যখন পাথরের ন্যায় শক্ত হয়—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

" স্তনের গ্রন্থিস্ফীতি, উহা পাথরের ন্যায় শক্ত হয়—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

" অত্যন্ত লালাস্রাবযুক্ত—নেট্রাম-মিয়ুর।

" পুরাতন—ক্যাল্‌কে-ফস।

" স্ফীত গ্রন্থি পাকিবার সম্ভাবনায়—সাইলি।

" " পাকিয়া পুঁজ হইলে—ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।

" ক্রিমি ও অম্লসংযুক্ত—নেট্রাম-ফস।

## গলগণ্ড

( Goitre—গয়টার )

গলগণ্ড—ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, নেট্রাম-মিয়ুর, নেট্রাম-ফস।

## প্রমেহ

( Gonorrhœa—গণোরিয়া )

প্রমেহ—নেট্রাম-সাল্‌ফ, ক্যাল্‌কে-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর, কেলি-মিয়ুর, কেলি-ফস, সাইলি, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-ফস।

" স্রাব অবরুদ্ধ—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

" চুলকানিযুক্ত—ক্যাল্‌কে-ফস।

" জলের ন্যায় স্রাব বিশিষ্ট—নেট্রাম-মিয়ুর।

" নাইট্রেট-অভ্‌-সিলভার দিয়া পিচকারি দেওয়ার পর—নেট্রাম-মিয়ুর।

" পুরাতন—নেট্রাম-মিয়ুর, নেট্রাম-সাল্‌ফ; কেলি-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস, সাইলি।

" পুঁজের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত স্রাবে—ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।

" প্রাদাহিক অবস্থায়—ফেরাম-ফস।

" রোগের প্রধান ঔষধ—কেলি-মিয়ুর।

" রোগের প্রারম্ভে—নেট্রাম-ফস।

" রোগীর আঠা আঠা স্রাবে—কেলি-সাল্‌ফ, নেট্রাম-মিয়ুর।

" " রক্তস্রাব থাকিলে—কেলি-ফস, ফেরাম-ফস।

" " সাদা সরের ন্যায় স্রাব—নেট্রাম-ফস, কেলি-মিয়ুর।

" " হলুদবর্ণের স্রাব—ক্যাল্‌কে-ফস।

## গ্রন্থিবাত

( Gout—গাউট )

গ্রন্থিবাত, রাত্রিতে বৃদ্ধি—ক্যাল্‌কে-ফস।

" গ্রন্থির স্ফীতি সহ—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

" তরুণ—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস।

গ্রন্থিবাত, মধ্যে মধ্যে উৎপত্তি—নেট্রাম-মিউর।

„ রোগীর পায়ের তলায় দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম—সাইলি।

„ ঘাড়ে আড়ষ্টবৎ বেদনা—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

## শিরঃপীড়া

( Headache—হেড্‌এক্‌ )

শিরঃপীড়া—কেলি-ফস, নেট্রাম-ফস, ফেরাম-ফস, সাইলি, ক্যালকে-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-মিউর, ম্যাগ-ফস।

„ অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইবার ফলে—সাইলি, নেট্রাম-মিউর।

„ „ ঋতুস্রাব জনিত—ফেরাম-ফস।

„ অনিদ্রা জনিত—কেলি-ফস।

„ আধ-কপালে—নেট্রাম-মিউর, সাইলি।

„ অশ্রুস্রাবী—ম্যাগ-ফস।

„ অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক—নেট্রাম-মিউর।

„ হঠাৎ তীব্রভাবে—ম্যাগ-ফস্‌।

„ আমবাতিক—ক্যালকে-ফস, কেলি-সাল্‌ফ, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-সালফ, ম্যাগ-ফস, সাইলি।

„ খাইবার সময়—কেলি-ফস।

„ ঋতুকালে—নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সালফ।

„ ছাত্রদিগের—কেলি-ফস, ম্যাগ-ফস।

„ জন্য চিন্তা করিতে অক্ষম—কেলি-ফস।

„ ডানদিকের—ফেরাম-ফস।

„ দাঁত উঠিবার সময়—ক্যালকে-ফস।

„ পুরাতন—ক্যালকে-ফস, নেট্রাম-মিউর, সাইলি।

শিরঃপীড়া জনিত দৃষ্টিশক্তির হ্রাস—ফেরাম-ফস।
„ প্রাতঃকালে—নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নেট্রাম-ফস।
„ „ আরম্ভ, মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত স্থায়ী—নেট্রাম-মিউর।
„ সকালে ঘুম হইতে উঠামাত্র—নেট্রাম-ফস।
„ ভ্রমণের পর—নেট্রাম-মিউর।
„ শিশুদিগের—ক্যালকে-ফস, ফেরাম-ফস।
„ গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত রোগীদের—সাইলি, ক্যাল্‌কে-ফস।

## হৃদ্‌রোগ সমূহ

( Heart, affections of—হার্ট, এফেক্‌সান্‌স-অভ্‌ )

হৃদ্‌রোগ, হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন—নেট্রাম-মিউর।
„ „ ক্রিয়ার সবিরামতা—কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর।
„ „ দপ্‌দপানি ও অস্থিরতা সহ—ক্যাল্‌কে-ফস, নেট্রাম-মিউর।
„ „ দপ্‌দপানি, অতিরিক্ত রক্তসঞ্চয় হেতু—কেলি-মিউর।
„ „ „ সহ অনিদ্রা—কেলি-ফস।
„ পুরাতন—সাইলি।
„ হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি—(dilatation)—ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস।
„ „ প্রদাহ—ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।
„ তৎসহ হাত-পায়ের অবসন্নতা—নেট্রাম-মিউর।

## রক্তস্রাব

( Hæmorrhage—হেমারেজ )

রক্তস্রাব অত্যধিক—কেলি-মিউর, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-সাল্‌ফ, কেলি-ফস।

রক্তস্রাব, অতিশয় দুর্ব্বলকারী—কেলি-ফস, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।
„ „ উগ্র গন্ধবিশিষ্ট—কেলি-ফস।
„ „ দুর্গন্ধযুক্ত—কেলি-ফস।
„ অধিকদিন স্থায়ী—কেলি-মিউর, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।
„ অনিয়মিত—কেলি-ফস্।
„ দীর্ঘকাল স্থায়ী—কেলি-মিউর, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।
„ তৎসহ দুর্গন্ধ পায়ের ঘাম—সাইলি।
„ প্রায় তিন সপ্তাহ পর পর—কেরাম-ফস্।
„ কোষ্ঠকাঠিন্যসহ—সাইলি, নেট্রাম-মিউর।

## অর্শ

( Hæmorrhoids—হেমরয়েডস্ )

অর্শ—সাইলি, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্‌ফ, নেট্রাম-সাল্‌ফ, ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, ক্যাল্‌কে-ফস্।
„ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত—সাইলি, কেলি-ফস।
„ অতিশয় কুটকুটানি ও হুলফোটানবৎ বেদনা—নেট্রাম-মিউর।
„ স্রাবহীন—কেলি-সাল্‌ফ, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।
„ দপ্‌দপানি বেদনাযুক্ত—নেট্রাম-মিউর।
„ প্রাদাহিক—ফেরাম-ফস্।
„ রক্তস্রাবযুক্ত—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।
„ বাহ্যবলি সংযুক্ত—কেলি-সাল্‌ফ।
„ বিদ্যুতের মত চিড়িক্‌মারাবৎ বেদনা—ম্যাগ-ফস।
„ হুলবিদ্ধবৎ বেদনা—নেট্রাম-মিউর।

## হিক্কা

( Hiccough—হিক্কফ্ )

হিক্কার শ্রেষ্ঠ ঔষধ—ম্যাগ-ফস।

কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত হিক্কায়—নেট্রাম-মিউর উপযোগী।

## আমবাত

( Hives—হিভ্‌স্ )

আমবাত—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-মিউর।

## একশিরা

( Hydrocele—হাইড্রোসিল্ )

একশিরা, অণ্ডপ্রদাহ—ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস, কেলি-মিউর।

" প্রমেহস্রাব অবরুদ্ধ হইবার ফলে—কেলি-মিউর, কেলি-সাল্‌ফ।

" অণ্ডকোষের কাঠিন্য লক্ষণে—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

" অণ্ডে অবিরাম বেদনায়—নেট্রাম-মিউর।

" অণ্ডের স্ফীতি—ক্যাল্‌কে-ফস, নেট্রাম-মিউর।

## হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছাবায়ু

( Hysteria—হিষ্টিরিয়া )

হিষ্টিরিয়া—কেলি-ফস, সাইলি, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্‌ফ।

" অত্যধিক—সাইলি।

" দুর্ব্বলতাসহ—নেট্রাম-মিউর।

" মানসিক বিকৃতিভাবের ফলে—কেলি-ফস।

## ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা

( Influenza—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা )

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—ফেরাম-ফস কেলি-মিয়ুর, নেট্রাম-সাল্‌ফ, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর।

## অনিদ্রা

( Insomnia—ইন্‌সোম্‌নিয়া )

অনিদ্রার জন্য—কেলি-ফস ও ফেরাম-ফস।

## সবিরাম জ্বর

( Intermittent fever—ইন্‌টারমিটেণ্ট-ফিভার )

সবিরাম-জ্বর—ম্যাগ-ফস, কেলি-মিউর, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-ফস, কেলি-সাল্‌ফ, নেট্রাম-সাল্‌ফ, ক্যাল্‌কে-ফস্।

„ অম্ল-বমনযুক্ত—নেট্রাম-ফস।

„ দৌর্ব্বল্যযুক্ত ঘর্ম্ম সহ—কেলি-ফস।

„ কুইনাইন্ অপব্যবহারের পর—নেট্রাম-মিউর।

„ আক্ষেপযুক্ত—ম্যাগ-ফস।

„ পুরাতন—ক্যাল্‌কে-ফস।

„ তৎসহ ভুক্তদ্রব্য বমন—ফেরাম-ফস।

## পাণ্ডু বা ন্যাবা

( Jaundice—জণ্ডিস )

পাণ্ডু—কেলি-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নেট্রাম-মিউর, কেলি-ফস, নেট্রাম-ফস, কেলি-সাল্‌ফ।

„ ঠাণ্ডা লাগিয়া—কেলি-মিউর।

„ হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর।

পাণ্ডু, তৎসহ উদরাময়—নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ।

" ক্রোধের ফলে—নেট্রাম-সাল্ফ।

" মুখে তিক্তাস্বাদ এবং তৎসহ কোষ্ঠকাঠিন্য—কেলি-মিউর।

" নিদ্রালুতা সহ—নেট্রাম-মিউর।

## শ্বেত-প্রদর

( Leucorrhœa—লিউকোরিয়া )

শ্বেত-প্রদর—কেলি-মিউর, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, ক্যাল্কে-ফস, কেলি-সাল্ফ, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ।

" অম্লগন্ধযুক্ত—নেট্রাম-ফস।

" অণ্ডলালবৎ—ক্যাল্কে-ফস্।

" তৎসহ অত্যন্ত চুলকানি—সাইলি, কেলি-সাল্ফ।

" জ্বালাযুক্ত স্রাব—নেট্রাম-মিউর।

" অত্যন্ত স্রাব—সাইলি।

" মধুর ন্যায়—নেট্রাম-ফস।

" বিদাহী স্রাবযুক্ত—সাইলি, কেলি-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ।

" সাদা সাদা—কেলি-সাল্ফ।

" জলের ন্যায়—নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-ফস, কেলি-সাল্ফ।

" স্রাব ঘন—কেলি-মিউর।

## যকৃতের পীড়াচয়

( Liver, affections of—লিভার, এফেক্‌সানস্-অভ্ )

( পাণ্ডুরোগ দ্রষ্টব্য )

যকৃতের পীড়ায়—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, কেলি-ফস, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-সাল্ফ।

## গর্ভাবস্থা ও প্রসববেদনা

( Pregnancy & Labour—প্রেগ্‌নেন্সি এণ্ড লেবার )

প্রসববেদনা, অতিরিক্ত কোঁথ দেওয়া—ম্যাগ-ফস্।
„ কম—কেলি-ফস্।
„ থামিয়া থামিয়া—কেলি-ফস।
„ আক্ষেপিক—ম্যাগ-ফস্।
„ দুর্ব্বলতার জন্য বিলম্ব—কেলি-ফস।
„ কৃত্রিম—কেলি-ফস।

গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বিবমিষা ও বমন :
„ „ অজীর্ণ দ্রব্য বমন—ফেরাম-ফস।
„ „ অম্ল-বমন—নেট্রাম-ফস্।
„ „ ফেনিল জলবৎ পদার্থ বমন—নেট্রাম-মিউর।
„ „ পৈত্তিক জলবৎ বমন—নেট্রাম-সাল্‌ফ।
„ „ ভুক্তদ্রব্য বমন—ফেরাম-ফস।
„ চুলউঠা—নেট্রাম-মিউর।
„ শরীরের ক্ষয়—ক্যাল্‌কে-ফস্।
„ সর্ব্বশরীরের দুর্ব্বলতায়—ক্যাল্‌কে-ফস, কেলি-ফস্।
„ গর্ভপাতের আশঙ্কায়—কেলি-ফস, ম্যাগ-ফস্।
„ দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের গর্ভপাতের আশঙ্কায়—কেলি-ফস্।

প্রসবের পর জ্বর—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, কেলি-মিউর।
„ „ সূতিকা—কেলি-মিউর, কেলি-ফস্।
„ „ স্তনে জ্বালা—ক্যাল্‌কে-ফস্।
„ „ দীর্ঘকাল সন্তানকে স্তন্যদানের ফলে দুর্ব্বলতায়—ক্যাল্‌কে-ফস্।

প্রসবের পর আক্ষেপ—ম্যাগ-ফস্।
„ „ উন্মাদ—কেলি-ফস্।

## কটিবাত

( Lumbago—লাম্বেগো )

( কটিবাত দ্রষ্টব্য )

## হাম

( Measles—মিজেল্স্ )

হাম—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর।
„ জ্বরসহ প্রারম্ভাবস্থায়—ফেরাম-ফস্।
„ দ্বিতীয় অবস্থায় স্বরভঙ্গসহ কাসি, জিহ্বায় সাদা লেপ—কেলি-মিয়ুর।
„ জনিত কুফল নিবারণে—কেলি-মিউর।
„ বসিয়া গিয়া নানাবিধ উপসর্গে—কেলি-সাল্ফ।
„ হইয়া সর্দ্দিস্রাব, অশ্রু অথবা যে কোন জলবৎ স্রাব হইলে—নেট্রাম-মিয়ুর।

## মস্তিষ্ক-আবরক ঝিল্লী-প্রদাহ

( Meningitis—মেনিঞ্জাইটিস্ )

মেনিঞ্জাইটিস রোগে—নেট্রাম-সাল্ফ, ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, ম্যাগ-ফস, ক্যাল্কে-ফস ( নেট্রাম-সাল্ফই এই রোগের প্রধান ঔষধ )।

শিশুদের মস্তিষ্ক-বিকারের প্রধান ও প্রথম ঔষধ—ক্যাল্কে-ফস্।

## অতিরজঃ

( Menorrhagia—মেনোরেজিয়া )

অতিরজঃ—কেলি-ফস, নেট্রাম-সাল্‌ফ, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, কেলি-মিউর।

অতিরজঃ, প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা সহ—ক্যাল্‌কে-ফস্।

" প্রাতঃকালীন উদরাময় সহ—নেট্রাম-সাল্‌ফ।

" বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গের প্রদাহ সহ—ম্যাগ-ফস্।

" বিসন্নতা সহ—নেট্রাম-মিউর, কেলি-ফস্।

" মনের বিষণ্ণতা সহ—নেট্রাম-মিউর।

" মাথাধরা সহ—কেলি-সাল্‌ফ, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর।

## আর্ত্তব-ব্যাধি

( Menses, disorders of—মেনসেস, ডিস্অর্ডারস্-অভ্ )

আর্ত্তব-ব্যাধি—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-মিউর, ম্যাগ-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর, কেলি-সাল্‌ফ, নেট্রাম-ফস, সাইলি।

" কষ্টকর, আরক্তিম মুখমণ্ডল, ভুক্তদ্রব্য বমন—ফেরাম-ফস্।

" অনিয়মিত, দুর্ব্বল, কোপন স্বভাব, ক্রন্দনশীল, অভিমানী মানসিক অবসাদগ্রস্ত স্ত্রীলোকের—কেলি-ফস।

" ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃরোধ বা অত্যন্ত বিলম্বে রজঃ প্রকাশ—কেলি-মিউর।

" পাতলা জলবৎ স্রাব, তৎসহ বিষাদ ও মাথাধরা—নেট্রাম-মিউর।

আর্ত্তব-ব্যাধি—তৎসহ ঋতুশূল, কষ্টকর রজঃস্রাব, স্রাবের পূর্ব্বে ভীষণ জ্বালা—ম্যাগ-ফস।

সহ ঋতুশূলে, ম্যাগ-ফস্ কার্য্যকরী না হইলে—ক্যাল্‌কে-ফস্।

## কর্ণমূল-স্ফীতি

(Mumps—মাম্পস্)

কর্ণমূল-স্ফীতি—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-মিউর, সাইলি।

" কর্ণের অভ্যন্তরে—কেলি-মিউর, সাইলি, ফেরাম-ফস।

" কর্ণমূলের—কেলি-মিউর, সাইলি।

" বাহ্য কর্ণের—সাইলি।

## স্নায়ুশূল

(Neuralgia—নিউরাল্‌জিয়া)

স্নায়ুশূল, ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়ে—ক্যাল্‌কে-ফস্।

" তড়িতাঘাতের ন্যায়—ম্যাগ-ফস, ক্যালকে-ফস্।

" সাংঘাতিক—সাইলি।

" পঞ্জরাস্থির ভিতরের পেশীর—ম্যাগ-ফস।

" পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব—নেট্রাম-মিউর, ক্যালকে-ফস।

" প্রাদাহিক—ফেরাম-ফস।

" মলদ্বারের—ক্যালকে-ফস।

" রাত্রিকালে—ম্যাগ-ফস, ক্যালকে-ফস।

" স্থান পরিবর্ত্তনশীল—ম্যাগ-ফস, কেলি-সালফ।

" রক্তসঞ্চয় সংশ্লিষ্ট—ফেরাম-ফস।

" স্নায়ুর মধ্য দিয়া তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা—নেট্রাম-মিউর, ম্যাগ-ফস।

" জন্য স্পর্শজ্ঞানের অভাব—কেলি-ফস।

## পক্ষাঘাত

( Paralysis—প্যারালাইসিস্ )

পক্ষাঘাত—কেলি-ফস, কেলি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-ফস, সাইলি, নেট্রাম-ফস, ম্যাগ-ফস।

" অঙ্গের তুড়তুড়িযুক্ত—কেলি-ফস।
" অর্দ্ধ শরীরের—কেলি-সাল্ফ।
" আমবাতিক—কেলি-ফস, ক্যাল্কে-ফস, ফেরাম-ফস।
" সর্ব্বশরীরের শীর্ণতাযুক্ত বা একাঙ্গের—কেলি-ফস।
" মুখমণ্ডলের—কেলি-ফস।
" মূত্রাশয়ের—কেলি-ফস।
" শরীরের যে কোন স্থানের—কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর।
" শিশুদের—কেলি-ফস্।
" সর্ব্বশরীরের কম্পন সহ—ম্যাগ-ফস।
" হঠাৎ আবির্ভাব—কেলি-ফস।
" বলক্ষয়কারী—কেলি-ফস।
" ডিফথিরিয়ার পরে—নেট্রাম-মিয়ুর।
" স্বরযন্ত্রের—কেলি-ফস।

## অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ

( Peritonitis—পেরিটোনাইটিস )

অন্ত্রাবরণ-প্রদাহে—ফেরাম-ফস, ম্যাগ-ফস ও কেলি-মিউর ব্যবহার্য্য।

## বক্ষাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ

( Pleurisy—প্লুরিসি )

প্লুরিসি—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-মিউর।
" বক্ষে বেদনায়—নেট্রাম-ফস।
" " চাপ দিলে বৃদ্ধি—নেট্রাম-ফস।
" " বুক চাপিয়া কাসি—নেট্রাম-সাল্ফ।
" বুকের মধ্য দিয়া আড়াআড়িভাবে বেদনা—ক্যাল্কে-সাল্ফ।
" " " " চাপিয়া ধরিলে বৃদ্ধি—নেট্রাম-সাল্ফ।
" " " " শ্বাসগ্রহণে বৃদ্ধি—নেট্রাম-সাল্ফ।
" বুকে খোঁচামারাবৎ বেদনা—ক্যাল্কে-সাল্ফ।
" " সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা—ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ।
" " গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি—নেট্রাম-ফস।
" হইয়া কথা বলিবার সময় ক্লান্তি অনুভব—কেলি-সাল্ফ।
" " শ্বাসকৃচ্ছ্রতা—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-ফস, কেলি-ফস।

## নিউমোনিয়া বা ফুসফুস-প্রদাহ

( Pneumonia—নিউমোনিয়া )

নিউমোনিয়া—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-সাল্ফ, সাইলি।
শ্লেষ্মার জন্য বুকে ঘড়ঘড়ানি—নেট্রাম-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর, ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ।

নিউমোনিয়া, রোগীর দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস—কেলি-ফস, ফেরাম-ফস, কেলি-সাল্‌ফ, নেট্রাম-মিয়ুর।

" " গয়ের অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত—সাইলি।

" " " আঠাল—কেলি-সাল্‌ফ।

" " " কাসিয়া অতি কষ্টে বাহির করে—কেলি-মিয়ুর, ক্যাল্‌কে-ফস।

" " গাঢ়—নেট্রাম-সাল্‌ফ, কেলি-ফস, কেলি-মিয়ুর, সাইলি।

" " " তরল—কেলি-সালফ, সাইলি, নেট্রাম-মিয়ুর।

" " " ডেলা ডেলা—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।

" " " পুঁজমিশ্রিত—সাইলি নেট্রাম-সাল্‌ফ, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ।

" " " অত্যধিক—কেলি-সাল্‌ফ, সাইলি।

" " " দুধের সরের ন্যায়—নেট্রাম-ফস, কেলি-মিয়ুর।

" " " সাদা—কেলি-মিয়ুর।

" " " সূতার ন্যায়—নেট্রাম-সালফ।

" " " দড়ির ন্যায়—নেট্রাম-সালফ।

" " " প্রভূত জলের ন্যায় শ্লেষ্মাস্রাব—নেট্রাম-মিয়ুর।

" " বুকে জ্বালা ও ক্ষতের ন্যায় বেদনা অনুভব—ফেরাম-ফস।

" " শ্বাস-কষ্ট—ফেরাম-ফস, ক্যালকে-ফ্লোর।

" " শ্বাসকৃচ্ছ্রতা—নেট্রাম মিয়ুর, ফেরাম-ফস, কেলি-সালফ, কেলি-ফস, ক্যালকে-ফস।

" " শ্বাসরোধক কাসি—ক্যালকে-ফস।

" " দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস—কেলি-ফস, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর, কেলি-সালফ।

## জরায়ু-নির্গমন

(Prolapsus of the Uterus—প্রোলাপ্সাস্-অভ্-দি-ইউটেরাস্)

জরায়ুর নির্গমন—ক্যালকে-ফ্লোর, ক্যালকে-ফস, কেলি-ফস।

„ বসিয়া থাকিলে উপশম—নেট্রাম-মিয়ুর।

„ প্রদেশের দুর্ব্বলতা—ক্যালকে-ফস, নেট্রাম-ফস।

„ প্রদেশে হ্যাচ্কা টানের ন্যায় বেদনা—ক্যালকে-ফ্লোর।

অবস্থান-বিচ্যুতি—ক্যালকে-ফ্লোর, ক্যালকে-ফস।

„ „ সহ আমবাতিক বেদনা—ক্যালকে-ফস।

## সূতিকা-জ্বর

( Puerperal Fever—পিওয়ারপ্যারেল-ফিভার )

সূতিকা-জ্বর—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-মি, ক্যালকে-ফস।

„ প্রসবের পর—কেলি-ফস, কেলি-মিয়ুর।

„ „ স্তনে জ্বালা—ক্যালকে-ফস।

„ „ মুখের তিক্তাস্বাদ—নেট্রাম-সালফ।

„ তৎসহ আক্ষেপ—ম্যাগ্-ফস।

„ উন্মাদাবস্থা—কেলি-ফস।

„ তৎসহ তরকা—ম্যাগ-ফস।

সূতিকা-জ্বরের প্রধান ঔষধ—নেট্রাম-মিয়ুর।

## বাত

( Rheumatism—রিউমেটিজম্ )

বাত, অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক—ম্যাগ-ফস।

সর্ব্বাঙ্গে পেষণবৎ বেদনা—কেলি-ফস।

বাত জনিত সহজেই পা ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়া লক্ষণে—কেলি-ফস।

" " সকল গ্রন্থির স্ফীতি—কেলি-মিয়ুর।

" পুরাতন—নেট্রাম-মিয়ুর, ক্যাল্‌কে-ফস।

" " প্রদাহযুক্ত—ফেরাম-ফস, কেলি-সালফ, ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-ফস, কেলি-মিয়ুর।

" " কড়কড় শব্দযুক্ত—ক্যাল্‌কে ফ্লোর, নেট্রাম-মিয়ুর, নেট্রাম-সাল্‌ফ।

" স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা—ম্যাগ-ফস, কেলি-সালফ।

## গলক্ষত

( Sore-throat—সোর-থ্রোট )

( ডিফ্‌থিরিয়া ও ক্রুপ দ্রষ্টব্য )

গল-ক্ষত—ফেরাম-ফস, কেলি-মিয়ুর, কেলি-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যালকে-ফ্লোর, নেট্রাম-মিয়ুর, ম্যাগ-ফস, নেট্রাম-ফস, ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, নেট্রাম-সাল্‌ফ।

## শুক্রক্ষরণ

( Spermatorrhoea—স্পার্মাটোরিয়া )

শুক্রক্ষরণ—নেট্রাম-ফস, কেলি-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর, কেলি-মিয়ুর, সাইলি।

শুক্রক্ষরণ, শীত শীত বোধ সহ—নেট্রাম-মিয়ুর।
„ স্বপ্ন না দেখিয়াই—নেট্রাম-মিয়ুর।
„ মলত্যাগকালে কোঁথ দিলে—নেট্রাম-মিয়ুর।
„ স্বপ্ন দেখিয়া—নেট্রাম-ফস, কেলি-ফস, সাইলি।
„ পাতলা জলের ন্যায়—নেট্রাম-ফস।
„ জন্য অত্যন্ত দুর্ব্বলতা—কেলি-ফস।

## মেরুদণ্ডের পীড়া

( Spine, disease of—স্পাইন, ডিজিজেস্-অভ )

মেরুদণ্ডে, বিশেষভাবে শিশুদের, পাক্ষাঘাতিক পীড়া ঘটিতে দেখা যায়। ইহার জন্য—ক্যাল্‌কে-ফস শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অপরাপর ঔষধের জন্য পক্ষাঘাত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

## প্লীহার রোগ

( Spleen, diseases of স্প্লীন, ডিজিজেস্-অভ )

প্লীহার রোগ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-সাল্‌ফ।

## পাকযন্ত্রের প্রদাহ

( Stomatitis—ষ্টমাটাইটিস )

পাকযন্ত্রের প্রদাহ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিয়ুর, নেট্রাম-ফস, নেট্রাম-মিয়ুর, সাইলি, কেলি-ফস।

## সর্দ্দি-গর্ম্মি

( Sun-stroke—সান্-ষ্ট্রোক্ )

নেট্রাম-মিউর সর্দ্দি-গর্ম্মির শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

## উপদংশ বা সিফিলিস্

( Syphilis—সিফিলিস্ )

উপদংশ—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, নেট্রাম-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর, কেলি-ফস, কেলি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-সাল্ফ, সাইলি, ক্যাল্কে-ফ্লোর।

„ জনিত বাগীতে উত্তাপ, দপ্দপানি, স্পর্শকাতরতা—ফেরাম-ফস।

„ „ বাগীর অত্যধিক স্ফীতি—কেলি-মিউর।

„ „ গুহ্যদ্বারে আঁচিল—নেট্রাম-সাল্ফ।

„ পুরাতন, ক্ষত হইতে জলের ন্যায় রসস্রাব—নেট্রাম-মিউর।

„ পুরাতন—সাইলি, নেট্রাম-মিউর, কেলি-মিউর, ক্যাল্কে-ফ্লোর।

„ তৃতীয় অবস্থায় অস্থিতে কঠিন অর্ব্বুদ—সাইলি।

„ হইয়া পুঁজ জন্মিলে—ক্যাল্কে-সাল্ফ।

„ সন্ধ্যাবেলায় বৃদ্ধি—কেলি-সাল্ফ।

„ রোগীর সঙ্গমেচ্ছার বৃদ্ধি—সাইলি, নেট্রাম-ফস।

„ জনিত বাগী হইয়া পুঁজ জন্মিলে—সাইলি।

„ „ হার্ড-স্যাঙ্কার, অর্থাৎ ক্ষতের প্রান্তের কাঠিন্য—ক্যাল্কে-ফ্লোর।

„ „ সফ্ট-স্যাঙ্কার „ „ „ কোমলতা—কেলি-মিউর।

„ „ পচনশীল ক্ষত—কেলি-ফস।

## অণ্ডকোষের পীড়া

( Testicles, diseases of—টেষ্টিকেল, ডিজিজেস্‌-অভ্‌ )

অণ্ডকোষের পীড়া—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-মিউর, ক্যাল্‌কে-ফস; ক্যাল্‌কে-ক্লোর, সাইলি।

একশিরার উত্তম ঔষধ—সাইলিসিয়া।

## তালুমূল-প্রদাহ

( Tonsillitis—টন্‌সিলাইটিস্‌ )

টন্‌সিল-প্রদাহ—ফেরাম-ফস, কেলি-ফস।

„ পুনঃ পুনঃ—সাইলি।

„ হইয়া পুঁজ জন্মিলে—ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, সাইলি।

„ বধিরতাসহ—ক্যাল্‌কে-ফস্‌।

„ প্রদাহকালে—মুখব্যাদন করিবার সময় বেদনা অনুভব—ক্যাল্‌কে-ফস।

„ বিবৃদ্ধি—ক্যাল্‌কে-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর।

## আন্ত্রিক-জ্বর বা টাইফয়েড

( Typhoid—টাইফয়েড )

আন্ত্রিক-জ্বর—কেলি-সাল্‌ফ, কেলিমিউর, ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর।

আন্ত্রিক-জ্বর, প্রথম অবস্থায়—ফেরাম-ফস্।

পেটফাঁপা, সামান্য হলুদবর্ণের বাহ্যে, জিহ্বায় সাদা লেপ লক্ষণে—কেলি-মিউর।

সাংঘাতিক উপসর্গ যথা, দুর্গন্ধ ভেদ, উন্মাদ ভাব, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণে—কেলি-ফস্।

এই রোগের প্রধান ঔষধ—কেলি-মিউর।

## বসন্ত

( Small pox—স্মল-পক্স )

বসন্ত—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-সাল্ফ, ক্যাল্কে-সাল্ফ, নেট্রাম-মিউর, কেলি-ফস্।

„ গুটিকা বসিয়া গেলে—কেলি-সাল্ফ।

„ তন্দ্রাবস্থায়—নেট্রাম-মিউর।

„ পচনাবস্থায়—কেলি-ফস।

„ পুঁজস্রাবে—ক্যাল্কে-সাল্ফ।

„ লালাস্রাবে—নেট্রাম-মিউর।

বসন্তরোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ—কেলি-মিউর।

## ক্ষত

( Ulcer—আল্সার )

ক্ষত—কেলি-মিউর, সাইলি, ক্যাল্কে-সাল্ফ, ফেরাম-ফস, ক্যাল্কে-ক্লোর, নেট্রাম-ফস, ক্যাল্কে-ফস্।

ক্ষত, নালীবিশিষ্ট—সাইলি, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।
„ পুঁজস্রাবযুক্ত—ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফ, সাইলি।
„ প্রদাহযুক্ত—ফেরাম-ফস।
„ বেদনাশূন্য, আরোগ্যে বিলম্ব—ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।
„ গণ্ডমালা দোষবিশিষ্ট লোকদের—ক্যাল্‌কে-ফস।

## বমন

( Vomiting—ভমিটিং )

বমন, অভুক্ত দ্রব্য—ফেরাম-ফস, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাল্‌কে-ফ্লোর।
„ অম্ল পদার্থ—ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-ফস, নেট্রাম-সাল্‌ফ, নেট্রাম-ফস।
„ রক্ত—কেলি-ফস, ফেরাম-ফস্।
„ „ আঠা আঠা—কেলি-মিউর।
„ „ উজ্জ্বল লাল—ফেরাম-ফস্।
„ কুল্পি-বরফ খাইবার পর—ক্যাল্‌কে-ফস্।
„ গাঢ় সাদা শ্লেষ্মা—কেলি-মিউর।
„ তারের ন্যায় শ্লেষ্মা—নেট্রাম-মিউর।
„ তিক্ত স্বাদযুক্ত—কেলি-ফস্।
„ দুগ্ধপানের পর ( শিশুর )—সাইলি, ক্যাল্‌কে-ফস্।
„ প্রাতঃকালীন—সাইলি।
„ শিশুদের—ক্যাল্‌কে-ফস্।
„ „ দুগ্ধপানের পর—সাইলি, ক্যাল্‌কে-ফস্।

বমন, সবুজ লবণাক্ত—নেট্রাম-ফস্।

কাফিচূর্ণের ন্যায় পদার্থ—নেট্রাম-মিউর, নেট্রাম-ফস।

## হুপিং-কাসি

( Whooping Cough—হুপিং-কফ )

হুপিং-কাসি—কেলি-মিউর, ম্যাগ-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সাল্‌ফ, ক্যাল্‌কে-ফস, ফেরাম-ফস।

" শ্বাসরোধক কাসি—ক্যাল্‌কে-ফস্।

" শ্বাসরোধের ন্যায় অনুভব—কেলি-সাল্‌ফ।

" হইয়া অনৈচ্ছিক ভাবে প্রস্রাব হওয়া—ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর।

" শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি—ম্যাগ-ফস, ক্যাল্‌কে-ক্লোর, সাইলি।

" আক্ষেপিক—ম্যাগ-ফস, কেলি-মিউর, ফেরাম-ফস, নেট্রাম-মিউর।

" কুকুরের ডাকের ন্যায় শব্দবিশিষ্ট—কেলি-মিউর।

" নির্দ্দিষ্ট সময়ে—নেট্রাম-মিউর।

" হঠাৎ কর্কশ স্বর বাহির হইলে—ম্যাগ-ফস।

## ক্রিমি

( Worms—ওয়ার্মস্ )

ক্রিমি—নেট্রাম-ফস, কেলি-মিউর, ফেরাম-ফস।

" কেঁচো—নেট্রাম-ফস।

" সূতো—নেট্রাম-ফস, কেলি-মিউর, কেলি-ফস।

ক্রিমির প্রধান ঔষধ—নেট্রাম-ফস।

## শিরোঘূর্ণন

(Vertigo—ভার্টিগো)

শিরোঘূর্ণন—ক্যাল্কে-ফস, ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, নেট্রাম-সাল্ফ, সাইলি।

„ অভুক্তদ্রব্য বমনের পর—ফেরাম-ফস।

„ আমাশয়ের গোলযোগ সহ—নেট্রাম-ফস্।

„ উপরে উঠিবার সময়—কেলি-সাল্ফ, কেলি-ফস।

„ উপরের দিকে তাকাইলে—কেলি-সাল্ফ, কেলি-ফস্।

„ পিত্ত-বমন সহ—নেট্রাম-সাল্ফ।

„ বৃদ্ধকালে—ক্যাল্কে-ফস, কেলি-ফস্।

„ অত্যন্ত গা-বমি-বমি সহ—ক্যাল্কে-ফস।

„ মস্তকে রক্তের চাপ সহ—ফেরাম-ফস।

„ মস্তক নাড়িলে বা হাঁটিবার কালে—ক্যাল্কে-ফস্।

„ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সহ—কেলি-ফস।

---